স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতীর অপ্রকাশিত রচনাবলী ও শক্তিবাদ সম্বন্ধীয় প্রচারপত্রের সংকলন

শক্তিবাদ প্রবর্ত্তক
স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী

প্রকাশক এবং পরিবেশক :
http://www.shaktibad.net

ইন্টারনেট সংস্করণ :
আগষ্ট ২১, ২০০৭ খ্রীষ্টাব্দ

এই পুস্তক সর্বমানবের জন্য উন্মুক্ত।
মূলকে বিকৃত না করে এর প্রচার সর্বথা প্রশংনীয়।

স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী কর্তৃক ১৯৫১ সালে প্রকাশিত শক্তিবাদ মাসিক পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় (১৩৫৮ সনে) প্রচারিত সমকালীন চিন্তন ও ভাষ্য

সংবিধান সংশোধন। ডেমোক্রেশী এক সাংঘাতিক ধাপ্পায় পরিণত হইয়াছে। ভারতের বিধান পরিষদে যে সব বিধান প্রস্তুত হইয়াছে ১ বৎসর না যাইতেই উহার সংশোধন আরম্ভ হইয়াছে। আমরা শক্তিবাদীরা পশ্চিমের ডেমোক্রেশীকে কোন উচ্চ বিজ্ঞানসম্মত রাষ্ট্রবাদ স্বীকার করি না। আমরা রাজা, ঋষি, ও পঞ্চায়েৎ বিধানের রাষ্ট্রবাদ অধিক সুন্দর রাষ্ট্রবাদ স্বীকার করি। প্রাচ্য ডেমোক্রেশীই পঞ্চায়েৎ রাষ্ট্র। ইহার কঙ্কাল আমাদের শাস্ত্রে আছে। শক্তিবাদ বংশ পরম্পরাগত রাষ্ট্রপতি অধিক উপযোগী স্বীকার করে। জনতা প্রগতির পথে অতি শীঘ্রই এই মতবাদের দিকে আকৃষ্ট হইবে। জনতা যাঁহাকে রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত করে তাঁহাকে অস্বীকার করা আমাদের নীতি নহে। জনতার চাওয়ার বিরোধিতা আমরা করিতে চাই না। কিন্তু জনতার শিক্ষার জন্য এবং শক্তিবাদ প্রচার করিবার জন্য আমরা এতদিন যতটুকু স্বাধীন ছিলাম, ২, ৫ দিন বাদ আমরা আর সেইরূপ স্বাধীন থাকিব না, কারণ আমাদের কণ্ঠরোধের ব্যবস্থা হইতেছে। ডেমোক্রেটীক বিধানে রাষ্ট্রপতি ধনী ভিন্ন অন্যে হইতে পারে না এবং কে কখন রাষ্ট্রপতি হইবেন উহা জানা থাকেনা বলিয়া রাষ্ট্রপতির শিক্ষা দীক্ষার ব্যবস্থা করা যায় না। প্রাচীন ভারতের বংশপরম্পরাগত রাষ্ট্রপতিগণকে জীবনের এক বড় অংশ ঋষির আশ্রমে কাটাইতে হইত। ঋষির প্রভাবে ও শিক্ষায় তাঁহার জীবনের লক্ষ্য মহান হইবার পথ ছিল। রাষ্ট্রপতি বা মধ্যযুগের মন্ত্রীরা অযোগ্য বা অদূরদর্শী হইলে অথবা এরা যদি শত্রু রাজ্যে বা শত্রুদের বান্ধব রাষ্ট্রের যশ, নারী বা ধনের প্রভাবে দেশের ক্ষতির কারণ হন তবে ইহার সংশোধনের পথ থাকে না। স্ত্রৈণ, যশলোভী ও স্বজাতিদ্রোহী মন্ত্রীর বিশ্বাস কি?

ঋষিগণ কিরূপ তেজস্বী, সত্যনিষ্ঠ, ত্যাগী ও তপস্বী ছিলেন ইহার কথা রামায়ণ মহাভারতে পাওয়া যায়। কথিত আছে অসুরবাদী রাবণ ঋষিদের রক্ত লইয়াও তাঁহাদিগকে বশীভূত করিতে পারেন নাই। কাজেই রাষ্ট্র পরিচালনায় জনতার পিতৃস্থানীয় এবং জনতার সঙ্গে সমান কঠোর জীবনে অভ্যস্ত চিন্তাশীল ঋষিগণকে স্থান দেওয়া যে কত উন্নত বিধান ইহা কে অস্বীকার করিবে?

পঞ্চায়েৎ বিধানে অযোগ্য লোকের মন্ত্রীপদে যাইবার পথ নাই। যাঁহার যুদ্ধ সম্পর্কে কোন ধারণা নাই তিনি যুদ্ধ মন্ত্রী, যাঁহার শিক্ষা সম্বন্ধে কোন ধারণা নাই তিনি শিক্ষামন্ত্রী অর্থাৎ যাঁহারা দল পাকাইয়া খেপাইতে পারিবেন তাঁহাদের কেহ রাষ্ট্রপতি কেহ বা মন্ত্রী এবং কেহ শিক্ষামন্ত্রী। পঞ্চায়েৎ বিধানের রাষ্ট্রবাদের নির্ব্বাচনে এমন বিজ্ঞানকে স্থান দেওয়া হইয়াছে যে অযোগ্য কোন বিভাগেরই মন্ত্রী হইতে পারিবেন না।

গণেশ সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব ও শক্তি ইহারা পঞ্চায়েৎ। যাহারা বিস্তারিত মনোবিজ্ঞান, কর্ম্মবিজ্ঞান ও চরিত্রবিজ্ঞান বুঝিতে চাহেন তাঁহারা আমাদের গ্রন্থাবলী পাঠ করুন। অর্থাৎ মানুষের মনোবিজ্ঞান বা কর্ম্মবিজ্ঞানের ভিত্তিতে মানুষকে এইরূপ ভাগ করা হইয়াছে। গণেশ - বিচার, ইঞ্জিনিয়র, ও বিজ্ঞান বিভাগ। সূর্য্য - শিক্ষা, চিকিৎসা, জ্যোতিষ, জনসেবামূলক বিভাগ, উকিল, কেরাণী, পুরোহিত, সংবাদপত্র ইত্যাদি বিভাগ। বিষ্ণু - শাসক, পুলিশ, গোয়েন্দা, সমাজকর্ত্তা, ধনী, কৃষক, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ইত্যাদি বিভাগ। শিব - (১) কায়িক শ্রমকারী, কর্ম্মহীন ও বৃত্তিহীন প্রাকৃতিক জীবনযোগী বিভাগ। (২) ঋষি যোগী সন্ন্যাসী ইত্যাদি।

শক্তি-সেনা বিভাগ।

প্রত্যেক বিভাগ হইতে তাহাদের দ্বারা নির্ব্বাচিত মন্ত্রীরাই সিংহাসনের পঞ্চায়েৎ। প্রত্যেক বিভাগের মন্ত্রীদের আবার শাখা পঞ্চায়েত থাকিবে। যদি মানা যায় ২০ জনের মন্ত্রীসভা হইবে তবে সেইরূপ বুঝিয়া বিভিন্ন বিভাগের মন্ত্রী সংখ্যা নিরুপিত হইবে। মন্ত্রী অযোগ্য হইলে জনতা ও সেই বিভাগ সেজন্য আন্দোলন করিতে পারিবে। রাষ্ট্রপতি সেই মন্ত্রীকে জনতাকে তুষ্ট করিবার জন্য আদেশ দিবেন। তিনি অক্ষম হইলে রাজা তাঁহাকে পদ ত্যাগ করিতে বলিবেন। রাজা অযোগ্য হইলেও তাঁহার স্থানে অন্য যোগ্য রাজা সিংহাসনে বসানো যাইবে। ভারতে প্রাচীন কোন রাজবংশ হইতে যদি রাষ্ট্রপতি করা যায় অথবা অন্য কোন যোগ্য ব্যক্তিকে যদি রাষ্ট্রপতি করা যায় এবং পঞ্চায়েৎ নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করা যায় তবে সেটা বর্ত্তমান ধাপ্পাবাজী ডেমোক্রেশী হইতে সুন্দর হইবে। অসুরবাদ, দুর্ব্বলবাদ, ও শক্তিবাদ বুঝিবার বিজ্ঞান আমরা অন্য সময় আলোচনা করিব।

শ্রীনেহেরু এই প্রসঙ্গে একস্থানে বলিয়াছেন-"বর্ত্তমান যুগের সমাজ জীবনে বিশেষ করিয়া ডেমোক্রেটীক বিধানে পত্রিকা একটী মূল সম্পদ। ইহার অসীম শক্তি ও অসীম দায়িত্ব। প্রেসকে সম্মান করিতে হইবে। ইহাকে সহযোগ করিতে হইবে।" যদি তিনি তাহাই মনে করেন তবে প্রেসের গলা টিপতে অগ্রসর হইলেন কেন? আমাদের মতে রাষ্ট্রবাদের শক্তিবাদীয়, অসুরবাদীয় এবং দুর্ব্বলবাদীয় নীতি আছে। পত্রিকাও তিন প্রকার আছে। জনতায়ও তিন প্রকার মানুষ আছে। আমরা নেহেরুকে বলি তিনি নিজেদের দুর্ব্বল নীতি ত্যাগ করুন। শক্তিবাদের গলা টিপিয়া তিনি যে দুষ্কৃতি করিবেন উহার ফলে রাষ্ট্রের সর্ব্বনাশ করিবেন মাত্র। আমরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিতেছি -দুর্ব্বলবাদীরা রাষ্ট্রবাদের অযোগ্য।

তিনি আবার বলিয়াছেন "যে সব কঠিনতা সংবাদপত্রকে সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, তিনি তাহা বুঝিতে পারেন। কেহই জাতীয় যন্ত্রের স্বাধীনতা হরণের কথা ভাবিতে পারেন না। কিন্তু যে সব ছোট ছোট কাগজের টুকরো সময় সময় দেখা দেয় এবং পরিস্থিতিকে বিষাক্ত করে, তাহাদের সম্বন্ধে কি হইবে? পত্রিকা কাহাকে বলে? জনমতের বাকযন্ত্র না কি দুই পৃষ্ঠার কাগজের টুকরা যাহা রাতারাতি বা সময় সময় অনিয়মিতভাবে আবির্ভূত হয়, যাহা গালাগালিতে পূর্ণ থাকে এবং মানুষকে গালাগালি দেয়? ইহা একটি সাংঘাতিক কথা যখন শক্তি ও দায়িত্ব এক রেখাতে কাজ করে না।"

শ্রীনেহেরু কি বলিতে চান যে ছোট ছোট টুকরা বলিয়া 'শক্তিবাদ' কোন জনমতের কাগজ নহে? দুর্ব্বলকে দুর্ব্বল বলা, অসুরকে অসুর বলা এবং শক্তিশালীকে শক্তিশালী বলা কি গালাগালি? যদি শক্তিবাদ কোন জনমতের কাগজ নাই হয় তবে তিনি দুই পৃষ্ঠার টুকরা কাগজের জন্য সংবিধান পরিবর্ত্তন করিয়া জনতার স্বাভাবিক স্বাধীনতা নষ্ট করিতেছেন কেন? যে সব পত্রিকাগুলি আফিম বা মরফিয়ার মত নিত্য সমাজ দেহে প্রবেশ করিয়া অযোগ্য নেতাদের তোষণ করিয়া পয়সা উপার্জ্জন করে সেইগুলিই কি জনমত? আমরা নেহেরুকে জানাইয়া রাখি - তিনটা শক্তি ভারতের রাষ্ট্র জীবনকে বিষাক্ত করিতেছে। ইহার একটিতে আছে পাকিস্থানবাদীরা ও তাহাদের নির্লজ্জ সেকুলারিষ্ট সমর্থকের দল। ভারতকে শক্তিহীন করিয়া ইহারা ভারতকে পাকিস্থান করিতে চায়। দ্বিতীয়টি হইতেছে প্রগতিবাদী ডেমোক্রেটিকগণ। ইহারা ইংরেজ এমেরিকার হইয়া ভারতকে বিশ্বযুদ্ধের কেন্দ্র করিতে চায়। শক্তিবাদ চায় ভারতের ৩০ কোটী আধ্যাত্মবাদী জনতাকে জাগ্রত করিয়া ভারতকে রক্ষা করিতে। নেহেরুজী জানেন তিনি কোন দলের এবং তিনি কি চাহেন। আমরা তাঁহার মুখোষ খুলিতে চাই না। তিনি যত খুশী আইন করুন। যদি পথ থাকে তবে আমরা 'শক্তিবাদ' বাহির করিব, যদি পথ না থাকে তবে আমরা 'শক্তিবাদ' বন্ধ করিয়া দিব। যদি ঈশ্বরীয় নিয়মে ভারত রক্ষা পায় তো পাইবে। তবে ইহা অতীব সত্য কথা যে, যদি 'শক্তিবাদ' বন্ধ না হইয়া যায় তবে ভারতের সর্ব্বনাশকারী এই দল তিনটিকে এবার নির্ব্বাচনে ভীষণ বাধার সম্মুখীন হইতে হইবে। নেহেরুজীর ২ পৃষ্ঠার টুকরা কাগজ বলিতে আমাদের শক্তিবাদ খানা বুঝায় কিনা আমরা জানি না। নেহেরুজী যদি ভাবিয়া থাকেন দুর্ব্বলবাদীতা বলায় কাকে গালি দেওয়া হইয়াছে তবে সেটা তাঁহার ভুল ধারণা। তিনি শক্তিবাদ ও ভারতীয় পঞ্চায়েৎ বিধান বুঝুন। তিনি নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে শক্তিবাদের গলা টিপিয়া ডেমোক্রেশী ভঙ্গ করিতেছেন কেন? 'শক্তিবাদ' সম্বন্ধে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা আছে, সেই মতে বলি তাঁহার ডেমোক্রেশী জনতাকে ভাওতা দেবার ফন্দী মাত্র। তিনি ভারতীয় পঞ্চায়েত বিধান প্রবর্ত্তন করিয়া এইসব ফাঁকিবাজ রাষ্ট্রবাদ ভাঙ্গিয়া দিন না? আমরা তাঁহাকে রাষ্ট্রপতি করিয়া লইব। শক্তিবাদ অনিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইবার মূলে একটি কারণ এই যে আমরা প্রয়োজনের বেশী বলিতে চাই না।

নেপাল ও দেশীয় রাজ্য এবং কংগ্রেসের রামরাজ্য। দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে শক্তিবাদীয় নীতি আমরা শক্তিবাদ নামক গ্রন্থে বলিয়াছি। নেপালে প্রগতির চাকা ঘুরিয়াছে। এই প্রগতি বর্ত্তমান যুগের মানব সমাজের অত্যন্ত দুর্দ্দশার অগ্রদূত। প্রগতির এত প্রচার হইয়াছে যে, বালক, বৃদ্ধ, যুবক, প্রৌঢ় সব নরনারীর সহিত আলোচনা করিলে বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়, প্রগতি সকলেই বুঝে এবং প্রগতি সকলেই চায়। যখন প্রগতি অনেকেই চায় তখন প্রগতিকে আসিতে না দিয়া লাভ নাই। প্রগতি করিয়া মানব সমাজ প্রগতির প্রতিফল একবার না বুঝিলে প্রগতির ঝোক যাইবে না। ভারতে প্রগতির চাকা অনেক দিন হইতেই ঘুরিতেছিল। প্রগতির চাকা ভারতকে ভাল ভাবেই দুর্দ্দশায় ডুবাইয়াছে। কারণ প্রগতি ভারতকে অযোগ্য লোকের হাতে আনিয়া সমর্পণ করিয়াছে। ভারত আজ অযোগ্যদের হাতের খেলার পুতুল। ভারতে এজন্য দুর্দ্দশার অন্ত নাই।

নেপালের জনতাও জানিতে পারিবে প্রগতি মানুষকে দুঃখ দারিদ্র, দুর্দ্দশা ও সহজ মৃত্যু দিতেই সক্ষম, সুখ শান্তি ও সুন্দর জীবন দিতে সক্ষম নহে। কিছু দিন পূর্ব্বে ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলিতে প্রগতির চাকা ঘুরিয়াছে। শীঘ্রই সেখানের জনতা জানিতে পারিবে তাহাদের মঙ্গল করিয়াছে অথবা সর্ব্বনাশ করিয়াছে। আমরা সমাজের সুখ শান্তি প্রাচুর্য্য ও সচ্ছলতা চাই কিন্তু আমরা প্রগতির অগ্রদূত নহি। সর্দ্দার প্যাটেল দেশীয় রাজ্যগুলিতে প্রগতির চাকা ঘুরাইয়া ভারতে ও বিদেশে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি ভাল করিয়াছেন অথবা সর্ব্বনাশ করিয়াছেন তাহা কয়েকজন ভাগ্যবান কংগ্রেসী পুরুষ ভিন্ন সমস্ত প্রজাই অনুভব করিতে পারিবেন। সর্দ্দারজী শক্তিবাদীর মত বড় বড় কথা বলিতেন এজন্য তাঁহাকে অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু তিনি দিল্লীর গদিতে বসিয়া আর শক্তিবাদ করেন নাই। যখন পাকিস্থান কাশ্মীর দখল করে তখন ভারত সরকার গান্ধিজীর মৃত্যুপণ দাবীতে পাকিস্থানকে ৫৫ কোটী টাকা দিয়া পাকিস্থানের আক্রমণ শক্তিকে শক্তিশালী করে। সেই সময় সর্দ্দার প্যাটেল বলিয়াছিলেন, "গান্ধিজীর জীবন রক্ষার জন্য এই টাকা দেওয়া হইল।" কাশ্মীর আক্রমণকারী ও ভারত ভাগকারী এবং পাকিস্থানের হিন্দুস্থানের সর্ব্বনাশকারী পাকিস্থানকে শক্তিশালী করিবার জন্য গান্ধিজীর অনশন কত বড় গর্হিত হইয়াছিল ইহা সর্দ্দারজী জানিতেন। গীতায় অর্জ্জুনও অসুরপক্ষ অবলম্বনকারী আত্মীয় ও গুরুদেব হত্যার বিরুদ্ধে কথা তুলিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নিজের কর্ত্তব্য করিতে বলেন এবং ইহাই বুঝাইয়া দেন যে আত্মার মৃত্যু হয় না। সমাজ রক্ষায় কর্ত্তব্যই শ্রেষ্ঠ কথা। গান্ধিজীর মৃত্যু পণ দাবী কেবলই অসুরবাদকে শক্তিশালী করিবারই দুষ্কার্য্য ছিল না, গীতার মতে ঐরূপ অনশন করা অসুর কার্য্য বলিয়া উল্লেখ আছে। "কার্যয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামচেতসঃ মাং চৈবান্তঃ শরীরস্থং তান্ বিদ্বানসুর নিশ্চয়ান॥" ভারতকে শক্তিহীন ও পাকিস্থানকে শক্তিশালী করিবার জন্য যতগুলি প্যাক্ট হইয়াছে, সবগুলিই সর্দ্দারজীর সম্মতিতে হইয়াছে। ভারতে মুদ্রামান নমিত করার সঙ্গেও ভারতের সর্ব্বনাশ এবং পাকিস্থানের সুদিনের কার্য্য জড়িত। এ সব কার্য্যে সর্দ্দারজীর সম্মতি ছিল। তিনি যদি শক্তিবাদ বুঝিতেন তবে তিনিও ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের মত মন্ত্রীসভা ত্যাগ করিতে পারিতেন এবং ভারতকে শক্তিশালী করিবার জন্য আন্দোলন করিতে পারিতেন। সর্দ্দার প্যাটেল দেশীয় রাজ্যগুলিকে শক্তিহীন না করিয়া তাহাদিগকে এমন ভাবে গঠিত করিতে পারিতেন যাহার ফলে ভারতের সমর সজ্জার এক বৃহৎ অংশ দেশীয় রাজ্যগুলি বহন করিতে পারিত ফলে ভারতের সমর ব্যয় কমিয়া যাইত। তিনি রাজা, ঋষি এবং পঞ্চায়েৎ বিধান প্রবর্ত্তন করিয়া সেখানকার শাসন ব্যবস্থা উন্নত বা ভারতীয় বিধানে সংস্কার করিবার চেষ্টাও করিলেন না। অথবা ভারতীয় পঞ্চায়েৎ গঠনের বিজ্ঞান জানিবারও চেষ্টা করিলেন না। কয়েকজন দুষ্ট লোকের স্বার্থের জন্য ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির প্রধান রক্ষক দেশীয় রাজ্যগুলি মুহূর্ত্তে শক্তিহীন হইল, এবং এক দল অযোগ্যের হাতে শাসন যন্ত্র অর্পিত হইল। জনতা যে সব দুষ্টের প্ররোচনায় এই সব আন্দোলনে হইয়াছিল সেই সব দুষ্টেরা ভারতে এবং রাজ্যমধ্যে সুখে থাকিবে কিন্তু জনতার দুর্দ্দশা দিন দিন বৃদ্ধি হইবে। সর্দ্দারজী জানিতেন প্রাচ্যের সংস্কৃতির সহিত পাশ্চাত্যের প্রগতিবাদের এক সংঘর্ষ দেখা দিবে। সেই সংঘর্ষের প্রধান শক্তি হইবে প্রাচ্য সংস্কৃতি রক্ষক দেশীয় রাজ্যগুলি। হিন্দুমহাসভা, রাষ্ট্রীয় সঙ্ঘ ও সনাতন ধর্ম্ম রক্ষক

অন্যান্য সংস্থাগুলি এবং বহু চিন্তাশীল ঋষিতুল্য মহাপুরুষ এই প্রগতি প্রলাপের মূলোচ্ছেদ করিয়া পৃথিবীতে সুখ শান্তি স্থাপনে অগ্রসর হইবেন। এই সংঘর্ষে জনতার এক বৃহৎ অংশ এবং দেশের রাজ্যগুলির বহু ধনী এবং অনেক জমীদারও জড়িত হইবেন। জনতা যদি প্রগতি চায় তবে আমরাই বা কেন উহার পথ রুদ্ধ করিতে যাইব? জনতা যাহা চায় তাহাতে বাধা দিবার শক্তি আমাদের নাই কিন্তু জনতা একদিন প্রগতির জুতা খাইয়া প্রাচীন সংস্কৃতির দিকে মোড় ফিরাইবে। জনতার মধ্যে আর তাহাদের সংখ্যা আজ মোটেই কম নহে। ভারত সরকার তাহাদের মুখ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। জনতাকে বেশী দিন চাপা যাইবে না, আমাদের মতে সেইদিন আর বেশী দূরে নাই। দেশীয় রাজ্যগুলিকে কেন্দ্র করিয়া সাংস্কৃতিক ও শক্তিবাদীয় ভারত যদি সুখে থাকিত তবে প্রগতিবাদী ভারত উহা দেখিয়া নিজেদের অদূরদর্শিতার সংশোধন সহজে করিতে পারিত। জনতার জানিয়া রাখা প্রয়োজন যে আমরাও ডেমোক্রেশী চাই, কিন্তু উহা ভারতীয় পঞ্চায়েৎ বিজ্ঞানের ডেমোক্রেশী। এই বিধানে শাসন অযোগ্যের হাতে যায় না। পশ্চিমের প্রগতির সব চেয়ে বড় দোষ, যাহারা একবার গদিতে বসিয়া যায় তাহাদিগকে পদচ্যুত করা যায় না। ভারতের প্রগতিবাদে ধর্ম্ম ও সংস্কৃতিকে বাদ দিবার দরুণ ভারতের পক্ষে ইহা অত্যন্ত অহিতকর হইয়াছে। সংস্কৃতিহীন ও চরিত্রহীন প্রধানমন্ত্রী বা অন্য মন্ত্রীরা কোন শত্রু রাষ্ট্রের বা বিজাতীয় নারীর প্রভাবে দেশকে শত্রুর হাতে দিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় তবে তাহাকে বহিষ্কার করিবার পথ কি? মন্ত্রী সভাতে সংস্কৃতির শত্রুরাই যদি প্রগতির নামে নির্ব্বাচিত হয় তবে সেই মন্ত্রীসভাকে তাঁহার সমর্থন না করিলে এদেরই বা অন্ন কোথায় জুটিবে? কাজেই কর্ম্মহীন প্রগতি রাষ্ট্রবাদে ভারতকে পাকিস্থান প্রস্তুতকারী দুর্জ্জনরা ভারতের সর্ব্বনাশ করিবে। শৃঙ্খলাবদ্ধ দেশীয় রাজ্যগুলি ইংরেজের হাত হইতে মুক্ত হইয়া একটু সংশোধন করিবার সময় পর্য্যন্ত পাইল না। কংগ্রেস অনেক কিছু ভাবিয়া রাতারাতি দেশীয় রাজ্যগুলি ভাঙ্গেন ও জমিদার উচ্ছেদ করেন। এই সব প্রগতি করিয়া তাহারা অন্ন বস্ত্রের সচ্ছলতা করিতে পারিবেন না। এই সব প্রগতি না করিয়া তাহারা পাকিস্থানের সঙ্গে লোক বিনিময় করিলে অনেক মঙ্গলের পথ করিতে পারিতেন।

যাহারা ১০০০ বৎসরেও স্বজাতি হয় নাই, তাহারা কোন যুগেই স্বজাতি হইবে না। আমরা প্যাটেলজীর দেশীয় রাজ্য নীতিকে কোন দূরদর্শিতা বা শক্তিবাদিতার কার্য্য বলিয়া স্বীকার করি না। সর্দ্দারজীর জীবিতকালেই নেপালে প্রগতির চাকা ঘুরিবার ব্যবস্থা হয়। এই ব্যবস্থা যে ভারত রাষ্ট্রেই হইয়াছিল ইহা সকলেই জানে। ভারত হইতেই নেপালকে আক্রমণ করিবার সব ব্যবস্থা হইয়াছিল। আমরা পূর্ব্ববঙ্গের বিতাড়িতগণ যখন পাকিস্থানে নিজেদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলাম তখন ভারত রাষ্ট্র আমাদিগকে উচ্ছেদ করেন। কিন্তু নেপাল রাষ্ট্র আক্রমণকারীরা ভারত রাষ্ট্রে বসিয়াই আক্রমণ করিতে সুযোগ পাইয়াছিল। যেখানেই শক্তিবাদীতা সেখানেই সর্দ্দার কোম্পানী বাধা দিয়াছেন এবং দুষ্কৃতকারী ও ভারত ভাগকারী পাকিস্থান ও মুসলমানকে শক্তিশালী করিয়া জনতাকে প্রগতির পথে উস্কানী দিয়া সত্যকে ঢাকা দিয়াছেন। আমরা বলি প্রগতি খণ্ডিত ভারতে অন্ন দিতে শক্তি রাখে না। আমরা প্রগতি মানিতে রাজী আছি কিন্তু অখণ্ড ভারত বা লোক বিনিময় মানিতে প্রগতিবাদীরা রাজী নয় কেন? আমরা আজ

প্রগতির বিরুদ্ধে বলিলে জনতার এক বৃহৎ অংশ উহা শুনিবে না। যে দিন ভারতের জনতা সত্যই বুঝিতে পারিবে প্রগতির ভাওতা তাহাদের সুখ ও সচ্ছলতা নষ্ট করিয়াছে, দেশ ভাগ করিয়াছে, অন্ন বস্ত্র দুর্লভ করিয়াছে এবং অযোগ্য শাসনের কারণ হইয়াছে তখন তাহারা ফিরিবে। জনতা জানিতে পারিবে রাজা ও রাজ্যপালক ব্যক্তিদের শাসন নির্ব্বাচিত ব্যক্তিদের শাসন অপেক্ষা অনেক সুন্দর ও সুখের ছিল। পশ্চিমের প্রগতি বিধানের সবটুকুই অসুরবাদ। ইহাতে জনতাকে মিথ্যাপ্রচার করিয়া বিদ্বেষী ও বিভ্রান্ত করা হয়।

বরোদার মহারাজকে গদীচ্যুত করা হইয়াছে। শ্রীজহর লালের কথায় প্রকাশ - মহারাজা প্রতিক্রিয়াবাদীদের সহচর ও প্রগতিবাদীদের বিপক্ষে নাকি তিনি একেবারে ষড়যন্ত্র করিয়া ফেলিয়াছেন। বরোদার মহারাজা শ্রী নেহেরুর নিকট নাকি অনুনয় বিনয় করিয়া আবার গদীতে বসিবার চেষ্টায় আছেন। যদি তিনি গদীতে বসিতে পারেন সেটা সুখেরই। আমরা মহারাজাগণকে বলি ভারতে পশ্চিমের প্রগতির চাকা ঘুরিয়াছে। কতকগুলি স্বার্থবাদী লোক গদীর লোভে এবং কতকগুলি পত্রিকা পয়সার লোভে এই কার্য্যে উস্কানী দিয়া চলিয়াছে। তাহাদের গদী প্রাপ্তি সফল হইলে জনতা ভালভাবে বুঝিতে পারিবে এইসব বিজাতীয়বাদীরা দেবতার বেশে চোর। তাহারা একবার বসিতে পারিলে জনতা দেখিতে পারিবে তাহাদের সব স্বাধীন অধিকারই গিয়াছে। তাহাদের মুখ ও পেট দুই বন্ধ হইয়াছে। আমরা মহারাজ গণকে কিছুদিন এই প্রগতি লীলার গতি দেখিতে বলি এবং প্রজাগণকে দেখাইতে বলি। যে স্থানে প্রজাদের দুর্দ্দশার সম্ভাবনা আছে সেই সব কার্য্যগুলিতে "জনতার দুর্দ্দশা হইবে" এরূপ সংক্ষেপে বিরুদ্ধ মন্তব্য করিয়া সমস্ত বিষয়ে উদাসীন থাকিবেন। জনতা যেমন শাসন চায় সেইরূপই করুক! আমরা জানি একযুগের পৌরোহিত্যবাদই এই যুগের প্রগতির নামে উপস্থিত হইয়াছে। নির্ব্বাচিত শাসকরা দেবতা ও তাহাদের সমর্থকদল হইতেছেন স্বয়ং ঈশ্বর। এই দলকে বাঁচাইবার জন্য কত আইন বা শাস্ত্রবাক্য প্রস্তুত হইবে তাহার সংখ্যা নাই। মহারাজার জানা কর্ত্তব্য এখন তাঁহারা একটি সাড়াশীর দুইটি দাঁতের চাপে পড়িয়াছেন। ইহার একটি হইতেছে ভারতীয় সংস্কৃতির শত্রু দিল্লীর দাপট এবং অন্যটি হইতেছে সরল জনতার নির্ব্বাচিত স্বার্থীকংগ্রেসীগণ। এই দুইটি চাপের গতি বুঝিয়া তাঁহারা যদি একটী পুতুলের মত থাকিতে পারেন তবেই তাঁহাদের পক্ষে মঙ্গলকর হইবে। এই দুঃসময়ে তাঁহারা প্রজার মধ্যে শক্তিবাদ প্রচারে পথ করুন। যদি ইহার ফলে প্রজাদের চৈতন্য হয়, তবে প্রজার সুদিন আসিবে, নয়তো তাহাদের দ্বারা কৃত দুষ্কৃতির ফল তাহারা নিজেরাই ভোগ করিবে। ইহা স্বাভাবিক যে মহারাজা কংগ্রেস সরকারের পাকিস্থান তোষণ নীতিতে ভারতের সর্ব্বনাশ দেখিয়া হয় তো চিন্তিত হইয়াছিলেন এবং পাকিস্থানের বন্ধু কংগ্রেসী সরকারকে উৎসন্ন করিয়া ভারতে শক্তিবাদীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কোন মন্তব্য করিয়া ছিলেন। যদি ইহাই তাঁহার গদীচ্যুতির কারণ, তিনি আবার নেহেরুর পায়ে তৈল মর্দ্দন করিতে কেন গেলেন? তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল বানপ্রস্থ গ্রহণ করা এবং অখণ্ড ভারতে শক্তিবাদীয় রাষ্ট্র স্থাপনের জন্য তপস্যা ও প্রচার করা। আমরা মহারাজাকে বলি, ধর্ম্মই ভারতকে এবং প্রজাকে রক্ষা করিতে পারে, নেহেরুর সে শক্তি নাই।

একদল দুষ্ট লোক ও পত্রিকা জনতাকে খেপাইয়া শাসন যন্ত্র করে এবং নিজেদের জন্য সব রকম আরামের ব্যবস্থা করিয়া জনতার জন্য দুঃখ ও দুর্দ্দশা আনয়ন করে, ইহারই নাম প্রগতি। হয় ইতিহাসের গতি পাল্টাইবে অথবা জনতা প্রগতির অস্থরবাদে চরম ধ্বংস বরণ করিবে। ২ শত বৎসরের জড়বাদ, ১৪ শত বৎসরের পিশাচবাদ হইতেও দ্রুত মানুষকে বর্ব্বর ও পশু করিয়া দিবে। ইহা সংস্কৃতদ্রোহী দুর্ব্বলবাদ দীক্ষিত ভারতের ভীষণ সর্ব্বনাশ করিবে।

কুচবিহারে অন্নপ্রার্থী জনতার উপর পুলিশের গুলি বর্ষিত হইয়াছে। কুচবিহারে আমরা বহুদিন ছিলাম। এমন অন্ন প্রাচুর্য্যের দেশ খুব কমই দেখা যায়। উহাকে ভারত সরকার নিজের কোলে টানিবার পরই উহাতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে, ধর্ম্মহীন দুর্ব্বলস্তরের শাসনের যে কি ভয়াবহ পরিণতি জনতা ক্রমে আরও জানিতে পারিবে। না খাইয়া মৃত্যু অপেক্ষা যে গুলি খাইয়া মৃত্যু শ্রেয় এবং ইহা যে অহিংসা, ইহা কে অস্বীকার করিবে। কংগ্রেসী সরকারের মর্ত্তের রামরাজ্য অপেক্ষা স্বর্গের বাপুজীর রাম রাজ্য ভাল একথা আমরা শত শত কংগ্রেসী কণ্ঠে প্রচার কামনা করি। ধাপ্পা বিদ্যায় পারদর্শীরা দল ও পত্রিকা সহ নামিয়া এসো, নির্ব্বাচন নিকটবর্ত্তী। ধাপ্পা বিদ্যায় কংগ্রেসীদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে এমন দল ভারতে আর একটিও নাই। ধন্য হে রাম রাজ্য!

১৯৫১ সালে শক্তিবাদ পত্রিকার আষাঢ় সংখ্যায় (১৩৫৮) প্রচারিত স্বামীজীর সমকালীন চিন্তন ও ভাষ্য

খাটী কংগ্রেস ও মেকী কংগ্রেস তত্ত্ব। কংগ্রেসে ভাঙ্গন লাগিয়াছে। ইহাতে শক্তিবাদ উল্লাসের কোন কারণ নাই। খাটীদের মতে মেকীরা ৪ বৎসর রাজত্ব করিয়া ইহাদের গুরু গান্ধীজীর আদর্শ নাকি নষ্ট করিতেছেন। আমরা খাটী বা মেকীর সমস্যায় মোটেই বিব্রত নই। আমরা জনসাধারণকে বলি যাঁহারা গান্ধীর নাম ভাঙ্গাইয়া পেট ভরিতেছেন এবং যাঁহারা গান্ধীর নাম ভাঙ্গাইয়া গদীর তক্তে আছেন তাঁহাদের মৌচাকে আর মধুর আশা নাই। ৪ বৎসর দুর্ব্বল সরকারের শাসনের ভয়াবহ পরিণতি দেখিয়া যদি জনতা এইসব খাটী বা মেকীর লীলা বুঝিতে না পারেন তবে ভারতের ভবিষ্যৎ আরও গভীর অন্ধকারে ঢাকিয়া যাইবে। ভারতের জন্য প্রয়োজন শক্তিবাদীয় অর্থনীতি, শক্তিবাদীয় রাষ্ট্র এবং শক্তিবাদীয় নীতিতে যাঁহারা ভারতকে এক করিতে সাহস ও শক্তি রাখেন তাঁহাদের নেতৃত্ব।

আচার্য্য কৃপালিনী বা গান্ধী বাবার খাটীর দল এই ৪ বৎসর চুপ করিয়া থাকিয়া আজ ইলেকসনের পূর্ব্বে মেকীদের সঙ্গে গোসা করিলেন কেন? এতগুলি লোকের বিবেক এই ৪ বৎসর কাল জাগ্রত কেন হইল না? খাটীর দলে আচার্য্য কৃপালনী ও ডাঃ ঘোষ ভিড়িয়াছেন। আমরা এই দুইজন মহান ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করি - তোমরা দেশ ভাগকালে কোথায় ছিলে? সিন্ধুর অন্ততঃ একটা হিন্দু গরিষ্ঠ জেলাও তো পাকিস্থান হইতে রক্ষা করা যাইত। কৃপালনী তখন কোথায় ছিলেন? পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম, খুলনা এবং উত্তর

দক্ষিণ বঙ্গের অনেক হিন্দু গরিষ্ঠ এলাকা পাকিস্থান হইতে রক্ষা করা যাইত তখন ডাঃ ঘোষ তো বাংলার গদীতেই ছিলেন। তিনি তখন কি করিয়াছিলেন? ভারতে কি কেবল চোর, ঘুষখোর সমস্যাই দেখা দিয়াছে? আমরা খাটী চেলার দলকে বলি ভারতে চোর বা ঘুষখোরের সমস্যার চাইতে অনেক বড় সমস্যা গান্ধী প্রবর্ত্তিত দুর্ব্বলবাদীয় সমস্যা। এখন যে সমস্যায় ভারত ডুবিতে চলিয়াছে উহা হইতেছে খণ্ডিত ভারত সমস্যা এবং উহা হইতে অধিক সাংঘাতিক ঘটনা এক তরফা রিফিউজী মানিয়া লওয়া এবং আরও অনেক উপায়ে পাকিস্থানকে সবল ও সচ্ছল করিবার ইচ্ছা-মূলক দুর্নীতি। তোমরা খাটী সোনার দলের এই শক্তি আছে কি, যে তোমরা ভারত এক করিবে বা লোক বিনিময় করিয়া ভারতকে অন্নের বোঝা হইতে মুক্তি দিবে? আমরা বলি, জনতা সাবধান হও। খাটী-মেকী এবং মেকী – খাটী। যখন ভারতের রূপার টাকা ছিল তখন উহার দাম ছিল ১৬ আনা। এখন মেকীর টাকা চলিয়াছে উহারও দাম ১৬ আনা। গান্ধীর চেলারা খাটী বা মেকী যাহাই হউন না, তাঁহারা ভারতকে এক করিতে বা লোক বিনিময় করিতে ১৬ আনাই পাকিস্থানবাদের অনুকূল। জনতা যদি এক দুর্ভিক্ষের রাজ্য খসাইয়া আর এক দুর্ভিক্ষের রাজ্য বসাইতে চায় তবে খাটী বা মেকী দুই দলই ঠিক। আর জনতা যদি বীরতা ও তেজস্বিতার নেতৃত্বে খণ্ডিত ভারত সমস্যা মিটাইতে চায় তবে দুই দলই এ কার্য্যে অযোগ্য। আচার্য্য কৃপালনী ধনী ও জমিদার উচ্ছেদের কথা বলিতেছেন। ইহা আরও ভয়াবহ কথা। আমরা বলি ধনী বা জমিদার আমাদের কোন সমস্যাই সৃষ্টি করে নাই। কংগ্রেসের মেকীরাই ধনী বা জমিদার উচ্ছেদ করুন না? করিয়াই দেখুন না, দেশে ইহার প্রতিক্রিয়ার চাপ খানা কিরূপ? জমিদারী তুলিয়া দিলেই কি তোমরা এক মুষ্টি অন্ন বৃদ্ধির শক্তি রাখ? মিলগুলি কাড়িয়া ধনীদিগকে নিঃস্ব করিলেই কি তোমরা এক ইঞ্চি বস্ত্র উৎপন্ন করিবার শক্তি রাখ? যে সব কংগ্রেসী চোররা দলবদ্ধ ভাবে ঘুষ ও কালাবাজারের কারাবার চালাইয়াছে, যে সব বর্ব্বররা কলিকাতা ও নোয়াখালির বর্ব্বরতার জন্য দায়ী, যাহারা দেশ ভাগ করিয়া জাতির মুখে ছোড়া মারে, তাহাদের তোয়াজ করিয়া জমিদার উচ্ছেদ কেন? জমিদার উচ্ছেদ করিলে লক্ষ লক্ষ লোক বেকার হইয়া যাইবে। তোমরা ইহার প্রতিকার কি ভাবে করিবে? তোমরা খাটী ও মেকীর দল কি চাও, বল না? দুই কোটী পাকিস্থানী হিন্দুকে যাযাবর করিয়া তোমাদের কি লজ্জা হয় নাই? রাজা জমিদার ধনীরা উৎসন্ন হইয়া গেলেই কি তোমরা নিষ্কণ্টকে রাজ্য করিতে পারিবে? লক্ষ লক্ষ বেকার উৎপন্ন করিয়া দেশে চুরি ডাকাতির সংখ্যা বৃদ্ধি করিবে। তোমরা কত গুলী চালাইবে? তোমরা অন্নহীন খণ্ডিত ভারতে, বেকার সমস্যায় জর্জ্জরিত ভারতে অহিংসার নামে কত রক্তপাত করিবে? তোমরাই না গদীর লোভে খণ্ডিত ভারত মানিয়া ছিলে? তোমরা প্রতিশত ১৩ মুসলমানের ভোটের লোভে লোক বিনিময়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছ। তোমাদিগকে যদি দেশ বিশ্বাস করে তবে দেশ আরও ভুগিবে। খণ্ডিত ও বিতাড়িত রিফিউজীর চাপে অবনত ভারতের সমস্যার মূল ধনীরাও নয় জমিদারেরাও নয়; ভারতের সমস্যা দুর্ব্বলবাদীয় গান্ধীর খাটি ও মেকীদের মূর্খতা ও রাজনৈতিক দৃষ্টিহীনতা। আমরা আচার্য্য কৃপালনীকে বলি - তুমি হিন্দু সমস্যা মিটাইতে মন দাও। ডাঃ ঘোষকে বলি, পশ্চিম বঙ্গের গদীতে বসিবার ফন্দী ছাড়িয়া দিয়া পূর্ব্ববঙ্গ

ভারতে যুক্ত হইবে অথবা বিতাড়িত রিফিউজীদের জন্য জমী পূর্ব্ববঙ্গ ছাড়িয়া দিবে। সিন্ধু সম্বন্ধেও সেই কথা। ভারতের অন্ন বস্ত্র সমস্যা প্রগতিতে জটিলই হইবে। ইহার সমাধানের জন্য জমিদার প্রজা ধনী মজুর সকলের সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন।

যাহারা মনে করে প্রগতি ভিন্ন চলিবে না বা কংগ্রেসের মত একটা পাকিস্থান তোষক এবং সংস্কৃতি নাশক মোটা দল না হইলে দেশ ডুবিয়া যাইবে, তাহারা ভুল বুঝিয়াছেন। এক সিংহের বিক্রম লক্ষ লক্ষ দলবদ্ধ মেষ হইতে শ্রেষ্ঠ। আমরা ভারতের নেতৃত্বে পুরুষ সিংহ চাই। যাঁহারা ভারতকে এক করিতে শক্তি রাখেন, কাশ্মীরকে মুক্ত করিতে সাহস রাখেন, যাঁহারা লোক বিনিময় করিয়া ভারতকে সচ্ছল করিতে মনের বল রাখেন, জনতা সেইসব পুরুষসিংহকে অনুসরণ কর - মেষনীতি আর প্রয়োজন নাই। বড় মেষটা কূপে ডুবিলে তো দল শুদ্ধ মেষই কূপে ঝাপাইল; জনতা এই দৃশ্য দেখিতে প্রস্তুত নহে। পাকিস্থান হিন্দু তাড়াইয়া লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা হিন্দুগণ হইতে কাড়িয়া সবল সচ্ছল হইয়াছে এবং ভারতের ঘাড়ে এক কোটি লোক তাড়াইয়া দুর্ভিক্ষের বোঝা চাপাইয়াছে। যাঁহারা পাকিস্থানকে তোষণ না করিয়া উপযুক্ত ব্যবহার করিবে ভারতের জন্য সেই সব নেতার প্রয়োজন। আমরা আচার্য্য কৃপালনী ও ডাঃ ঘোষকে আসল পন্থা ধরিতে বলি। আমরা বঙ্গদেশকে বলি – তোমরা শক্ত হও এবং ভারতকে পথ দেখাও। দুর্ব্বলবাদীগণকে এবং জাতীয় সংস্কৃতির শত্রুগণকে অনুসরণ করিও না। শক্তিবাদ অনুসরণ কর এবং ইহার ভিত্তিতে প্রচার ও সংগঠন বৃদ্ধি কর। ভারতে যুগান্তর আসিবে, দুর্ভিক্ষের অবসান হইবে।

প্রধানমন্ত্রীর উদ্বেগ – শুনিতেছি কাশ্মীরের সমস্যায় আমাদের প্রধান পুরুষ শ্রীনেহেরুর উদ্বেগ বৃদ্ধি হইয়াছি। আমরা জিজ্ঞাসা করি শ্রীমানের এই উদ্বেগের কারণ কি? কাশ্মীরের অর্দ্ধাংশ পাকিস্থানের হাতে রাখিয়া সুদীর্ঘকাল তিনি উদ্বেগ বোধ করেন নাই। কাশ্মীরে গণভোট মানিয়াও তিনি উদ্বেগ অনুভব করেন নাই। কাশ্মীরকে U.N.O. পাঠাইয়াও তিনি উদ্বেগ অনুভব করেন নাই। হঠাৎ তাঁহার উদ্বেগের কারণ কি? তিনি কি ভাবিয়াছেন যে কাশ্মীরের বাকী অর্দ্ধাংশ যদি তাড়াতাড়ি পাকিস্থানে চলিয়া যায় তবে তাঁহার দিল্লীর গদি যাইবে? তাঁহার উদ্বেগটা দিল্লীর জন্য বা করাচির জন্য ইহা আমরা এখনও ঠিক ইহা আমরা এখনও ঠিক বুঝিতেছি না। পাকিস্থানই বা এত তাড়াতাড়ি করিতেছে কেন? আমরা পাকিস্থানকে বলি, তোমরা ভারতের সাথে আরও প্যাক্ট কর এবং আরও শক্ত হইবার পথ কর। ভারতে ভারতবাদীদের স্থান নাই, এখানে পাকিস্থানবাদী, কম্যুনিষ্টবাদী, প্রগতিবাদী বা বিশ্ববাদীদেরই রাজ্য। তোমরা কাশ্মীরের অর্দ্ধেক পাইয়াছ। ভারতের চারদিক হইতে বা পূর্ব্ব পশ্চিম হইতে আরও পাইবে। কম্যুনিষ্ট চীন কিছু পাইবে, কিছুটা কম্যুনিষ্ট তিব্বতও পাইবে। কিছুটা কম্যুনিষ্ট রুষও পাইবে। ভারতের মানচিত্র কি দেখ নাই? এখানে পাকিস্থানবাদী কম্যুনিষ্টরাই (বা সোসিয়ালিষ্টরা) জাতীয়তাবাদী। ইহারা ভিন্ন ভারতের সব মানুষগুলি অজাতি বা কম্যুনেল। আমরা বলি – বিশ্ববাদী নেহেরুজীর উদ্বেগের কারণ নাই। এখানে উদ্বেগের কারণ হতভাগ্য কম্যুনেল অসভ্যগুলি। ইহারা যেমন অসভ্য তেমনই ইহাদের ভাগ্য। ইহারা নিজেদের দুষ্কৃতির ফলে পশ্চিম পাকিস্থানে নিশ্চিন্ন হইয়াছে, নিজেদের দুষ্কৃতির

ফলে এই অসভ্যগুলি পূর্ব্ববঙ্গ হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। ভারত রাষ্ট্রেও ইহাদের নিশ্চিহ্ন হইবার ব্যবস্থা হইতেছে। ভারত আজ বিশ্বরাষ্ট্র। ইহা সত্যই ভারতের গৌরবের কথা। বিশ্বের বড় বড় জাতিগুলি - ১ নং পঃ পাকিস্থান, ২ নং পূ পাকিস্থান, চীন, তিব্বত, রুষ সকলেই ভারতের চারিদিকে। ইহাদের মিত্ররাই ভারতের পত্রিকার নেতা ও সমাজ কর্ত্তা। ইহারা সকলেই বিশ্ববাদী। কাজেই ভারতের বিশ্ববাদীদের প্রধান কর্ত্তা নেহেরুজীর উদ্বেগের কারণ যে কি, ইহা আমরা বুঝিতে সক্ষম হইলাম না। আমরা জানিতাম তাঁহার উদ্বেগের কারণই হইতেছেন - সাভারকরজী ও ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। কাশ্মীরের ভাগ্য তো তিনি অনেক দিন পূর্ব্বেই আঁকিয়া রাখিয়াছেন। সেই সঙ্গে তিনি কাশ্মীরের ভাগ্য অঙ্কিত করিয়াছেন। পাঠকগণ ভারতের মানচিত্র দেখুন, ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির মনোভাব বুঝুন, ভারতের চোরা বাজার, ঘুষ, বেকার, দুর্ভিক্ষ ও বস্ত্রহীনতার কথা ভাবুন। বিশ্ববাদী নেহেরুজীর উদ্বেগের কি কারণ থাকিতে পারে? কাশ্মীরের অর্দ্ধেকের জন্য উদ্বেগহীন মহাপুরুষের বাকী অর্দ্ধাংশের জন্য উদ্বেগ কেন? পাকিস্থান কি সত্যই যথেষ্ট শক্তি সংগ্রহ না করিয়া বাকী অর্দ্ধাংশ দেহি দেহি বলিতেছে?

ভারতবর্ষে অনেক দার্শনিক মতবাদ আছে। সাংখ্য, যোগ, বেদান্ত এই কয়টিই সাধারণতঃ প্রধান। এতদ্ভিন্ন শক্তিবাদ বলিয়া একটি মত রহিয়াছে, যাঁর উপর তন্ত্রশাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত। এই শক্তিবাদ বিভিন্ন পর্য্যায়ে বিকশিত হইয়াছে। সাংখ্যে বেদান্তে এই শক্তিবাদের বীজ রহিয়াছে। বৈষ্ণববাদে ও শৈববাদে ইহার প্রকৃষ্ট প্রকাশ রহিয়াছে। বৈষ্ণবরাও শক্তিবাদী, মূলতত্ত্বে শক্তি সর্ব্বদাই বিদ্যমান। কি নিত্য বিভূতি, কি লীলাবিভুতি সবই শক্তিতে আশ্রিত। তন্ত্রে ও শৈববাদে এই শক্তির পূর্ণ স্ফুরণ হইয়াছে।

বাংলার সমস্যা - বঙ্গভঙ্গে বাংলার ৩ ভাগের ২ ভাগ পাকিস্থানে চলিয়া গিয়াছে। যদি বঙ্গ ভঙ্গ না হইত তবে বাংলার হিন্দু সংস্কৃতি মিটিয়া যাইত। হিন্দু সংস্কৃতিকে রক্ষার জন্যই বঙ্গ বিভাগ। বঙ্গভঙ্গকালে অনেকেই ইহার বিরুদ্ধে ছিলেন। তাঁহারা ভারত ভাগ মানিলেও বঙ্গভঙ্গ চান নাই। তাঁহারা বাংলায় মুসলমান সভ্যতা প্রতিষ্ঠার পথ করিতেছিলেন। তাঁহারা আজও বঙ্গভঙ্গকারীগণকে নিন্দা করেন। কিন্তু বঙ্গভঙ্গকারীরা পূর্ব্ববঙ্গকে পাইবার জন্য পথ করিতে চেষ্টা করিলে, এই নিন্দাকারীরা উহারও বিরোধিতা করেন এবং নেতাদের নিন্দা করেন। যাঁহারা বাংলায় হিন্দু সভ্যতা মিটাইয়া দিয়া মুসলমান চাহেন তাঁহারা বাংলাকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে এখনও চেষ্টা করিতে পারেন।

বাংলায় একদল সর্ব্বধর্ম্মবাদী আছেন। দেখা যাইতেছে তাঁহারাও পাকিস্থান ত্যাগ করিয়া পঃ বঙ্গে আসিয়া ভীড় করিতেছেন। যদি সর্ব্বধর্ম্মই সমান তবে তোমরা বাপদাদার ভিটা মাটি ছাড়িয়া এদেশে আস কেন? তোমরা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পাকিস্থানে থাক না? তোমাদের মতে তো দুই ধর্ম্মই সমান।

বাংলায় সেকুলারিষ্টদের সংখ্যা বোধ হয় সমস্ত ভারত হইতেও বেশী। ইহারা সকলেই কংগ্রেসপন্থী। দেখিতেছি এরাও পূর্ব্ববঙ্গ ছাড়িয়া পশ্চিমবঙ্গে আড্ডা করিতেছেন। তোমাদের যখন কোন ধর্ম্মই নাই তখন তোমরাই বা কেন চলিয়া আসিলে? যাহাদের ধর্ম্মই নাই তাহাদের ত্যাগ করিতে মায়া কিসের? যাহারা রিফিউজী

হইয়া আসিয়াছে তাহাদের মধ্যে যাইয়া দেখ - দেখিতে পাইবে প্রায় সবাই সর্ব্বধর্ম্মবাদী, বা সেকুলারিষ্ট বা কম্যুনিষ্ট। হিন্দু বলিতে কাহারও সাহস হয় না। আমরা জিজ্ঞাসা করি তবে তোমরা চলিয়া কেন আসিলে? পাকিস্থানে অশেষ দুর্গতি ভোগ করিয়া সীমান্ত পার হইয়াই তোমরা সব সেকুলারিষ্ট, কম্যুনিষ্ট, সর্ব্বধর্ম্মবাদী হইলে – না কি তোমরা পূর্ব্বাবধিই হিন্দু ছিলে? যদি তোমরা কেহই হিন্দু নও তবে তোমরা কেন চলিয়াই যাও না? সেখানে তোমাদের অসুবিধা কিসের? যাঁহারা সর্ব্বধর্ম্মবাদী, সেকুলারিষ্ট, বা কম্যুনিষ্ট তাঁহারা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ছিলেন। তাঁহারা এক অখণ্ড বাঙ্গালী জাতির স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। আমরা বলি তোমরা এখনও মুসলমান হইয়া পঃ বঙ্গকে পাকিস্থানে পরিণত কর না? তাহা হইলে তোমাদের সেই আশাই পূর্ণ হইবে। যাহারা খণ্ডিত ভারতে পশ্চিমবঙ্গকে ভাগ করিয়া রক্ষা করিয়াছিল তাহারা যখন দোষী এবং তোমরা যখন এত গুণের কীর্ত্তিধর তবে তোমরা দলবদ্ধ ভাবে পঃ বঙ্গকে মুসলমান করিয়া দাও না? তাহাতে পঃ বঙ্গ পাকিস্থানের অংশ হইয়া অখণ্ড বঙ্গ সার্থক করিতে পারিবে।

পূর্ব্ববঙ্গের অভাবে পশ্চিমবঙ্গ কেবল যে রিফিউজীর চাপে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে তাহা নহে পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক সমস্যাও ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। আগামী ৫ বৎসরের বাংলার যে দুর্দ্দশা আসিতেছে উহার তুলনা নাই। বাংলার প্রধান শহর কলিকাতা। পূর্ব্ববঙ্গ না থাকায় কলিকাতার সামুদ্রিক বন্দরের সুবিধা নষ্ট হইয়াছে। বাংলার কোটী কোটী টাকার পাট এ বন্দর দিয়া বিদেশ যাইত। ভারতের বর্হিবাণিজ্য অন্তর বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল কলিকাতা। আজ সেই বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছে বোম্বাই নগরী। ভারতের পাকা মাল এবং পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের কাঁচা মালের গমনাগমনের কেন্দ্র ছিল কলিকাতা। এই কারণে কলিকাতা ছিল এক প্রকাণ্ড অর্থ ভাণ্ডারের দেশ। এখানের ব্যবসায়ী, উকিল, ডাক্তার, পত্রিকাসেবী, সাহিত্যসেবী, মুটে মজুর প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিবার সুযোগ পাইত। আজ বাংলার সেই সব সুবিধাই গিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গ ছিল বাংলার লক্ষ্মী। সেখানে বিদেশী ব্যবসায়ী কেহই ছিল না, বিদেশী মজুরও ছিল না। ধান পাটে প্রচুর অর্থ পূর্ব্ববঙ্গে আসিত। পূর্ব্ববঙ্গ না থাকাতে কলিকাতা এবং বঙ্গদেশ মরিয়া গিয়াছে। বঙ্গ ভঙ্গের পর পূর্ব্ববঙ্গের দিকে বাঙ্গালীর মন ফিরাইবার জন্য আমরা চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমরা জনতা ও সরকার দুই দিকেই নিষ্পেষিত হইয়াছিলাম।

বাংলার যে অংশ টুকু ভারতবর্ষে এখন আছে উহা তো অবাঙ্গালীদের লুটের বাজার মাত্র। ভোরের বেলায় কলিকাতার রাস্তায় বাহির হইলেই দেখা যায় ফুটপাতগুলি অবাঙ্গালী মজুরদের শয়নাগার হইয়া রহিয়াছে। কাপড় কাচার ধোপারা সব অবাঙ্গালী, নাপিত, রিক্সাওয়ালা, ফেরিওয়ালা, দারবান, ঝাড়ুদার, মেথর, মিস্ত্রী, ভিস্তি, চাপরাশী, গাড়োয়ান, ফলওয়ালা, টেক্সীওয়ালা, ঠ্যালাওয়ালা, গোয়ালারা সকলেই অবাঙ্গালী। ইহারা নিত্য যে অর্থটা উপার্জ্জন করে তাহার সবটাই বাংলার বাহিরে চলিয়া যায়। ধান ও পাটের কল্যাণে যে আয়টা বাংলায় হইত সেই পথ আজ বন্ধ। নিত্য শত শত কোটি টাকা বাংলার বাহিরে চলিয়া যাইবার সহস্র ছিদ্র বাংলায়ই বিদ্যমান। পূর্ব্ববঙ্গেই এই সব কোন অবাঙ্গালীরা করে না, কোন ব্যবসাও কোন অবাঙ্গালীর হাতে ছিল না। পশ্চিম বঙ্গের সমস্ত ব্যবসা অবাঙ্গালীর হাতে। কেরাণী, উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক ও ছাত্র ভিন্ন

সমস্তটা পশ্চিমবঙ্গ অবাঙ্গালীর আয়ের ক্ষেত্র। কলিকাতার বাঙ্গালী নিত্য যাহা ব্যবহার করে ও আহার করে উহার দিকে তাকাও - তেল, ডাল, গম, ময়দা, চিনি, ঘী, দুধ, কাপড়, জামা, সিনেমা, থিয়েটার যেদিকে তাকাও সব দিকেই দেখিতে পাইবে বাংলায় লুট চলিয়াছে। তিন টাকা মূল্যের কাপড় জোড়াখানা ২৩ টাকায়ও পাওয়া যায় না। কিন্তু এই টাকাটা যায় বাংলার বাইরে। জাপানী বা বিলাতী মাল দেশে আসিবার পথ নাই; আসিলে বাংলার উপর অবাঙ্গালীর এই মর্ম্মস্পর্শী শোষণ কমিয়া যাইত। সর্ব্বশোষ্য বাংলার এই দুর্দ্দশা ভাবিতে ভয় হয়। এখন কথা এই ইহার প্রতিকার কি? বাঙ্গালী পূর্ব্বে সমস্ত ভারতে কেরানীর ব্যবসা করিতে পারিত। আজ বাঙ্গালীর ভাগ্যে সেই পথও রুদ্ধ। তবে বাংলার ভবিষ্যৎ কি? তবে কি বাঙ্গালী অবাঙ্গালীর সাথে ঝগড়া করিয়া তাহাদের বহিষ্কার করিবে? আমরা বলিব যদি দিল্লীর উপর বাংলার যথেষ্ট হাত না থাকে তবে অবাঙ্গালী বহিষ্কার বাংলার আরও সর্ব্বনাশ করিবে। সমস্ত অবাঙ্গালী ব্যবসায়ী সম্প্রদায় বাংলার বাহিরে আড্ডা করিয়া বাংলার উপর শোষণ চালাইবে। ফলে বাংলার ভীষণ দুর্দ্দিন আসিবে।

বাংলার সামনে আজ বহুমুখী বিপদ। ইহার একটি হইতেছে সাংস্কৃতিক বিপদ। পাকিস্থান ও মুসলমান সভ্যতা বাংলার দুই ভাগ গিলিয়া ফেলিয়াছে। অন্য এক ভাগেও দাঁত বসাইয়াছে। সোসিয়ালিষ্ট, কম্যুনিষ্ট, সেকুলারিষ্ট ও সর্ব্বধর্ম্মবাদীরা বাংলার এই ভীষণ বিপদের সহায়ক। ইহার সমাধান বাংলার শক্তিবাদীয় ধর্ম্মের জাগরণ এবং অবৈদিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে সীমাহীন শুদ্ধিবাদের অভিযান। বাংলার অর্থনৈতিক দুর্দ্দশার প্রতিকারের জন্য বাংলাকে একমত হইয়া শক্তিবাদীয় নীতিতে দাঁড়াইতে হইবে পূর্ব্ববঙ্গকে অঙ্গে মিলাইবার জন্য। যাহারা মনে করে অবাঙ্গালীকে তাড়াইয়া বাংলার সচ্ছলতা আসিবে আমরা তাহাদিগকে বলি তোমরা যদি পূর্ব্ববঙ্গকে ভারতে আনিতে না পার তবে পশ্চিমবঙ্গ লইয়া তোমরা বাঁচিতে পারিবে না। ধর্ম্ম, সমাজ এবং রাষ্ট্রবাদে বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ আছে। নয় তো বাংলার দুর্দ্দশা আজ হইতেও কাল আরও ভীষণরূপ ধারণ করিবে। এই ঘোর দুর্দ্দিনে বাংলা যদি অবাঙ্গালী হিন্দুদের সাথে ঝগড়া করিতে যায় তবে সেটা তাহার কোন কাজে আসিবে না। বাংলা সংঘবদ্ধভাবে তাহার কর্ম্মনীতির মোড় ফিরাইয়া দিবে, উহার প্রথমটী হইবে লোক বিনিময় করিয়া আসাম পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারকে পূর্ব্ববঙ্গীয়দের দ্বারা প্লাবিত করা। দ্বিতীয় কাজ হইতেছে অবৈদিকগণের শুদ্ধির জন্য শক্তিশালী উপায় অবলম্বন করা। তৃতীয় কাজ হইল পূর্ব্ববঙ্গে বৈদিক সভ্যতাকে রূপ দিবার ব্যবস্থা করা। পূর্ব্বভারতে বাঙ্গালীকে শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গ, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, ত্রিপুরা, মনিপুর, আসাম ও পূর্ব্ববঙ্গীয়দের দ্বারা প্লাবিত বিহার একমুখী হইয়া পূর্ব্ববঙ্গ উদ্ধারে বৈদিক কর্ম্ম প্লাবনে মন দিবে। আমরা অবাঙ্গালী বিতাড়নে শক্তিক্ষয় করিয়া লাভবান হইব না, কারণ দিল্লীর উপর আমাদের প্রভাব নাই। আমরা বাংলার শক্তি বৃদ্ধি চাই এবং বঙ্গদেশ ও ভারতকে ধর্ম্মে কর্ম্মে ভাষায় এবং বীরত্বে শক্তিশালী করিতে চাই। প্রকৃতি দেশ ভাগ করিয়া আমাদের প্রচুর শক্তি দিয়াছেন। আমরা বাংলায় প্রত্যেকটি নেতা প্রত্যেকটি কর্ম্মী প্রত্যেকটি জনতাকে বলি তোমরা ঘোষণা কর - শক্তি উপাসক বাঙ্গালী অহিংসাবাদী ও যবন তোষকদের গোলাম হইয়া থাকিবে না। যাহারা ৪ বৎসর ভারত শাসন করিয়া ভারতকে প্রকারান্তরে

পাকিস্থানের করদ রাজ্যে পরিণত করিয়াছে বাঙ্গালী তাহাদের নিকট দুর্দ্দশা ভিন্ন কি আশা করিতে পারে? তাহারা নিশ্চয়ই ভারতকে করদ রাষ্ট্রবাদের আগ্রাসন ও যবনের গোলামী হইতে মুক্তি দিবে না। বাঙ্গালী নিজস্ব শক্তিবাদের কথা শোন, ১ বৎসরে শক্তিবাদ বাংলার রূপ বদলাইয়া দিবে।

১৯৫১ সালে শক্তিবাদ পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় (১৩৫৮) প্রচারিত স্বামীজীর সমকালীন চিন্তন ও ভাষ্য

শক্তিবাদীয় নির্ব্বাচন পত্র - দুর্ব্বলবাদ, অসুরবাদ ও শক্তিবাদীয় নীতির বিচারে রাজনৈতিক দলগুলির কর্ম্ম ও চিন্তাধারা ভাগ করা হইল। যাঁহারা ভোট দিবেন তাঁহারা বিবেচনা করিবেন, যাঁহারা নির্ব্বাচন প্রার্থী হইবেন তাঁহারাও বুঝিতে চেষ্টা করিবেন ভারতের মঙ্গল কোন্ পথে এবং অমঙ্গল কোন্ পথে।

১। যে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের জন্য ভারত ভাগ মানা হইয়াছে, ভাগে উহার সমাধান হয় নাই; বরং উহার ফলে পশ্চিম পাকিস্থান হিন্দুশূন্য হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুরা নিশ্চিহ্ন হইতে চলিয়াছে। পূর্ব্ব ও পশ্চিমের কোটী হিন্দুর ধন, মান, জীবন বিপন্ন হইয়াছে, ভারতের দুইদিকে দুইটি রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছে। পৃথিবীর বড় বড় রাষ্ট্রগুলি ভারতের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য এই দুইটি রাষ্ট্রে যুদ্ধ ঘাটী প্রস্তুত করিতেছে। কাজেই যে কোন উপায়ে পাকিস্থানকে দুর্ব্বল করিয়া ভারতকে এক করা মঙ্গলের পথ। যাহারা অমঙ্গলের পথ লইবে তাহাদিগকে জনতা ভোট দিওনা।

২। এ দেশে ভারতীয় সংস্কৃতি ও অভারতীয় সংস্কৃতির অস্তিত্ব আছে। অভারতীয় সংস্কৃতি যাহারা মানে তাহাদের মধ্যে পাকিস্থানবাদীরা প্রধান। ইহারা ভারতকে ভাগ করিয়া ভারতের বুকে ছোরা মারিয়াছে। এবং ভারতকে দুর্ব্বল করিয়া ভারতকে পাকিস্থান করিতে চেষ্টিত হইয়াছে। কম্যুনিষ্ট ও সোসিয়ালিস্টরা ওদেরই মত ভারতের কোন কোন অংশকে চীন, তীব্বত ও রুষের সঙ্গে সংলগ্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং ভারতের বুকে গৃহযুদ্ধের চেষ্টায় আছে। অভারতীয় সংস্কৃতিতে পুষ্ট অন্যান্য দলগুলি ভারতকে ইঙ্গ এমেরিকার বা রুষের প্রভাবে পড়িয়া ভারতকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্ষেত্র করিতেছে। কাজেই যাহাতে অভারতীয় সংস্কৃতি ভারত হইতে নির্ম্মূল হয় এবং ভারতীয় সংস্কৃতি আমাদের দেশে প্রবল হয় এ জন্য পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ মঙ্গলের পথ।

পাকিস্থানবাদীদের সংখ্যা কয়েক কোটী হইবে, কিন্তু কম্যুনিষ্ট, সোসিয়ালিষ্ট এবং সেকুলারিষ্টদের সংখ্যা খুব বেশী হইলে ৫০ হাজার হইবে। ইহারা দেশের সর্ব্বনাশ ব্যাপারে সকলে সকলের সহায়ক হইতেছে। এই সব বিজাতীয়বাদী জনতা ভিন্নও ভারতে প্রায় ৩০ কোটী স্বজাতী ও সংস্কৃতিবাদী জনতা আছে। এই নগণ্য জনতা ৩০

কোটী জনতাকে সর্ব্বপ্রকারে দুর্দ্দশায় ডুবাইতেছে এবং আরও ডুবাইবে। জনতা সাবধান হও।

ভারতীয় সংস্কৃতিকে বিশ্লেষণ করিলে তিন প্রকারের চিন্তাধারা পাওয়া যায়। দুর্ব্বল আসুরিক ও শক্তিবাদীয়। যুধিষ্ঠির ও পৃথ্বীরাজ দুর্ব্বলবাদী ছিলেন। যুধিষ্ঠিরের তোষণের ফলে দুর্যোধন শক্তিশালী হয় এবং কুরুক্ষেত্রের ভয়াবহ যুদ্ধ হইয়া ভারতের ভীষণ সর্ব্বনাশ হয়। প্রথম অবধি যুধিষ্ঠির দৃঢ় থাকিলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধই হইত না। অসুরবাদীদের মধ্যে বৃত্রাসুর, ত্রিপুরাসুর, মহিষাসুর, রাবণ ও দুর্যোধনের নাম করা যায়। শক্তিবাদীদের মধ্যে ইন্দ্র, মনুগণ, কৃষ্ণ ও রামের নীতি অনুকরণ যোগ্য। আমরা শক্তিবাদীয় সংস্কৃতিকে শ্রেষ্ঠ, অসুরবাদকে পশুর সমান, এবং দুর্ব্বলবাদকে আত্মনাশকর বলিতে পারি।

৩। রিফিউজী সমস্যা সম্বন্ধে আমাদের নীতি স্পষ্ট। ইহাদের উপর অত্যন্ত মর্ম্মস্পর্শী দুর্ব্ব্যবহার ৪ বৎসর ধরিয়া করা হইয়াছে। ইহাদের নৈতিকজীবনেরও ভিত্তি ও বাঁচিবার সব রকম আশা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে। পাকিস্থান সরকার ও ভারত সরকার এবং পৃথিবীর সমস্ত সভ্য জাতি এই দুই কোটী নরনারীকে পালিত পশু অপেক্ষাও হীন জীবনে আনিয়া দিয়াছে। মানুষের ইতিহাসে এইরূপ নির্ম্মম অত্যাচার আর হয় নাই। বিগত দুইটি মহাযুদ্ধের ক্ষতি, জীবন নাশ, নারীর লাঞ্ছনা, ধননাশ অপেক্ষাও পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাকিস্থানের হিন্দুদের সর্ব্বনাশ অনেক বেশী হইয়াছে। বিজাতীয়তাবাদী কংগ্রেসীরা ইচ্ছা করিয়া ইহাদের কোন ব্যবস্থা করেন নাই। ইহাদের সমস্যার সমাধান (১) ভারতকে শীঘ্র এক করা। (২) পাকিস্থান হইতে জমি লইয়া ইহাদের জন্য পাকিস্থানে স্বাধীন ষ্টেট করিয়া দেওয়া অথবা (৩) লোক বিনিময় করা। লোক বিনিময় এত শক্তিশালী অস্ত্র যে ইহা দ্বারা পাকিস্থানের বন্ধু ইংরেজ এবং এমেরিকার শক্তি নাই যে সাহায্য দিয়া পাকিস্থানকে দুই মাস রক্ষা করিতে শক্তি রাখে। ইহা এত শক্তিশালী অস্ত্র যে কাশ্মীরে আর পাকিস্থানকে যুদ্ধ করিতে হইবে না। এবং পাকিস্থান ভাঙ্গিয়া উহা অচিরে ভারতের সহিত এক হইবে। বিজাতীয়তাবাদী সম্প্রদায়গুলি মুসলমানের ভোটের লোভে (যাহা ৫১টির মধ্যে ১৩টি) এই তিনটির একটিও করিতে প্রস্তুত নহে। ভারতের বুকে ছোরা মারার প্রধান দল এই সব সমাধানের অনুকূলে ভোট দিবে না। যদি রিফিউজী সমস্যার সমাধান না হয় তবে ভারত রাষ্ট্র ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

৪। পাঞ্জাবের জল সমস্যা। ইহার সমাধানের জন্য পশ্চিম পাঞ্জাবের উৎপন্ন গমের অর্দ্ধেক দাবী করা কর্ত্তব্য। যদি উহা না দেয় তবে জল দেওয়া বন্ধ হইবে। একদিন সমস্ত ভারত উক্ত গম আহার করিত কাজেই ভারতের জল যদি তাহাদের প্রয়োজন হয় তবে আমরা তাহাদের অর্দ্ধেক গম আদায় করিতে পারিব।

৫। খাদ্য, বস্ত্র, গৃহ ও বেকার সমস্যার একমাত্র সমাধান লোক বিনিময়। যাহারা কলিকাতা ও নোয়াখালীর বর্ব্বরতা দেশের কোণে কোণে অনুষ্ঠান করিয়া পাকিস্থান করিয়াছিল, যাহারা ১০০০ বৎসরেও ভারতের জাতীয়তা স্বীকার করিতে পারে নাই, তাহারা এ দেশে কোন নৈতিক বলে থাকে? যদি কোরাণের ধর্ম্মে একটু সত্যবাদিতা আছে মানা যায় তবে পাকিস্থানবাদীরা নিজেদের সত্য কেন রক্ষা করে না? এক কোটী রিফিউজী আসিয়াছে আরও এক কোটী আসিবে। এক কোটী লোকের জন্য আমাদের

নিত্য জীবনে অন্ততঃ এক কোটী সের অধিক অন্ন প্রয়োজন হয়। এক বৎসরের প্রয়োজন ৩৬৫ কোটী সের। এত অন্ন কোথা হইতে আসিবে? যখন আরও এক কোটি লোক বিতাড়িত হইবে তখন আরও ৩৬৫ কোটি সের অন্ন প্রয়োজন হইবে। কাজেই লোক বিনিময় ভিন্ন আমরা কিছুতেই বাঁচিতে পারি না। পশ্চিমবঙ্গে একটা চৌকিদারের পদ খালী হইলে ১০০০ বেকার রিফিউজীর আবেদন আসে। সমস্ত ভারতেরই এইরূপ বেকার সমস্যা। ৩ টাকার বস্ত্রটি আমাদের ২৩ টাকায় কিনিতে হইতেছে। অথচ দেশের উপার্জ্জনের কোনই পথ নাই। কাজেই লোক বিনিময় ভিন্ন আমরা বাঁচিতে পারি না। পাকিস্থান হিন্দু তাড়াইয়া অন্ন, বস্ত্র, ও গৃহের সচ্ছলতা করিয়াছে। জমি, সোনা, ক্ষেত্র, বাগান, মৎস্য, ফল মূলের সচ্ছলতা করিয়াছে এবং ভারতের ঘাড়ে অন্ন, বস্ত্র, ও দুর্ভিক্ষের বোঝা চাপাইয়াছে। লোক বিনিময় ভিন্ন আমরা কিছুতেই ইহার সমাধান করিতে পারি না। কাজেই লোক বিনিময় আমাদের প্রথম কাম্য। অখণ্ড ভারত পরে আসিবে।

৬। বিদেশী অন্ন। বিদেশী অন্ন আমাদের ভীষণ সমস্যা। যদি লোক বিনিময় করিয়া জনসাম্য না করা হয় তবে স্বর্ণের বিনিময়ে অন্ন আনিয়া আমরা ভিখারীর জাতে পরিণত হইয়া যাইব। আমাদের অস্তিত্বও থাকিবে না। বিদেশী অন্নের উপর নির্ভরশীল দেশ যদি শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয় তবে অন্নাভাবে আমাদের আত্মরক্ষার শক্তি থাকিবে না। অন্ন সমস্যার জন্য সম্পূর্ণরূপে কংগ্রেসীগণ দায়ী। ইহারা পাকিস্থানবাদীদের ১৩টি ভোটের লোভে সমস্ত দেশকে শক্তিহীন ও অন্ন বস্ত্র হীন করিয়াছে।

৭। ভারতের বৈদেশিক নীতি যে ভাবে পরিচালিত হইতেছে উহার ফলে ভারত আজ বন্ধুহীন ও শক্তিহীন। কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিয়া এ ভাবে ভারতকে বন্ধুহীন ও শক্তিহীন করাকে বিশেষ জাতীয়তা বিরুদ্ধ দুষ্কার্য্য বলা যায়। পাকিস্থানকে শক্তিশালী করিবার জন্য যে সব প্যাক্ট করা হইয়াছে, উহা অত্যন্ত আত্মহত্যাকর হইয়াছে। আমরা বৈদেশিক নীতি সম্পূর্ণভাবে পরিবর্ত্তন করিব।

৮। শেষ পর্য্যন্ত নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে ভারতের সব দলগুলি দুই ভাগে ভাগ হইয়া যাইবে। ইহার এক দলে থাকিবে পাকিস্থানবাদী হিন্দু ও মুসলমানেরা এবং অন্যদলে থাকিবে অখণ্ড ভারতবাদীরা। যদি পাকিস্থানবাদীগণকে দেশ অনুসরণ করে তবে ভারত রাষ্ট্র ভাঙ্গিয়া যাইবে। জনতা যদি অখণ্ড ভারতবাদীগণকে অনুসরণ করে তবে পাকিস্থান ভাঙ্গিয়া যাইবে। আমরা জনতাকে অখণ্ড ভারতবাদীদের পক্ষে ভোট দিতে বলি। নেহেরুর কংগ্রেস দল, কৃপালনীর দল ও ডাঃ ঘোষের দল অর্থাৎ গান্ধীবাদীরা বা দুর্ব্বলবাদীয় দলগুলি পাকিস্থানবাদের অনুকূলে যাইবে। মহাসভা, পিপুলস পার্টি, R.S.S., রাম রাজ্য সংসদ পাকিস্থান বাদের বিরুদ্ধে যাইবে। অন্যান্য দলগুলি এই দুটি ব্লকের যে কোন একটাতে যোগদান করিবে। যাহারা ভারত চায় তাহারা অখণ্ড ভারতবাদীদের ভোট দিবে, যাহারা ভারতকে পাকিস্থান করিতে চায় তাহারা পাকিস্থানবাদীগণকে ভোট দিবে। তুমি কাহারও ধাপ্পায় বিভ্রান্ত না হইয়া কাহাকে ভোট দিবে স্থির কর। কংগ্রেস বা নন্-কংগ্রেস সমস্যা নয়, সমস্যা ভারতের কল্যাণ বা অকল্যাণ।

৯। প্রগতি সমস্যা। আমাদের দেশের পত্রিকা গুলি প্রায় সকলেই পশ্চিমের প্রগতিবাদের প্রচারক। শক্তিবাদ প্রগতিবাদ মানে না। শক্তিবাদ সমাজের সব স্তরের

মানবের জন্য অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সচ্ছলতা চায়। যাহাতে প্রত্যেকটি মানুষ উন্নত মনোবিকাশের পথে বিকশিত হইয়া মানবের সমাজকে শক্তিশালী ও দুর্ব্বলহীন ও অসুরবিহীন করিতে পারে এ জন্য শক্তিবাদ পশ্চিমের প্রগতি অপেক্ষা মানবের বিকাশবাদকে উন্নত স্বীকার করে। জমিদার ও মিলমালিককে উচ্ছেদ করিয়া দেওয়াকে প্রগতিবাদীরা সমাজ জীবনের প্রগতি বলে। যাহারা জমি সম্বন্ধে বা মিলের কাজ বা পরিচালনার কিছুই জানে না, যাহারা কেবল বিদ্বেষ ও লোক খেপাইয়া জীবন কাটাইয়াছে তাহাদের কথায় বিভ্রান্ত হওয়া কোন দূরদর্শিতার নীতি আমরা স্বীকার করি না। জমিদার ও কৃষকের সমবেত চেষ্টায় অন্নের প্রাচুর্য্য সম্ভব বলিয়া আমরা স্বীকার করি, আমরা মিলের পরিচালক ও মজুরের সমবেত চেষ্টায় অন্নের প্রাচুর্য্য সম্ভব বলিয়া স্বীকার করি, আমরা মিলের পরিচালক ও মজুরের সমবেত চেষ্টায় শিল্পের প্রাচুর্য্যে বিশ্বাস করি। কিন্তু অতীব সত্য কথা যে দেশের পত্রিকাগুলি এবং অনেক বেকার যুবক প্রগতির দিকে ঝুকিয়াছে। তাহাদের সুবিধা দিবার জন্য একটা এলাকা তাহাদের কর্ত্তৃত্বে ছাড়িয়া দিতে হইবে। এ সব দলগুলি যদি উৎপাদন বৃদ্ধি না দেখাইতে পারেন তবে ইহার যথোচিত প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কতগুলি এলাকাতে প্রগতির প্রবেশ নিষিদ্ধ করিতে হইবে এবং দেখিতে হইবে কোন দল বেশী কৃতকার্য্য হয়। জমিদার বা সম্পন্ন কৃষক ভিন্ন কলের চাষ সব ক্ষেত্রে চলিতে পারে না। আমরা প্রত্যেক জমিদারকে কলের লাঙ্গল কিনিতে বলিব এবং জমি চাষে উহা প্রয়োগ করিতে অনুরোধ করিব - যে স্কীমে প্রাচুর্য্য বুঝা যাইবে আমরা তাহাকে সমর্থন করিব। আমরা রাষ্ট্রের মঙ্গল চাই ও প্রাচুর্য্য চাই এবং সকলের জন্য সচ্ছলতা চাই। অর্থাৎ আমরা শক্তিবাদীয় অর্থনীতি ও প্রগতির অর্থনীতির সহিত তুলনা করিয়া যাহা বেশী অনুকূল উহা সমর্থন করিব। রাত্রিতে যাহারা দলবদ্ধ হইয়া ডাকাতি করে তাহাদের চেয়ে প্রগতির নামে মানুষকে নিঃস্ব করিয়া দেওয়া বেশী ডাকাতি নয় কি?

১০। রাষ্ট্র ধর্ম। আমরা রাষ্ট্রে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা দিব। পৃথিবীর সব রাষ্ট্রেরই রাষ্ট্রধর্ম্ম আছে। তাহারা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে নিজেদের রাষ্ট্রধর্ম্ম প্রচারের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। আমরাও উহা করিব। গায়ত্রী ব্রহ্মোপাসনা আমাদের রাষ্ট্র ধর্ম্ম। আমরা প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে উপাসনার পর পাঠ আরম্ভের ব্যবস্থা করিব। জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে উপাসনা শিক্ষা দিব। ভারতে ও পৃথিবীর সর্ব্বত্র গায়ত্রী ব্রহ্মোপাসনাই যে ভারতের রাষ্ট্রধর্ম্ম ইহা প্রচারের ব্যবস্থা করিব। চার বৎসরের ধর্ম্মহীন শাসনের যে কুফল হইয়াছে উহা আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছি। ইহার ফলে রাষ্ট্রের পরিচালক হইতে আরম্ভ করিয়া পথের ভিখারী পর্য্যন্ত সকলের মধ্যে অধর্ম্মবৃত্তি প্রসারিত হইয়াছে। চুরি, ঘুষ, মিথ্যা, ছলনা, ধন, যবন প্রীতি ও নারীর লোভে দায়িত্বের অপব্যবহারে রাষ্ট্রের সর্ব্বনাশ দেখা দিয়াছে। শক্তিবাদীয় ধর্ম্মকে প্রচার করা হইবে এবং দুর্ব্বল ও অসুরবাদীয় ধর্ম্মকে সংশোধন করিবার চেষ্টা করা হইবে। সত্যের, তেজস্বিতার, নির্ভীকতার প্রশংসা করা হইবে, চুরি, ঘুষ, বিজাতীয়বাদিতার ও অসুরবাদিতার নিন্দা করা হইবে। বলা প্রয়োজন গায়ত্রী ব্রহ্মোপাসনাই হইবে আমাদের রাষ্ট্রধর্ম্মের ভিত্তি।

১১। বঙ্গীয় সমস্যা। ভারতীয় সমস্যার সঙ্গে বঙ্গীয় সমস্যা জড়িত। কিন্তু বাংলায় নিজস্ব কতকগুলি সমস্যা আছে। বাংলার সাংস্কৃতিক সমস্যা ও অর্থনৈতিক সমস্যা অত্যন্ত

সংকটজনক হইয়াছে। বঙ্গভঙ্গে বাংলার শক্তিশালী অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। ধান, পাট ও মৎস্যের জন্য বাংলার যে অংশ সচ্ছল ছিল সে অংশ বিচ্ছিন্ন হইবার দরুণ বাংলার অর্থনৈতিক ভিত্তি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে অবাঙ্গালী মজুর ছিল না, অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীও ছিল না। এ জন্য পূর্ব্ববঙ্গ সমস্ত বিষয়ে বাংলার শক্তিকেন্দ্র ছিল। বিদ্যা বুদ্ধি ত্যাগ ও সাহসে বাংলার যে অংশ শক্তিশালী ছিল সেই পূর্ব্ব অংশ আজ বিচ্ছিন্ন। তাহারা কেবল বিচ্ছিন্ন হয় নাই তাহার সর্ব্বহারা হইয়া দীন, মলিন ও ভিক্ষুকের বেশে পশ্চিম বঙ্গের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা সব পূর্ব্ববঙ্গীয় হিন্দুগণকে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, আসামে, কুচবিহার ত্রিপুরায় বসাইবার জন্য লোক বিনিময় চাই। ফলে বাংলার সংস্কৃতির ভিত্তি প্রসার ও সুদৃঢ় হইবে। ইহার পর আমাদের চেষ্টা করিতে হইবে পূর্ব্ববঙ্গ কি কি ভাবে বৈদিক সভ্যতায় প্লাবিত দেশ করা যায়। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পপতি মজুর ব্যবসায়ী সব অবাঙ্গালী। নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, দুধ, ঘী, তৈল, ডাল, আটা ও ময়দা সবই অবাঙ্গালীর দান। অনেকে অবাঙ্গালী বহিষ্কার করিয়া ইহার সমাধান চায়। আমরা বলি দিল্লীর উপর কর্ত্তৃত্ব না আসিলে এ সবের সমাধান অসম্ভব। রিফিউজীদিগকে বসাইয়া বাংলার প্রভাব বৃদ্ধি করিতে হইবে। এবং পূর্ব্ববঙ্গকে নিজের মধ্যে টানিতে হইবে এবং সেখানে বৈদিক সভ্যতার ভিত্তি দিতে হইবে। যদি বঙ্গভঙ্গ না হইত তবে সম্পূর্ণ বাংলাই পাকিস্থান হইত। বঙ্গভঙ্গে বাংলাকে তিনভাগের একভাগ করিয়াছে। কিন্তু শক্তিবাদ বাংলাকে একের স্থানে আড়াই গুণ করিয়া দিতে শক্তি রাখে। এইরূপ শক্তিবাদী বঙ্গদেশই দিল্লীর উপর প্রতিপত্তি করিতে সক্ষম। শক্তিবাদীয়গণ এইকার্য্যে হাত দিবে।

১২। সংবিধান সংশোধন। ভারতে বর্ত্তমানে যে সংবিধান গঠিত হইয়াছে উহা পশ্চিমী ডেমোক্রেসীর সংবিধান। আমাদিগকে ভারতীয় বা পঞ্চাইতি ডেমোক্রেসী প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। পশ্চিমী ডেমোক্রেসীর সব অংশ ত্রুটীপূর্ণ -

(১) ধনী বা দলকর্ত্তা ভিন্ন অন্যকে নির্ব্বাচন করা যায় না, কারণ নির্ব্বাচনে খরচা অত্যন্ত বেশী। (২) বিদ্বেষ ভিন্ন দল গড়া যায় না, মিথ্যা বলা ভিন্ন বিদ্বেষ সৃষ্টি অসম্ভব। (৩) বড় বড় কথায় ধাপ্পা না দিলে নির্ব্বাচিত হওয়া যায় না, রাজার দোষে জনতায় ধাপ্পা বিদ্যার প্রসারতা লাভ করে। (৪) মিথ্যা, ঘুষ, চৌর্য্য, বিদেশীর যশ ও নারীর বশীভূত হইয়া রাষ্ট্রপতি বা মন্ত্রীমণ্ডলী রাষ্ট্রের ক্ষতির কারণ হইলে তাঁহাকে বহিষ্কার করা যায় না। (৫) যুদ্ধ, স্থাপত্য, দেশরক্ষা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে যাহাদের কোনই অভিজ্ঞতা নাই তাহারাই দলের প্রভাবে সেইসব বিভাগে কর্ত্তৃত্ব করে, ফলে সব বিষয়েই রাষ্ট্রের ক্ষতি হয়। অনেক সময় অযোগ্যতার জন্য বৃথাব্যয় রাষ্ট্রকে সহ্য করিতে হয়। (৬) এক এক নির্ব্বাচনে রাষ্ট্রের ও জনতার শত শত কোটী টাকা ব্যয় হইয়া যায়। ইহা বাঁচাইয়া দেশের অনেক মহান কার্য্য সম্ভব হইতে পারে। (৭) মিথ্যুক দুষ্ট ও চালবাজ নির্ব্বাচন প্রার্থীগণ এবং পত্রিকাগুলিকে অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল ভাবে নির্ব্বাচনে নামিতে দেখা যায়। (৮) নির্ব্বাচনে ও শাসন কার্য্যে রাষ্ট্রকে বিপুল ব্যয় করিতে হয়, এজন্য জনতাকে প্রচুর কর দিতে হয়। (৯) নির্ব্বাচনের পর প্রায়ই দেখা যায় দুষ্টকেই রাজার আসনে বসানো হইয়াছে এবং সে নানা ফন্দীর আইন করিয়া জনতার স্বাধীনতা ও সুখে হস্তক্ষেপ করিতেছে।

পঞ্চায়েতি বিধানে রাষ্ট্রব্যবস্থার কোন পদেই অযোগ্য প্রবেশ করিতে পারে না। যাহাতে রাষ্ট্রপতিকে বাল্যকাল হইতে ঋষিতুল্য মহাপুরুষের অধীনে রাখা যায় এবং সুশিক্ষায় সুসংস্কৃত করা যায় এজন্য পঞ্চায়েতি বিধানে রাষ্ট্রপতিকে বংশ পরম্পরায় শ্রেষ্ঠ স্বীকার করা হইয়াছে। অন্যভাবেও যোগ্য রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করা যায়। পঞ্চায়েৎ বিধানে এমন বিধান আছে যে অযোগ্যকে বহিষ্কার করাও সম্ভব। পঞ্চায়েতের মন্ত্রীগণ বিভিন্ন বিভাগের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন। গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব ও শক্তি ইহারা পঞ্চায়েৎ। এইসব বিভাগের অভিজ্ঞগণ নিজ নিজ বিভাগের মন্ত্রীগণকে নির্ব্বাচন করিবেন। গণেশ - বিচার, বিজ্ঞান, স্থাপত্যবিভাগ। সূর্য্য - শিক্ষা, জ্যোতিষ, চিকিৎসা, জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান, আইনজীবি ইত্যাদি। বিষ্ণু - শাসনবিভাগ, পুলিস, শিল্পচালক, ব্যবসায়ী, কৃষক ইত্যাদি। শিব - (নিম্ন) মজুর, মুটে, ইত্যাদি। শিব (উন্নত) - যোগী, ঋষি সন্ন্যাসী। শক্তি - সেনাবিভাগ। প্রত্যেক বিভাগই কয়েকজন করিয়া মন্ত্রী নির্ব্বাচন করিবেন, ইহারা সকলে মিলিয়া সিংহাসনের পঞ্চায়েৎ। কোন মন্ত্রী অযোগ্য হইলে সেই বিভাগ আন্দোলন করিতে পারিবে। রাষ্ট্রপতি সেই মন্ত্রীকে জনতার তুষ্টির চেষ্টা করিতে বলিবেন। যদি অক্ষম হন তবে তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে বলিবেন এবং সেই বিভাগ নূতন মন্ত্রী নির্ব্বাচন করিবেন। মানুষকে মিথ্যা ছলনা ও ধাপ্পা দিয়া অযোগ্যের শাসনকর্ত্তৃত্বে প্রবেশের ফন্দীরূপ পশ্চিমী ডেমোক্রেসী যে সংশোধনের যোগ্য ইহা শক্তিবাদ গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া সকলেই বুঝিতে চেষ্টা করুন।

১৩। নেপালে পঞ্চায়েতী রাষ্ট্র স্থাপনা করিয়া দিলে সেখানের প্রগতিবাদীয় অশান্তি কাটিয়া যাইবে। তীব্বত হিন্দু দেশ; উহাকে চীনের হাতে দেওয়া মূর্খতা হইয়াছে। তাহার পরও নেপালে অশান্তি সৃষ্টি করা মূর্খতা ও বিপদ্‌জনক।

১৪। কাশ্মীর। ভারত রাষ্ট্রের কাশ্মীরের অর্দ্ধাংশ পাকিস্থান দখল করিয়াছে। এই অংশের হিন্দুরা নিশ্চিহ্ন, ৫০০০ নারী লুণ্ঠিত এবং যবন ও বর্ব্বরদের দেশে ২টাকা ৩টাকা মূল্যে বিক্রিতা। কংগ্রেস, কম্যুনিষ্ট, সোসিয়ালিষ্ট, সেকুলারিষ্ট ও পাকিস্থানবাদীরা কাশ্মীর উদ্ধার সম্বন্ধে নির্ব্বাক। দুর্ব্বলবাদীরা পাকিস্থানকে প্যাক্ট করিয়া শক্তিশালী হইবার উপাদান দিতেছে। পাকিস্থান সর্ত ভঙ্গ করিতেছে, উদ্যত মুষ্টি ও তরবারি দেখাইতেছে, আসামের ও অন্যান্য স্থানের সীমান্ত জনপদ অধিকার করিতেছে আর দুর্ব্বলবাদী ভারত হিতৈষীগণ প্যাক্ট সফল হইয়াছে বলিয়া শক্তিবাদী ভারতকে মিথ্যা কথা বলিয়া লাথখোরের মত কিল চুরি করিতেছে। এই সব ক্লীবত্বের শিক্ষায় তাহারা জাতিকে জগতের নিকট অপমানিত করিতেছে। শক্তিবাদই ইহার প্রতিকার।

১৫। শেষ কথা - ৩০ কোটি অধ্যাত্মবাদী জনতার উপর আজ কয়েক কোটি পাকিস্থানবাদী ও তাহাদের সমর্থক প্রগতিবাদী সেকুলারিষ্টদের রাজত্ব চলিয়াছে। ইহারা দেশকে ভাগ করিয়াছে। দেশকে ভিক্ষুকের দেশে পরিণত করিয়াছে। পাকিস্থানকে শক্তিশালী করিয়াছে। তোমরা যদি এখনও এ সব পত্রিকা, নেতা ও দুষ্টদের কথায় বিভ্রান্ত হও তবে ভারতরাষ্ট্র রক্ষা অসম্ভব হইবে। যখন দেশ স্বাধীন হয় তখন ভারতে ১৭ টাকা মণ অন্ন ছিল। পাকিস্থানে ছিল ৪৪৫ টাকা মণ। এখন ভারতে ৫৫ টাকা মণ ও পাকিস্থানে ৮ টাকা হইয়াছে। কয়েকমাস পর ইহার দাম হইবে ১০০ টাকা মণ। পূর্ব্বে

যাহারা ধাপ্পা দিয়াছে, এবার যাহারা ধাপ্পা দিবে শক্তিবাদ তাহাদের জন্য যোগ্য দণ্ডের ক্ষেত্র করিবে।

১৯৫৭ সালে ১৪ই জানুয়ারী জন্মদিন অনুষ্ঠানে স্বামীজীর বাণী

(১৯৫৭ সালে শক্তিবাদ প্রবর্তক স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী মহারাজের ৫৭ বৎসরে প্রবেশ। ১৪ই জানুয়ারী রবিবার মকর সংক্রান্তির দিন তাঁহার জন্মদিবস। ঐ দিবসেই তাঁহার শক্তিশালী সমাজ স্থাপন বিন্ধ্যপর্ব্বতের পাদদেশে ভয়ঙ্কর ঝড়বৃষ্টি শীত দুর্যোগের মধ্য দিয়া আরম্ভ হয়। এই উপলক্ষ্যে শক্তিবাদ প্রবর্তকের বাণী প্রকাশ করিতেছি।)

১। ধর্ম্মের নিত্য অনুষ্ঠানহীন ধর্ম্মকে ধর্ম্মই বলা যায় না। নিত্য এক নিয়মে মনকে মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড মধ্যগত ব্রহ্ম নাড়ীতে সমাহিত করিবে এবং গায়ত্রী ব্রহ্মোপাসনায় মন দিবে। আমাদের দেশে নিত্য সন্ধ্যানুষ্ঠানের নিয়ম আছে, উহাও উচ্চস্তরের ধর্ম্মানুষ্ঠান। যাহাতে প্রত্যেক নরনারীর মধ্যে একই উপাসনা ও শক্তিবাদীয় নীতি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে সেইজন্য ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান এবং উপাসনা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। যাঁহারা সত্য ত্যাগাদি দৈবী ভাবের অনুশীলনকেই ধর্ম্ম মনে করেন তাঁহাদেরও দৈবীভাবের পুষ্টির জন্য উপাসনা করা কর্ত্তব্য, কারণ দৈবীভাবগুলির কেন্দ্র হইতেছে "ব্রহ্মনাড়ী"। নাস্তিক বাদীদেরও উপাসনা করা কর্ত্তব্য। কারণ ব্রহ্মনাড়ীই হইতেছে জীবনীশক্তি, আয়ু ও সুস্থতার কেন্দ্র। দীর্ঘ জীবন, সুস্থতা ও আয়ু, নাস্তিবাদীদের জন্যও প্রয়োজন।

২। বৈদিক বা শক্তিবাদীয় পঞ্চশীল। সত্য, প্রেম, শান্তি, অভয় ও তেজ এইসব শক্তিবাদীয় পঞ্চশীল। বৌদ্ধবাদীয় পঞ্চশীল - সত্যবাদিতা, সংযম, অহিংসা, অচৌর্য্য ও মাদক বর্জ্জন।

অসুরবাদীয় পঞ্চশীল। দম্ভ, দর্প, অহংকার, ক্রোধ ও নিষ্ঠুরতা। অসুরবাদীদের সত্য, ব্রহ্মচর্য্য ও শৌচ নাই। ইহারা কাম ও ভোগকেই রাষ্ট্র এবং জীবনের ও পরকালের আদর্শ মনে করেন। ঐ লক্ষ্যে অসৎ উপায়ে ধন বৃদ্ধির দিকে মন দেন। ধন, সম্পদ ও ভোগ লক্ষ্যে সমস্ত কার্য্যেই তাঁহারা পঞ্চদুঃশীল, অসত্য ও ছলনাকে আশ্রয় করেন। এইভাবেই ইঁহারা বিশ্বের সর্ব্বনাশ করেন।

বৌদ্ধবাদীয় পঞ্চশীলও বুদ্ধকে কেন্দ্র করিয়া ভারত, চীন, তিব্বত, ব্রহ্ম, লঙ্কা, শ্যাম, জাপান প্রভৃতি অধ্যাত্মবাদ প্লাবিত রাষ্ট্রগুলিতে একতার সূত্র রূপে দেখা দিয়াছে। এইসব রাষ্ট্রগুলিতে শক্তি উপাসনা, শক্তিপূজা ও শক্তিবাদীয় পঞ্চশীলের অনুশীলন হওয়া প্রয়োজন। সকলেরই জানা প্রয়োজন, বুদ্ধ শক্তি উপাসক ছিলেন। বাল্যে তিনি গায়ত্রী দীক্ষিত, এবং সাধক দশায় তিনি মহাশক্তি তারার উপাসক ছিলেন। শক্তিবাদ হীন বুদ্ধবাদ অসুরবাদী বর্ব্বরদের কুচক্র ও পশুশক্তির নিকট আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না।

৩। ডেমোক্রেশী, ইসলাম ও কম্যুনিজম এই তিন মতবাদই বর্ত্তমান যুগের তিনটি শক্তিশালী অসুরবাদ। ইহাদের মধ্যে ডেমোক্রেশীর আসুরিকতা একটু মৃদু প্রকারের।

বৌদ্ধবাদীয় পঞ্চশীল অসুরবাদকে প্রভাবিত করিবার শক্তি রাখে না। কাজেই বৌদ্ধবাদীয় পঞ্চশীলকে আশ্রয় না করিয়া শক্তিবাদীয় পঞ্চশীল অনুসরণ করা প্রয়োজন। শক্তিবাদীয় পঞ্চশীলকে আশ্রয় করিলে অসুরবাদীরা নিজেদের বর্ব্বরতার যোগ্য প্রতিশোধের আশংকায় নিশ্চয়ই অসুরবাদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে। আমরা কম্যুনিষ্টগণকে শক্তিবাদ বুঝিতে বলি।

৪। পশ্চিম এশিয়া। নাশিরকে যাঁহারা সুয়েজের উপর কর্ত্তৃত্ব বিস্তার করিতে উস্কাইয়া ছিলেন তাঁহারা এবার বুঝিতে পারিবেন, সে কাজটা মিত্রতার হইয়াছিল কি শত্রুতার হইয়াছিল। ইউরোপ যদি মক্কাবাদীদের হাতে তাঁহাদের শ্বাসযন্ত্র সুয়েজকে ছাড়িয়া দেন তবে সেইটা তাঁহাদের পক্ষে মৃত্যুর কারণ হইবে। মক্কাবাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা - ইঁহারা ইসলামী ভিন্ন অন্য কোন মানুষের সঙ্গেই সৎ ব্যবহার করাকে পাপ মনে করেন। ইঁহাদের এই দুঃশীলতা সেদিনের পাকিস্তানের হিন্দুদের উপরও প্রয়োগ হইয়াছে। আমরা ইউরোপকে সুয়েজের অনুপূরক আরও একটি খাল প্রস্তুত করিতে অনুরোধ করি এবং ইসরাইলকে আরও শক্তিশালী হইতে বলি।

৫। ইংরেজ, ফরাসী, রুশ ও আমেরিকা, ইঁহারা বর্ত্তমান বিশ্বের শক্তিধর রাষ্ট্র। আমরা ইঁহাদিগকে অসুরবাদের সীমা অতিক্রম করিবার জন্য শক্তিবাদ অনুশীলন করিতে বলি এবং সমস্ত বিশ্বের সভ্যতা, শান্তি ও আধ্যাত্মিকতার মহান আদর্শ স্থাপন করিতে বলি। আমরা ভারতকে শক্তিবাদ গ্রন্থাবলী (শক্তিবাদ, ক্রমবিকাশ, শক্তিশালী সমাজ, গীতা, ধর্মশিক্ষা) পাঠ করিয়া তুলনামূলকভাবে শক্তিবাদ এবং ইসলাম, কম্যুনিজম, ডেমোক্রেসী, বুদ্ধবাদ বুঝিতে বলি।

১৯৫৯ সালের ১৪ই জানুয়ারী জন্মদিন অনুষ্ঠানে প্রচারিত শক্তিবাণী

(১৯৫৯ সালের ১৪ই জানুয়ারী মকর সংক্রান্তির শুভদিনে স্বামীজী মহারাজের ৫৯ বৎসরে পদার্পণ। ঐ দিন '৫৭ সালে বেলা ৩টায় শক্তিবাদ সমাজ-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হইয়াছিল। "আনন্দ মঠের" সিদ্ধ সাধকগণ দ্বারা ভারতীয় আর্য্যধর্ম্মের সংস্কার ও প্রতিষ্ঠা প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। সত্যযুগের আচার্য্য, তিন জন; শিব, বিষ্ণু এবং ব্রহ্মা। ত্রেতা যুগের তিন জন আচার্য্য, বশিষ্ঠ, শক্তি ও পরাশর। দ্বাপরের ২ জন প্রধান আচার্য্য, ব্যাসদেব ও শুকদেব। কলিযুগের ১ম আচার্য্য গৌড়পাদ, ২য় গোবিন্দপাদ, ৩য় শঙ্কর। গৌড়পাদ হইতে ১৪১ সংখ্যক আনন্দ মঠাধীশ স্বামী সচ্চিদানন্দজী মহারাজ। ১৪২ পর্য্যায়ে স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী সনাতন ধর্ম্মের দুর্ব্বলতা সংস্কার করিবার জন্য শক্তিবাদ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।)

ওঁ সপ্তমে নিষ্কলাম্নায়ে শুদ্ধ শ্রীআনন্দ মঠঃ।
সম্প্রদায়ো ব্রহ্মানন্দঃ শ্রীগুরোঃ পাদুকে তথা।
তত্রানুভূতিঃ ক্ষেত্রং স্যাদ্বিশ্বরূপোঽস্য দেবতা।
দেবী চৈতন্য শক্তিঃ স্যাদাচার্য্যঃ সদ্‌গুরুস্ততঃ।
নাদস্য শ্রবণং তীর্থং জন্মমৃত্যু বিনাশনম্।

পূর্ণানন্দ ক্রমেনৈব সন্ন্যাসঃ তত্রচাশ্রয়েৎ॥

সপ্তম ও নিষ্কল পর্য্যায়ে শুদ্ধ শ্রীআনন্দমঠ, ব্রহ্মানন্দ ও মস্তিষ্কস্থিত শ্রীগুরু পাদুকাস্তরে অবস্থিত। সেখানে অনুভূতিই ক্ষেত্র, বিশ্বরূপ দেবতা, চেতনা শক্তিদেবী এবং সদ্‌গুরুই আচার্য্য। জন্মমৃত্যু বিনাশকারী নাদ শ্রবণই তীর্থ। পূর্ণানন্দ ক্রমে ইঁহারা সন্ন্যাসকে আশ্রয় করেন।

আত্মশক্তি গঠনে। মেরুদণ্ড মধ্যস্থিত ব্রহ্মনাড়ীতে মন স্থির করিবে এবং নিত্য গায়ত্রী, ব্রহ্মস্তোত্র ও মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া উপাসনা করিবে। ব্রহ্মনাড়ীই শরীর যন্ত্রে সমস্ত শক্তি, জ্ঞান, শান্তি, সুখ, আনন্দ ও উৎসাহের কেন্দ্র। এখানেই মানুষের দেবত্ব ও ঈশ্বরত্ব বিদ্যমান। নাস্তিকবাদীরাও ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান করিবেন, ফলে শরীর ভাল থাকিবে।

শক্তিবাদ, দুর্ব্বলবাদ ও অসুরবাদকে বৈজ্ঞানিক ভাবে বুঝিবে। ফলে মন স্বভাবতঃই শক্তিবাদের দিকে আকৃষ্ট হইবে। সত্য, শান্তি, অভয়, প্রেম ও তেজ (অসুর বিরোধ) ইহা শক্তিবাদের চরিত্রবৈশিষ্ট্য। অহংকার, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা, দম্ভ, দর্প, মিথ্যাবাদিতা, শৌচহীনতা, লুণ্ঠন, নারীর অমর্য্যাদা করা প্রভৃতি দুষ্কার্য্য অসুরবাদিতার লক্ষণ। দুর্ব্বলবাদীরা, যোগীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট সত্য, অহিংসা, মৈত্রী, করুণা ও শান্তির কথা মুখে বলেন কিন্তু ইঁহারা অসুরতোষণের দুষ্কার্য্য করিয়া সমাজের সর্ব্বনাশ ও নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করেন।

নিত্য শরীর চর্চা করিয়া শরীর সবল রাখিবে এবং নিত্য মনকে শক্তিশালী করিবার জন্য ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যানসহ উপাসনা করিবে। দেশ বিদেশের রাষ্ট্রবাদ, সমাজবাদ ও ধর্ম্ম বুঝিবার জন্য পাঠ ও আলোচনা রাখিবে।

ভারত গঠনে। রুষ, চীন, তীব্বত, জাপান, শ্যাম, ব্রহ্মদেশ ও ভারত প্রভৃতি হিন্দু ভাবাপন্ন রাষ্ট্রগুলি একতাবদ্ধ হইতে চলিয়াছে, ইহা শুভ লক্ষণ। আমরা এসব রাষ্ট্রকে শক্তিবাদ, দুর্ব্বলবাদ ও অসুরবাদীয় ধর্ম্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র বুঝিবার জন্য শক্তিবাদ গ্রন্থাবলী পড়িতে বলি এবং ইঁহাদের সংযোগ দৃঢ় করিবার জন্য সংস্কৃতকেই ভারতের রাষ্ট্রভাষা করিতে বলি।

আমেরিকান রিপোর্টার পাঠ করিলে মনে হয় ইহা শান্তিবাদী রাষ্ট্র এবং বিশ্বমঙ্গল ইহার লক্ষ্য। যদি তাহাই ইঁহাদের লক্ষ্য হয় তবে ভারতের অংশীভূত কাশ্মীরের এক অংশ দখলকার ও রাষ্ট্র হইতে হিন্দুগণকে বিতাড়নকারী পাকিস্থানকে অস্ত্র, ধন ও সৈন্যদ্বারা কেন শক্তিশালী করিতেছেন?

গোয়া ভিন্ন রাষ্ট্র হইয়াও যেমন ভারতের এক অংশ তেমনই পাকিস্থানও ভারতের এক অংশ। গোয়াতে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতিগণ সমানভাবে অবস্থান করিতে পারেন; কিন্তু পাকিস্থানের অমুসলমানেরা বিতাড়িত হন। সভ্যতার যথেষ্ট নীতি থাকা সত্ত্বেও ভারতের নেতারা গোয়া সম্বন্ধে বিরূপ; কিন্তু পাকিস্থান সম্বন্ধে তাঁহারা নীরব কেন?

হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা রাখিলে সমস্ত ভারত হিন্দীভাষীদের দাস থাকিতে বাধ্য হইবে। ইহার প্রতিক্রিয়াতে প্রাদেশিকতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। হিন্দীভাষী নেতাদের অদূরদর্শিতা ও যবনপ্রীতির দরুণ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পূর্ব্ব ও পশ্চিমভারত হিন্দুশূন্য হইয়াছে।

মুঘল পাঠান বর্ব্বরগণ যাহা শত শত বৎসরে সম্ভব করিতে পারে নাই, সেই দুষ্কার্য্য ইঁহারা কয়েক বৎসরে সমাধা করিয়াছেন। ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদের মত মহান নেতার মৃত্যুর জন্য এই নেতারাই দায়ী। আমরা, একটু সহজ করিয়া লইয়া সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা করিতে বলি এবং প্রত্যেকটি প্রদেশ হইতে একজন করিয়া মন্ত্রীদ্বারা মন্ত্রীসভা গঠন করিতে বলি।

বিশ্ব গঠনে। অনেকেই প্রশ্ন করেন শক্তিবাদ কি? ইহার উত্তর বেদ, চণ্ডী ও গীতা স্পষ্ট ভাবেই দিয়াছেন। চণ্ডী বলেন - "সব বস্তুই শক্তি দ্বারা পূর্ণ এবং সব আত্মাই শক্তিতে পরিপূর্ণ। এই উভয়বিধ শক্তিই মহাশক্তি।" বস্তুশক্তিই আণবিক শক্তি। আত্মশক্তি বুঝিতে হইলে মানবের মনকে বুঝিতে হইবে এবং দুর্ব্বলবাদ ও অসুরবাদের মনোবিজ্ঞান অতিক্রম করিয়া আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। বিস্তারিত শক্তিবাদ গ্রন্থাবলীতে (ক্রমবিকাশ, শক্তিশালী সমাজ, শক্তিবাদ, ধর্ম্মশিক্ষা, শক্তিবাদীয় উপাসনা, শক্তিবাদ-ভাষ্য-গীতা প্রভৃতি) দ্রষ্টব্য। আজ শান্তিবাদীরা আণবিক শক্তিকে মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবার কথা ভাবিতেছেন। ইহা শুভ লক্ষণ; কিন্তু অসুরবাদীরা নিশ্চয়ই এই নীতি মানিবেন না। অসুরবাদীদের সংখ্যা কম করিবার জন্য অসুরবাদ ও দুর্ব্বলবাদের সমালোচনা সহ শক্তিবাদীয় ধর্ম্মের প্রবল প্রচার ও স্থাপনার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে।

জানুয়ারী ১৯৬১ সালে গড়িয়ার শক্তিবাদমঠ ও গীতাভবন প্রতিষ্ঠার পর স্বামীজীর প্রকাশিত ঘোষিত নিয়মাবলী

১৯৬১ সনের জানুয়ারী হইতে গীতা-ভবনের কার্য্য আরম্ভ হইল। শক্তিবাদ মতবাদকে বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচার করিবার জন্য গীতা-ভবন স্থাপন করা হইল। চাকুরীজীবি, ব্যবসায়ী, বিদ্যাভ্যাসী ও আর্থিক বিষয়ে শক্তিমানগণ নিম্নলিখিত সর্ত্তে রাজী হইয়া, ইহাতে প্রবেশ করিতে পারিবেন। এই গীতাভবন সংস্থাকে সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা করিবার জন্য প্রেসিডেণ্ট বা মহামণ্ডল কমিটি একটি সহায়ক সংস্থা গঠন করিবেন। এই সংস্থাতে গীতাভবনের নিয়মাবলীতে নিষ্ঠাসম্পন্ন সজ্জনগণকেও গ্রহণ করা চলিবে।

১। ভর্ত্তি ফি ২০ টাকা এবং প্রতিমাসে সীট রেণ্ট (সাধারণ) ৫ টাকা। বিশেষ সীট দুই প্রকার আছে। ৭ টাকা এবং ৮ টাকা সীটরেণ্ট। ভর্ত্তি কালে প্রত্যেক সজ্জনকে একখানা করিয়া শক্তিবাদ ভাষ্য গীতা দেওয়া হইয়া থাকে। সীটরেণ্ট প্রতিমাসে অগ্রিম দিয়া সীট রিজার্ভ করিতে হইবে। সীট যথাসময়ে রিজার্ভ না করিলে সীট অন্যকে দেওয়া হইবে অথবা মঠের কার্য্যে ব্যবহার করা হইবে। ইংরাজী মাসের ১লা তারিখ হইতে শেষ দিন পর্য্যন্ত একমাস ধরা হয়। ভাঙ্গা মাসকেও একমাস ধরা হইবে। একবার একমাস সীট ছাড়িয়া দিলে তাহাকে আবার ভর্ত্তি হইতে হইবে। কোন সজ্জন একবার ২০ টাকা ফি দিয়া ভর্ত্তি হইলে এবং গীতা গ্রহণ করিলে, পরের বারের ভর্ত্তি ২০ টাকা স্থলে

১৫ টাকা দিতে হইবে। আহারাদি নিজেদের ব্যবস্থায় থাকিবে। কর্ত্তৃপক্ষ ইহার কোন দায়িত্ব লইবেনা।

সাময়িক সীট। কোন সজ্জন প্রত্যেক সীটের জন্য ২ টাকা করিয়া রেণ্ট বেশী দিতে রাজী হইয়া মাত্র ৫ টাকা (অর্থাৎ একখানা শক্তিবাদ ভাষ্য গীতার দাম) ভর্ত্তির ফি জমা দিয়া ভর্ত্তি হইতে পারেন। সাময়িক সীট নিয়মে ১২ মাস অবস্থানের পর, তাহার নিকটে পরবর্ত্তী মাস হইতে ২ টাকা বেশী সীটরেণ্ট লওয়া হইবে। কোন সজ্জন সীটের মধ্যে মূল্যবান দ্রব্যাদি বা অর্থাদি রাখিবেন না। অসুস্থকালে সজ্জনগণ বাড়ী চলিয়া যাইবেন। কেহ নিয়ম বিরুদ্ধ আচরণ করিলে তাহার নাম কাটিয়া দেওয়া হইবে এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহাকে সীট ছাড়িয়া দিতে হইবে। ভর্ত্তি হইবার পূর্ব্বে সীট, পায়খানা, আহার স্থান, জল, টিওবকল এবং পুকুর দেখিয়া লইবেন। যদি কোন বিষয় অপছন্দ হয় তবে ভর্ত্তি হইবেন না। এইরূপ লোককে ভবিষ্যতে মঠের অতিথি করা চলেনা এবং তাহাদিগকে সম্মানের চক্ষে দেখা হয় না।

২। প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ, উপাসনা, রবিবাসরীয় আলোচনা সভায় যোগদান, সৎব্যবহার, সৎভাব, সৎশীলতা, অসুস্থ বন্ধুগণের যত্ন গ্রহণ, ঘাট, জলের কল, পায়খানা আদির ব্যবহার কালে ঐ সব পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখা, টিউব কল মাত্র রান্না ও পানীয় জল ভিন্ন অন্য কার্যে ব্যবহার না করা, মঠের শান্ত পরিবেশ রক্ষা করা, মঠের বৃক্ষাদি ও দ্রব্যাদির নষ্ট না করা, উচ্ছিষ্ট বিষয়ে পবিত্র হিন্দুরীতি মান্য করা, কথায় ও ব্যবহারে মাতৃ-জাতির সম্মান রক্ষা করা, কোন বক্তার বক্তৃতা কালে তাঁহাকে কোনও প্রকার বাধা না দেওয়া, মিলন ও বিদায় কালে "ওঁ নমস্তে" বলিয়া শিষ্টাচার দেখানো ইত্যাদি বিষয় সজ্জনগণকে অবহিত হইতে হইবে। শক্তিবাদ মঠে চাঁদা বা ভিক্ষার কোন নিয়ম নাই। গীতাভবনের সমস্ত আয় মন্দিরের পূজাপাঠ বা উৎসব ও প্রচার কার্য্যে ব্যয় হয়। সুতরাং যাঁহারা বিনা তাগাদায় এবং স্বেচ্ছায় যথাসময় সীট রেণ্ট জমা দিতে শক্তিহীন তাঁহারা এখানে ভর্ত্তি হইবেন না। এখানে কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি ভিন্ন গান, বাজনা ও কীর্ত্তনাদি চলে না এবং বিদ্যার্থীগণও উচ্চস্বরে পাঠ করিতে পারিবেন না। কোন কার্যবশে বাহিরে গেলে রাত্রি ১০টার পূর্ব্বেই মঠে ফিরিতে হইবে। রাত্রি ১০টার পর আলো জ্বালিয়া পাঠ চলে না।

৩। ভর্ত্তির ফী বা সীট রিজার্ভেসনের অর্থ ফেরৎ দেওয়া হয় না। কিন্তু সীট নিশ্চয়ই রিজার্ভ রাখা থাকে।

৪। রান্না ও আহারের স্থান ভিন্ন অন্যত্র রন্ধন ও আহারাদি করা চলিবে না। ভবনের ও মঠের সীমানার মধ্যে আমিষ ব্যবহার নিষিদ্ধ। কোনও প্রকার গুপ্ত ব্যাধি যুক্তকে মঠে রাখা চলে না। মন্দিরে জুতা বা খড়ম ব্যবহার নিষিদ্ধ। কাহারো কোনও প্রকার অসুবিধা না করিয়া সাবলম্বনে ধর্ম্ম জীবন যাপন করাই গীতা ভবনের লক্ষ্য। "ধর্ম্মেন হীনা পশুভিঃ সমানাঃ"।

৫। গীতা ভবনের সব চাবিই কর্ত্তৃপক্ষের হাতে থাকিবে। তবে স্পেসাল সীটের সজ্জনগণ চাবির ডুপ্লিকেট রাখিতে পারিবেন।

৬। অভিভাবক ও স্থানীয় অভিভাবক। গীতা ভবনের প্রবেশার্থীগণকে স্থানীয় অভিভাবকের নাম দিতে হইবে। কোন ধার্ম্মিক প্রতিষ্ঠানে যুক্ত থাকলে তাহার নাম ঠিকানা দিতে হইবে। নিম্নের ঘোষণা পত্রে সহি করিয়া দিতে হইবে।

৭। "আমি সব নিয়ম মান্য করিব এবং সাবলম্বনে ধর্ম্ম জীবন যাপন করিবার জন্য গীতাভবনে সীট গ্রহণ করিলাম। শক্তিবাদ ভাষ্য গীতা আমি পাইয়াছি। ইতি -

(স্বাক্ষর) নাম ও ঠিকানা

অভিভাবক - নাম ও ঠিকানা

স্থানীয় অভিভাবক - নাম ও ঠিকানা

যাঁহারা সার্টিফিকেট দিয়াছেন তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা - "

১৯৬২ সালে শক্তিবাদীয় দুর্গাপূজায় স্বামীজীর বাণী

শক্তিবাদীয় দুর্গাপূজা সমবেত ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, সমস্ত শ্রেণীর নরনারী ইহাতে যোগদান করিয়া থাকেন। শক্তিবাদ প্রবর্ত্তক স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী এবং শক্তিবাদ মঠ দেবোত্তরের সঞ্চালক মণ্ডলীর অধ্যক্ষতায় এই পূজা পরিচালিত হইয়া থাকে।

মহাপূজার প্রথম অনুষ্ঠান বোধন। ওঁ রক্ষোহন বলগহনং বৈষ্ণবীমিদমহং তং বলগমুৎকিরামি। যজুঃ ৫ম মঃ, ২য় কঃ মং ২০॥

"আমি অসুরনাশিনী তীব্র বেগরূপা মহাশক্তিকে উদ্বোধন করিতেছি॥"

মহাপূজার শেষ অনুষ্ঠান হবন। যজুঃ ২২/২৮ "ওঁ অম্বে অম্বিকে অম্বালিকে ন মানয়তি কশ্চনঃ সশস্ত্যশ্বকঃ শুভাদ্রিকাং কম্পিল্যবাসিনীং স্বাহা॥" ''হে অম্বে, হে অম্বিকে, হে অম্বালিকে, আপনি পরম মঙ্গলকারিণী, আপনি কম্পিলে নিবাস করেন। (কম্পিল মানে অনুকম্পা, স্নেহ বা অনাদি কম্পন প্রবাহ) যাহাদের মন শিশুঘোড়ার মত চঞ্চল, তাহারা আপনাকে অর্থাৎ শক্তিবাদকে মানে না; আপনি স্বাহা মন্ত্রে আহুতি গ্রহণ করুন।''

মহাষষ্ঠীতে বোধন। মহাসপ্তমী, মহাঅষ্টমী, সন্ধি, মহানবমীতে পূজন, হবন ও প্রসাদ বিতরণ। দশমীতে অভিষেক ও শান্তিজল। সকলে যোগদান করুন।

ভারতব্যাপী উচ্ছৃঙ্খলতা, দুঃখ ও দারিদ্র দেখা দিয়াছে। ইহার প্রতিকার অখণ্ড ভারত, পাকিস্তান বিলোপ, পূর্ব্ববঙ্গ উদ্ধার, কাশ্মীর উদ্ধার, স্বাধীন তিব্বত, সংস্কৃত ও ইংরেজীকে রাষ্ট্র ভাষা করণ, দিব্যাস্ত্র (অ্যাটমিক অস্ত্র) এবং অখণ্ড বেদবাদ। বর্তমানে ভারতের চিন্তাধারা স্পষ্টতঃ তিনটি ধারায় প্রবাহিত। (১) ভারত ভাগকারী অদূরদর্শী জনতা ও নেতা, ভারতের চিরশত্রু মক্কাবাদী বা যবনবাদীগণ এবং স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠালোভে মোহগ্রস্ত হিন্দুগণ। (২) অভারতীয় ও পশ্চিমী জড়বাদে দীক্ষিত যুবকগণ এবং ১নং মূর্খতায় দীক্ষিতদের পরিচালিত পত্রিকা ও রেডিও পোষিত দিশেহারাগণ।

(৩) ভারতীয় ধর্ম্ম, সমাজবাদ ও অধ্যাত্মবাদে নিষ্ঠাসম্পন্ন সুশৃঙ্খল; কিন্তু ১নং এবং ২নং অসুরবাদের কর্ম্মধারায় নিষ্পেষিত বিরাট ভারতবাদী জনতা।

আমরা এই তিনপ্রকার ভারতবাসীকেই শক্তিবাদ গ্রন্থাবলী (ক্রমবিকাশ, শক্তিশালী সমাজ, শক্তিবাদভাষ্য গীতা, উপনিষদের শক্তিবাদ ভাষ্য, আনন্দ মঠের সিদ্ধসাধক প্রভৃতি) পাঠ করিতে বলি। রাষ্ট্রীয় ভিত্তিতে শক্তিশালী চিন্তাধারার ভিত্তি দাও; দেখিবে উচ্ছৃঙ্খলতা কমিয়া গিয়াছে। শক্তিবাদকে না মানিয়া অসুরতোষণ এবং বিশ্বপ্রেমের ভণ্ডামী এবং যবনের পদে তৈলমর্দনের পাপেই ভারত আজ শত্রুবেষ্টিত ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত। এই দুর্দ্দশার মূলকে সংশোধন না করিয়া ইহার প্রতিকার চেষ্টার ফল আরও ভয়ঙ্কর হইবে। আমরা দৃঢ়তার সহিত বলি, বর্তমান শাসকগণই ভারতের সমস্তপ্রকার দুর্দ্দশার জন্য দায়ী।

বৎসর ব্যাপী অন্যান্য শক্তিবাদ উৎসব। কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা॥ দীপাবলী কালীপূজা ও যজ্ঞ॥ শক্তিবাদ প্রবর্ত্তক স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতীর জন্মোৎসব, শক্তিপূজা, চণ্ডী পাঠ, শক্তিবাদ সভা, যজ্ঞ ও প্রসাদ বিতরণ, মকর সংক্রান্তি॥ বসন্ত পঞ্চমীতে নীলসরস্বতী পূজা॥ শিবরাত্রি পূজা॥ রামনবমীতে রাজরাজেশ্বরী ত্রিপুরামহাশক্তির পূজা ও যজ্ঞ॥ চৈত্র সংক্রান্তির পূর্ব্বদিন প্রদোষকালে অর্দ্ধনারীশ্বর পূজা॥ ১লা বৈশাখ নববর্ষ উৎসব ও যজ্ঞ॥ আষাঢ় মাসে গুরু পূর্ণিমা উৎসব ও যজ্ঞ॥ শ্রাবণ মাসে শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী ও যজ্ঞ॥ আশ্বিন মাসে জীতাষ্টমীতে স্বামী সচ্চিদানন্দ মহারাজের জন্মোৎসব ও যজ্ঞ॥ বৎসর ব্যাপী শক্তিবাদ উৎসবের ব্যবস্থা শক্তিবাদ মঠে করা হইয়াছে। শক্তিবাদীরা ইহাতে যোগদান করিয়া শক্তি অর্জ্জন করিতে থাকুন; শক্তিবাদই ভারতের কল্যাণের পথ, আর সব মতবাদই বিলুপ্তির পথ। শক্তিবাদ মঠে বিদ্যার্থী, চাকুরীয়া ও ব্যবসায়ীগণ অল্প ব্যয়ে অবস্থান করিবার ব্যবস্থা করুন।

১৯৬৩ সালে জন্মদিনে শক্তিবাদ প্রসঙ্গে স্বামীজীর ভাষণ

"শক্তিবাদ ভারতের প্রাচীনতম মতবাদ, এই মতবাদ অতীব মহান। কঠোর তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করিয়া আত্ম শক্তি উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে এবং সকল প্রকার ভয় ও মোহ হইতে মুক্ত থাকিয়া অসুরবাদকে ধ্বংস করিয়া সমাজে শান্তি, শৃঙ্খলা ও শক্তিবাদীয় ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত রাখিতে হইবে। বেদ্, চণ্ডী, গীতা, শাস্ত্র এবং দুর্গা, কালী ও অন্যান্য দেব দেবীর মূর্ত্তি ও পূজা বিধিতে এই শক্তিবাদীয় নীতিই প্রতিষ্ঠিত আছে।"

শক্তিবাদ কি? মূল কথা: যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্বস্তু সদসদ্ বাখিলাত্মিকে তস্য সর্ব্বয্য যা শক্তিঃ।

প্রত্যেকটি বস্তু উহা পদার্থ রূপেই থাকুক বা আত্মা রূপেই থাকুক দুইই শক্তি দ্বারা পরিপূর্ণ, এই উভয় প্রকার শক্তি মহাশক্তি নামে পরিচিত, ইহাই শক্তিবাদের মূল কথা। দ্রঃ চণ্ডী ১/৭৮। জড় পদার্থস্থিত শক্তি আয়ত্ত করিতে হইবে এবং অধ্যাত্মশক্তিও সেই

সঙ্গে অনুশীলন করিতে হইবে, উভয় প্রকার শক্তিকে মানব কল্যাণে এবং অসুর নিধনে প্রয়োগ করিতে হইবে।

তিন প্রকার সমাজবাদ। শক্তিবাদের মতে মানব সমাজ তিন প্রকারের - (১) শক্তিবাদ সমাজ (২) অসুরবাদ সমাজ (৩) দুর্ব্বলবাদ সমাজ। রাষ্ট্রও এইরূপ তিন প্রকারের - শক্তিবাদ, অসুরবাদ ও দুর্ব্বলবাদ সমাজ কখনও এক হইতে পারে, ইহা বিশ্বাস করা মূর্খতা। কেবল দুর্ব্বলবাদীরাই এইরূপ ভ্রান্তিতে বিশ্বাস করে। কারণ তাহারা মুখে যত বড় বড় আস্ফালন দেখাক না কেন, কর্ম্মক্ষেত্রে তাহারা অসুরের ক্রীতদাস মাত্র। উপাসনা ক্ষেত্রেও এই তিন প্রকার উপাসনার ফল এক নহে, শক্তিবাদীয় উপাসনা দৃঢ় ভাবে দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। অসুরবাদীয় উপাসনা কখনও দার্শনিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় না। দুর্ব্বলবাদীয় উপাসনা যুক্তিহীন বিশ্বাসবাদ মাত্র।

মনোবিকাশের বিভিন্ন স্তর: শক্তিবাদের মতে মানুষের মনোবিকাশ ৪।০ কলা হইতে আরম্ভ হইয়া ১৬ কলা পর্য্যন্ত প্রসারিত। ইহারা (১) নিম্নস্তরের শিব (অর্থাৎ ৪।০ কলা): ইহারা উচ্চ চিন্তাহীন এবং সাধারণ জীবনে অভ্যস্ত, অবং প্রেত উপাসক। মানব সমাজে ইহাদের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। হাজার লোকের মধ্যে ৯৯৯ জনেরও বেশী এই স্তরের লোক। ইহারা প্রকৃতিগত ভাবে অন্ন বস্ত্র এবং সংসার ভিন্ন কিছুই চিন্তা করে না। যদিও শাসন ব্যাপারে ইহারা অজ্ঞ এবং এই কথা সর্ব্ববাদী সম্মত, তথাপি ইহাদের ভোটের উপর রাষ্ট্র শাসন ব্যবস্থার প্রচলিত রীতি। এই ভাবে যে ডেমোক্রেসীর পরিকল্পনা করা হইয়াছে, জানিনা সমাজে ইহা কতটা সুফল দিবে। কুলী, পিয়ন, পূজারী, রাধুনী, জমাদার, কম্পোজিটর, গাড়োয়ান, ঝাড়ুদার, প্রভৃতিতে এই স্তরের বিকাশ।

(২) গণেশ (৫ কলা): ইহারা অত্যাচার এবং অবিচার বিরোধী, ত্যাগী চরিত্র, যোদ্ধা, উদার মনোবৃত্তি সম্পন্ন কিন্তু একগুঁয়ে প্রকৃতির। ইহারা যুক্তিবাদী, বিশ্বাসবাদী নন, কঠোর ভাষী। বিচারক, ওভারসিয়ার, ইঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক ও যুবকদের নেতার মধ্যে এই স্তরের বিকাশ সম্পন্ন মানুষ পাওয়া যায়। ইহারা কঠোর হৃদয় এবং কোমলতার বিরোধী।

(৩) সূর্য্য (৬ কলা): ইহারা প্রেমিক, কোমল হৃদয়, অর্থনৈতিক, অনুধাবনকারী, খ্যাতি সম্পন্ন, বিশ্বাসবাদী ও ভাব প্রবণ। শিক্ষক, অধ্যাপক, উকিল, চিকিৎসক, রাজদূত, ধর্ম্ম-প্রচারক, পত্রিকা প্রকাশক, পুরোহিত, গায়ক, কবি, অহিংসাবাদী, কেরাণী, জ্যোতিষী প্রভৃতি-গণের মধ্যে এই স্তরের বিকাশ। ভারতীয় রাজনীতিতে এই কলার চিন্তা প্রবেশ করিয়া ভারতকে নানা ভাবেই শক্তিহীন করিয়াছে।

(৪) বিষ্ণু (৭ কলা): বিষ্ণুস্তরের লোক তিন প্রকারের হইয়া থাকে। (ক) উচ্চ স্তরের বিষ্ণু (খ) আসুরিক বিষ্ণু (গ) অপুষ্ট বিষ্ণু। ক এবং খ শাসকগণে দৃষ্ট হয়। ইহারা তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান, গম্ভীর, নানা রকম ষড়যন্ত্রকারী - ইহারা কথায়, কার্য্যে এবং চিন্তায় এক রকম নহে। ইহারা কুটিলবুদ্ধিসম্পন্ন এবং সন্দিগ্ধ চিত্ত, সংগঠনকারী, ইহারা কখনও আদর্শবাদী হয় না। ক শ্রেণীর বিষ্ণুগণ কোমল হৃদয়, সমাজ হিতৈষী, উদার এবং দাতা হয়। আসুরিক বিষ্ণুগণ নিষ্ঠুর, উৎপীড়ক, শোষক, এবং সুবিধাবাদী হয়। ক এবং খ শ্রেণীর বিষ্ণু চরিত্র রাজা, শাসক, রাজ প্রতিনিধি, কর্ম্মকর্ত্তা, পুলিশ অফিসার, ব্যবসায়ী,

জোতদার এবং জমিদারের মধ্যে পাওয়া যায়। গ শ্রেণীর বিষ্ণু বিকাশকে বিকাশই বলা যায় না। নিম্নশিব এবং সূর্য্য স্তরের বিকশিত গণ, স্বার্থ-লোভে কুসঙ্গে ও প্রভাবে এবং রাষ্ট্রের প্রশ্রয় পাইয়া অত্যন্ত নিম্নস্তরের চরিত্র আয়ত্ত করে। ইহারা নির্লজ্জ তোষক, মিথ্যাবাদী, এবং সীমাহীন স্বার্থপর হইয়া থাকে। চোর, গুণ্ডা, ঘুষখোর, ভিক্ষাব্যবসায়ীগণে এই স্তরের বিকাশ।

(৫) উচ্চ স্তরের শিব (৮ কলা): ইহারা ঋষি স্তরের মানুষ। অনাড়ম্বর জীবন, ও উচ্চ চিন্তাশীল ত্যাগী, ঋষি, তপস্বীগণ এই স্তরের লোক। ইহারা সাধারণতঃ নির্জ্জনে এবং বনে বাস করে।

(৬) শক্তি (১৬ কলা): ইহারা গণেশ হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চ স্তরের শিব পর্য্যন্ত সমস্ত স্তরের চরিত্রের সকল অংশে বিভূষিত। কিন্তু কোন স্তরের দুর্ব্বল অংশ ইহাদের চরিত্রে থাকে না। ইহারা উচ্চ স্তরের শাসক, যোগী, ঋষি, বৈজ্ঞানিক, সেনাপতি, নৌসেনাপতি। সেনা বিভাগ শক্তি স্তরের বিভাগ। ইহাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য সমাজকে সুখী করা এবং অসুরগণকে উচ্ছেদ করা।

(৭) অবতার কলা: উন্নত শিব স্তরের বিকাশ আয়ত্ত হইবার পর অনেক মহাপুরুষ কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া আসেন, ইহাদিগকে অবতার কলা বলা হয়। অবতার কলা দুই প্রকারের হইয়া থাকে। গণেশ স্তরের অবতার, বিষ্ণুস্তরের অবতার। গণেশ অবতার ৯ এবং ১০ কলার হন। ইঁহাদের চরিত্র গণেশের মতন কিন্তু কর্ম্মশক্তি সাধারণ গণেশ হইতে সহস্রগুণ বেশী। বিষ্ণুস্তরের অবতারগণ ১১, ১২, ১৩, ১৪ কলার হইয়া থাকেন। ইঁহাদের চরিত্র বিষ্ণুস্তরের চরিত্রের মতন হইলেও কর্ম্মশক্তি সাধারণ বিষ্ণু হইতে সহস্রগুণ বেশী। অবতারদের প্রধান কাজ হইল অসুরদের নির্ম্মূল করা।

নানা স্তরের সমাজবাদ এবং সমাজে উহাদের প্রভাব: শক্তি স্তর ভিন্ন কোন স্তরের সমাজবাদই সমাজের মঙ্গলের কারণ হয় না। কারণ ইহাই সর্ব্বোচ্চ স্তরের চিন্তা বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত সমাজবাদ। অধুনা প্রচারিত সোসিয়ালিজম্ ও কমিউনিজম্ ৫ কলার স্তরের সমাজবাদ, কাজেই সমাজ মঙ্গল লক্ষ্যে ইহা একেবারেই কার্য্যকরী নহে। সাম্রাজ্যবাদ, রামরাজ্যবাদ, ইস্‌লাম ইত্যাদি বিষ্ণুস্তরের সমাজবাদ। ইহারা দৈবী এবং আসুরিক দুই প্রকারের হইতে পারে। শিবস্তরের সমাজবাদ ধর্ম্ম শাসন মাত্র, বর্ত্তমানে ইহা অচল। সূর্য্যস্তরের মতবাদ দুর্ব্বল মতবাদ। ইহা চোর, গুণ্ডা এবং কালা কারবারী, ঘুষখোর, অলস কর্ম্মী এবং 'ষ্ট্রাইকার্‌স্' ও অসুর ভিন্ন অন্য কাহারও মঙ্গল করিতে সক্ষম নহে। ইহারা অত্যন্ত অল্পবুদ্ধি, অদূরদর্শী এবং সর্ব্বধর্ম্মবাদী। মহারাজ যুধিষ্ঠির এই স্তরের শাসন নিজের রাজ্যে স্থাপনা করিয়াছিলেন। ইহার ফলে ভয়ঙ্কর ক্ষতি, অপমান, লাঞ্ছনা, দ্রৌপদী এবং পাণ্ডবগণের ভাগ্যে আসিয়াছিল। শেষকালে ইহাই ভারতের বুকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আনিয়া ভারতের সর্ব্বনাশ সাধন করে। মহারাজ পৃথ্বিরাজও এই মতবাদ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ইহার ফলে বিজাতীয় বর্ব্বরতা ভারতে আধিপত্য করিতে পথ পায় এবং তিনি নিজেও চরম লাঞ্ছনা ও অপমানের সম্মুখীন হন এবং ভারতের ভাগ্যে ঐ একই সর্বনাশ আনয়ন করেন। অথচ দুঃখ এই, ইতিহাসের এই জ্বলন্ত শিক্ষা

আমরা গ্রহণ করিতে শিখি নাই। সেই একই ভ্রান্ত নীতিতে পরিচালিত হইয়া ভারত এক আত্মঘাতী দুর্বলবাদের পথ অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে।

শক্তিবাদীয় পঞ্চায়েৎকেই শক্তিবাদ শ্রেষ্ঠ শাসন বিধান বলিয়া স্বীকার করে। ইহা বংশ পরম্পরাগত রাষ্ট্রপতিকে শ্রেষ্ঠ স্বীকার করে। কারণ কে রাষ্ট্রপতি হইবে উহা জানা যায় এবং বাল্যকাল হইতে তাহাকে ঋষির নিকট রাখিয়া শিক্ষিত এবং দীক্ষিত করা যায়। ঋষিরা রাষ্ট্রপতিকে ত্যাগ, সংযম, সহিষ্ণুতা, উদারতা এবং অসুর বিরোধী মনোবিজ্ঞানে গড়িয়া দিতেন এবং সেইভাবে শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করিতেন। ডেমোক্রেসীতে রাষ্ট্রপতি কে হইবেন উহা জানা যায় না এবং বাল্যকাল হইতে তাহার শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করা যায় না। রাষ্ট্রপতির অধীনে পঞ্চায়েৎ থাকিবেন। গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব ও শক্তি বিভাগ হইতে নির্ব্বাচিত পঞ্চায়েৎগণ রাজাকে কোন বিভাগের সর্বময় কর্ত্তা না করিয়া পরামর্শ দিবেন। রাজা দুর্ব্বলবাদী বা অসুরবাদী হইলে অথবা অন্য কোন কারণে অযোগ্য হইলে রাজার বংশজ বা আত্মীয়গণ হইতে রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচন করা যাইত। প্রাচীন ভারতে শক্তিবাদী রাজা ও ঋষিগণই রাষ্ট্রের মধ্যমণি বলিয়া বিবেচিত হইতেন। (বিস্তারিত শক্তিশালী সমাজ দ্রষ্টব্য)। "এইটা কাড়িয়া লও, ওরটা খাইয়া হজম কর," এই মধ্যযুগীয় "মাৎস্যন্যায়" যাহা বর্ত্তমানে অচল, বিদেশের মাটি হইতে আমদানী করিয়া কিছুদিন যাবৎ বিশেষ এক চিহ্নিত দল ভারতের বুকে ছড়াইতে তৎপর হইয়া উঠিয়াছে। অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, কার্য্য ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে সকলের জন্য সহজ করা রাষ্ট্রের প্রধান কর্ত্তব্য। এই সচ্ছলতাই ভারতীয় অর্থনীতি। ভারতীয় সমাজে বংশ পরম্পরাগত বৃত্তি এবং অর্থ বণ্টন নীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ইহা হইতে উন্নত স্তরের কর্ম্ম ও অর্থ বণ্টনের পরিকল্পনা হইতে পারে না। শিক্ষা, ধর্ম্ম প্রচার ও উপদেশ ব্রাহ্মণের কর্ম্ম। শাসন, যুদ্ধ ও দেশরক্ষা ক্ষত্রিয় কর্ম্ম। কৃষি, পশুপালন, শিল্প প্রতিষ্ঠা ও বাণিজ্য বৈশ্য কর্ম্ম। শরীর খাটাইয়া কার্য্য করা শূদ্র কর্ম্ম। সহস্র সহস্র প্রকার কর্ম্মধারা, সুন্দর শিক্ষা ও সৎ ব্যবস্থার নীতি বংশ পরম্পরায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। মনে হয় বর্ত্তমানে দেশের নেতৃত্ব প্রাচীন ভারতের কর্ম্ম ও অর্থনীতির গভীরতা আজও বুঝিতে সক্ষম হন নাই। তাঁহারা জাতিভেদ প্রথাকে ভারতের একতার বিরুদ্ধ মনে করেন। আমরা বলি, শিক্ষাক্ষেত্রে গায়ত্রী ব্রহ্মোপাসনা অবশ্য করণীয় কর্ম্ম। ইহার ফলে জাতিভেদের মন্দ ফল বিলুপ্ত হইবে।

বিভিন্ন প্রকার অসুরবাদ। চার প্রকার কর্ম্ম বিভাগকে কেন্দ্র করিয়া চার প্রকার অসুরবাদও দেখা দিয়াছে। "প্রত্যেক স্তরের মানবের পূজা উপাসনা এবং ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার আছে।" এই নীতিতে কার্য্য করা ব্রহ্মণ্যবাদ। কেবল ব্রাহ্মণ সন্তানগণেরই ধর্ম্মকর্ম্মে ও ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার আছে, অন্যান্যগণ ব্রাহ্মণগণের দাস মাত্র - এইরূপ নীতিতে কর্ম্মকরাকে আমরা পূজারীবাদ তথ অসুরবাদ নাম দিয়াছি। ক্ষত্রিয়গণ সমস্ত সমাজকে রক্ষা করিবেন এবং অসুরবাদকে নির্ম্মূল করিবেন - ইহাই পুরুষোত্তমবাদ। কিন্তু সবরকম শক্তি যখন নিজেদের ব্যক্তিগত সুখ ও সচ্ছলতায় নিযুক্ত হয় এবং অন্যের উপর উৎপীড়নের নীতি প্রবর্ত্তিত হয় তখন উহাই অসুরবাদ নাম ধারণ করে। বৈশ্যগণ কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য দ্বারা সমাজকে সমৃদ্ধশালী করিবেন এবং ধর্ম্মকার্য্যে প্রচুর দান করিবেন - ইহাই বৈশ্যত্ব। কিন্তু শোষণ, কালো কারবার এবং ভেজাল দিয়া

অত্যধিক লাভ করা শোষকরূপ অসুরবাদ জানিতে হইবে। শূদ্রগণ ন্যায্য অর্থের বিনিময়ে প্রচুর কর্ম্ম দিবেন এবং সমাজ রক্ষায় যত্নশীল হইবেন। ইহাই ঠিক ঠিক শূদ্রত্ব। কিন্তু কর্ম্মবিরতি, কর্ম্মবিমুখতা, অল্পকর্ম্ম ও অধিক মজুরীর নীতি অসুরবাদ। কোন স্তরের অসুরবাদই সমর্থনযোগ্য নহে।

সর্ব্ব-ধর্ম্ম সমন্বয়ের ধুয়া। ভারতের সংবিধান সেকুলার নীতিতে গঠিত। রাষ্ট্রেও তাই সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়বাদকে কেন্দ্র করিয়া চরম দুর্ব্বলতার প্রসার চলিয়াছে। আমরা স্পষ্ট ভাষায় জানাইতেছি যে বৈদিক সভ্যতা ও আরবীয় সভ্যতার কখনও সমন্বয় হইতে পারে না। যাহারা এইরূপে সর্ব্বধর্ম্মবাদের ডঙ্কা বাজাইয়া চলিয়াছে, তাহাদিগকে আমরা বেদবাদীয় নীতি বুঝিতে বলি। বেদ কাহাকেও ঘৃণা বা উপেক্ষা করে নাই কিন্তু মানুষের বিকাশের পথ রুদ্ধ করিয়া যখনি অসুরবাদ মাথা চাড়া দিয়া উঠিবার প্রয়াস পায় তখনি তাহাকে উচ্ছেদ করিয়া শক্তিবাদীয় নীতির প্রতিষ্ঠাই বেদের মহান শিক্ষা।

দৈবী সম্পদ। গীতার মতে দৈবী সম্পদ ২৯টি। শক্তিবাদ ইহা হইতে ৫টি বাছিয়া লইয়াছে। সত্য, প্রেম, শান্তি, অভয় ও তেজ। তেজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দৈবী ভাব, কারণ ইহা হইতেছে সর্ব্বতোভাবে অসুরবাদের উচ্ছেদ।

অসুরবাদ। গীতা, বেদ, চণ্ডী, রামায়ণ, মহাভারত ও উপনিষদে অসুরবাদ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আছে। দম্ভ, দর্প, অহঙ্কার, ক্রোধ ও নিষ্ঠুরতা প্রধান অসুরবাদ। ইহারা অজ্ঞানমূলক। অসুরবাদের প্রধান কথা - ইহারা সত্য, শৌচ এবং ব্রহ্মচর্য্যকে স্বীকার করে না। অসুর ধর্ম্মে ইহকালে ও পরকালে ঈশ্বর হইতেও বিবির কদর বেশী।

শীল। দুর্ব্বলবাদীরা "শীল" এর অনুসরণকেই ধর্ম্ম মনে করেন। শীলগুলি অনেকটা দৈবী সম্পদের মত। কিন্তু শীলবাদীরা যজ্ঞ, তেজকে (অসুর বিরোধিতাকে) ত্যাগ করিয়াছেন। অহিংসা, মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা ইহাই পঞ্চশীল। ইহারা অসুরগণকে এইসব শীল দ্বারা হৃদয় পরিবর্ত্তনের দিবাস্বপ্ন দেখিতে ভালবাসেন। অসুরবাদীরা শীলবাদের মোহগ্রস্ত ভ্রান্ত ও দুর্ব্বল সমাজকে চরম বর্ব্বরতা দ্বারা বিধ্বস্ত করে এবং সমাজের সর্ব্বনাশ করে। বিগত দুই হাজার বৎসর ধরিয়া ভারতে পঞ্চশীলের চাষ খুব ব্যাপকভাবেই ভারতীয় ধর্ম্মে স্থান পাইয়াছে, যে জন্য তেজস্বী সাধু এবং তেজস্বী নেতারা ভারতীয় সমাজে প্রচুর শ্রদ্ধা ও সমর্থন পান নাই। ইহার ফলে ভারতের অনেক সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

চীন ভারত সমস্যা: "চীন সম্প্রসারণবাদী পররাজ্যলিপ্সু, ও বর্ব্বর হিসাবে চিরদিনই একটা ঐতিহাসিক কুখ্যাতি লাভ করিয়াছে। সেইজন্যই সে পঞ্চশীলের মহান ঐতিহ্য পদদলিত করিয়া শান্তিপ্রিয় নিরপেক্ষ ভারতকে বর্ব্বরের মত আক্রমণ করিয়া চলিয়াছে। এই আক্রমণে আমাদের একটা সাময়ির ক্ষতি হইলেও ইহা আমাদের নিঃসন্দেহে চক্ষু উন্মীলনের কাজ করিয়াছে। এই তিক্ত অভিজ্ঞতায় আমরা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করিতে পারি যে বর্ব্বর অসুরবাদের নিকট শক্তিবাদীয় নীতি ভিন্ন দ্বিতীয় কোন গ্রহণযোগ্য পন্থা নাই। বর্ত্তমান সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে দেশবাসী মাত্রেরই সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য, দলীয় ভেদাভেদ ও সংকীর্ণ স্বার্থ ভুলিয়া ঐক্যবদ্ধভাবে দেশের প্রতিরক্ষাকে শক্তিশালী করা এবং জাতীয় সংহতি ও কষ্টার্জ্জিত স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখা।"

১৪ই জানুয়ারী ১৯৬৩ সালের মকর সংক্রান্তির দিনে জন সমাজে প্রকাশিত প্রচার পত্র

১৯০০ সনের ১৪ই জানুয়ারী স্বামিজীর জন্মদিন। মকর সংক্রান্তি, উত্তরায়ণ, মাঘমেলা, সাগর সঙ্গম দিবস, পৌষ পার্ব্বণ, খিচুড়ী উৎসব, প্রভৃতি অনেক নামে এই পুণ্যদিন প্রসিদ্ধ। স্বামিজীর বয়স নির্ণয় করা প্রাকৃতিক ভাবেই সহজ। ইংরেজী ১৯০১ সালে স্বামিজীর বয়স এক বৎসর, ২ সালে দুই বৎসর, ৬১ সালে ৬১ বৎসর, ৬২ সালে ৬২ বৎসর। এইভাবে ৬৩ সালে ৬৩ বৎসর জানিতে হইবে।

স্বামিজীর জন্মস্থান ঢাকায়। বাল্যকাল হইতেই তিনি সাধু ও ধার্ম্মিক প্রকৃতির ছিলেন। বাল্যের খেলার মধ্যেও তাঁহার বুদ্ধিমত্তা, কর্ম্মদক্ষতা ও নির্জ্জনপ্রিয়তার স্পষ্ট লক্ষণ দেখা যাইত। ১৩ বৎসর বয়সে তিনি স্বপ্নে এক মহাপুরুষের সংস্পর্শে আসেন। ১৪ বৎসর বয়সে তিনি স্বপ্নদৃষ্ট মহাপুরুষের অনুসন্ধানে গৃহত্যাগ করেন। ১৬ বৎসর বয়সে তিনি গুরুর দর্শন লাভ করেন। তাঁহারা গুরু স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী সেই সময় চুনারের গঙ্গাতটে (ব্রহ্মগঞ্জ নামক গ্রামে) একটি নির্জ্জন আশ্রমে অবস্থান করিতেছিলেন। স্বপ্নদৃষ্ট মহাত্মা এবং আশ্রম প্রত্যক্ষ করিয়া স্বামিজী অভিভূত হন।

কিছুদিন পরে গুরুমহারাজ তাঁহার প্রিয় শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া চুনারের পাহাড়ে নির্জ্জন বনভূমিতে অবস্থান করিতে আরম্ভ করেন। ইহা শ্বাপদ সঙ্কুল নির্জ্জন বন ও পাহাড় ভূমি। বৃদ্ধ স্বামিজী বালক সত্যানন্দকে একা ও নির্জ্জন বনভূমিতে রাখিয়া বৎসরের বেশীর ভাগ সময়ই নানাস্থানে ভ্রমণে চলিয়া যাইতেন।

বালক সত্যানন্দজী সমস্তদিন গোসেবা, মঠের গৃহাদি নির্ম্মাণ, কূয়া খনন, পুষ্প ও ফল বৃক্ষাদি লাগান, জনসেবা, রোগী সেবা, নিত্য পূজা, অতিথি সেবা, রন্ধনের কার্য্য এবং সাধারণ কৃষি এবং নানাবিধ জটিল কার্য্যের মধ্য দিয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এবং বৎসরের পর বৎসর অতিক্রম করিতে থাকেন। দিনের বেলায় কঠোর ভাবে কার্য্যে লাগিয়া থাকা এবং রাত্রি ১টার পর ঊষাকাল পর্য্যন্ত যোগ ও সাধনায় আত্মনিয়োগ করা রূপ দিন চর্য্যায় তিনি সেই বাল্য কাল হইতেই অভ্যস্ত হইয়া যান। এখনও তাঁহার সেইরূপ কঠোর দিন চর্য্যার নিয়মে বিশেষ ব্যতিক্রম হইতে দেখা যায় না।

স্বামী সত্যানন্দজী ৫৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত চুনার পাহাড়ে বনভূমির বহু নির্জ্জন স্থানে এবং অন্যান্য তীর্থ ও বনাঞ্চলে অবস্থান করিয়া তপস্যা করেন। তিনি পাকিস্তান এবং ব্রহ্মদেশেরও বহু স্থানে ভ্রমণ করেন। জন সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জীর মৃত্যুর পর ৫৫ বৎসর বয়সে স্বামিজী গড়িয়াতে মঠ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া জনতার সঙ্গে নিকট সংযোগ সাধনের চেষ্টা করেন। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্ববর্ত্তী ১৮ বৎসর কাল সত্যানন্দ স্বামিজীর সংস্পর্শে ছিলেন। তাঁহার প্রতিভা দিনের পর দিন উজ্জ্বল হইতে দেখিয়া রাজনৈতিক শত্রুগণ তাঁহার অকাল মৃত্যুর কারণ হন। এই ঘটনার পরই সত্যানন্দ স্বামিজী মঠ প্রতিষ্ঠা দ্বারা শক্তিবাদ ধর্ম্ম ও শক্তিবাদ মূলক অধ্যাত্ম বিদ্যার বীজ রক্ষার প্রয়োজন অনুভব করেন।

পূর্ব্বেই তিনি শক্তিবাদ মহামণ্ডল ট্রাষ্ট নামে সংস্থা নিয়মাবলী সহ রেজিষ্টারী করেন। এবং নিজ ব্যয়ে ইহার সর্ব্ববিধ কার্য্য পরিচালনা করেন। তিনি চাঁদা বা ভিক্ষার বৃত্তি সমর্থন করেন না। তিনি বলেন সামান্য অংশ মনুষ্য যদি নির্দ্দোষ কর্মশক্তি ও ধন শক্তির অল্প অংশও শক্তিবাদ ধর্ম্মের প্রসারতায় ব্যয় করেন তবে অতি সামান্য দিনের মধ্যে ভারত ও বিশ্বের চিন্তাধারা মার্জ্জিত হইবে এবং ভারত ও বিশ্বের সীমাহীন কল্যাণের পথ প্রস্তুত হইবে। স্বামিজীর এই রূপ জীবন আদর্শ ইতিমধ্যে অনেক শক্তিবাদীদের চরিত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে। অনেক শক্তিবাদীগণ শক্তিবাদ প্রচারে কর্ম অর্থশক্তি নিয়োগ করিয়াছেন। শক্তিবাদ মঠের সাধনা ও উৎসব কার্য্য যাহাতে সুচারু রূপে পরিচালিত হইতে পারে এজন্য অনেকে মঠবাসী হইবার নীতি গ্রহণ করিয়াছে। ইহার ফলে ভারতের বহুস্থানে এবং ব্রহ্ম ও পাকিস্থানে শক্তিবাদ প্রচার প্রসার লাভ করিয়াছে।

শক্তিবাদীদের কর্ম্মের প্রভাব সমাজে এখন বেশ ভাল ভাবেই প্রতিফলিত হইতেছে। ক্ষীণ কণ্ঠে হইলেও বিশ্ববাদী ভারতীয় বাকসর্ব্বস্ব নেতাদের সমালোচনা এখন নিত্যই শুনিতে পাওয়া যায়। যবনবাদের প্রশ্রয়দাতা এবং ভারত খণ্ডক ও অধ্যাত্মবাদের পরম শত্রু, বাক্যসর্ব্বস্ব নেতাগণ সমাজের সীমাহীন উচ্ছৃঙ্খলতা ও চরিত্রহীনতার লক্ষণ দেখিয়া এখন নিজেরা নিজেদের বাক্যের মোড় ঘুরাইয়া ধর্ম্ম ও সাধনার কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা আরও দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি ধর্ম্মের নামে বর্ব্বর তোষণ, যবন তোষণ, পাগলামী, ভাবপ্রবণতা এবং মিথ্যা কথার লীলাখেলার যুগও আর বেশীদিন চলিবে না। শক্তিবাদীরা ক্রমেই প্রচুর কর্ম শক্তি ও চরিত্র বল লইয়া জাগিয়া উঠিতেছেন।

স্বামিজীর জীবন কথার আরও সব অধ্যায় জানিবার জন্য যাঁহারা বেশী উৎসুক হইয়াছেন, তাঁহারা স্বামিজীর স্থূলজীবন কথার জন্য ব্যস্ত না হইয়া তাঁহার সাধনা ও অনুভূতির বিকাশ পথ জানিবার জন্য ক্রমবিকাশ গ্রন্থ পাঠ করুন। তাঁহারা বলিষ্ঠ চিন্তাধারা জানিবার জন্য শক্তিশালী সমাজ, ধর্ম্ম শিক্ষা ও গীতার শক্তিবাদ ভাষ্য পড়ুন। তিনি সমাজকে কত গভীর ভাল বাসেন এবং সমাজকে কতখানি শক্তিশালী ভিত্তিতে গড়িতে চাহেন সব বুঝিতে পারিবেন। যাঁহারা একাধারে লৌকিক জীবন, সাধনার জীবন, অনুভূতি বিকাশের জীবন সবই বুঝিতে চাহেন তাঁহারা আনন্দমঠের সিদ্ধ সাধক গ্রন্থ পাঠ করুন।

ভারত ও বিশ্ব সমস্যায় স্বামীজীর বাণী

স্বামিজী বলেন, হাইড্রোজেন বোমার ভয়ে আর্ত্তনাদ করা সীমাহীন দুর্ব্বলবাদিতার লক্ষণ। গোয়া ১৪ বৎসর পূর্ব্বেই ভারতের অঙ্গে আসিয়া যাইত কিন্তু দুর্ব্বলবাদী নেতারা অতটা চিন্তা করিতে সাহস পান নাই। ভারতের মনোবল একটু বৃদ্ধি হইলে পাকিস্তানের অস্তিত্বও ঐ ভাবে বিলীন হইবে। আরও মনোবল বৃদ্ধি হইলে ভারত হইতে আরবীয় সভ্যতাও বিলীন হইবে। ভারতের কর্ত্তব্য, হাইড্রোজেন বোমা অপেক্ষাও শক্তিশালী অস্ত্র আবিষ্কার করিয়া বস্তু শক্তির অধিকারী হওয়া এবং ব্রহ্ম নাড়ী ধ্যান এবং ওঁ কার জপের

দিকে বিশ্বজনতার মন আকর্ষণ করিয়া মানুষের অধ্যাত্ম শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করা। ভারত যদি শক্তিবাদের আলোচনা করে এবং ইংরেজী এবং সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা করে তবে ভারতের বহু সমস্যাই সমাধান হইয়া যাইবে। ভারতের অধিকাংশ সমস্যাই নেতাগণের সৃষ্ট সমস্যা।

১৯৬৩ সালের দুর্গাপূজায় প্রচারিত স্বামীজীর বাণী

ভারতে এবং বিশ্বে শক্তিবাদকে রাষ্ট্র, সমাজ এবং ধর্ম্মজীবনে স্থান করিয়া দিলে মানুষের মধ্যে সৎসাহস বৃদ্ধি হইবে এবং ভণ্ডামী কমিয়া যাইবে। দুর্ব্বল ও অসুরবাদের তীব্র সমালোচনা করা প্রয়োজন। দুর্ব্বলবাদ অনুসরণের ফলে ভারত ভাগ, এক তরফা রিফিউজী এবং ভারতের পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্ত দক্ষিণস্থিত রাষ্ট্রগুলির আক্রমণে, ভারত তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের সম্মুখীন হইয়াছে। আমরা ভারতকে শক্তিবাদ বুঝিতে বলি এবং শক্তি সংগ্রহ করিয়া একটি শক্তিমান রাষ্ট্রে পরিণত হইতে বলি। দুর্ব্বলবাদী মূর্খ নেতাগণের প্রত্যেকটি কথার তীব্র সমালোচনা করা প্রয়োজন।

৫০ বৎসর ধরিয়া হিন্দু নেতা, পত্রিকা ও যুবকগণের শক্তিবাদ বিদ্বেষ ও ধর্ম্মবিদ্বেষ অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে। একযুগে কয়েকটি দুষ্ট নেতার স্পষ্ট লক্ষ্য ছিল ভারত বিদ্বেষী একদল মক্কাবাদীগণকে ধর্ম্মের নামে প্রতিষ্ঠা দেওয়া। এখনও ধর্ম্মবিদ্বেষের মূলে ঐ একই লক্ষ্য নিহিত রহিয়াছে। আমরা যথাসময়ে অনেক গ্রন্থ ও পুস্তিকায় উহা প্রকাশ করিয়াছি। কিন্তু ইহার চরম ফল যে ভারত ভাগ উহা রুদ্ধ হয় নাই। আজ ভারত অন্তঃ এবং বহিঃ শত্রু এবং ধর্ম্মবিদ্বেষীদের চরম ষড়যন্ত্রে চরম দুঃখ দুর্দ্দশার সম্মুখীন হইয়াছে। অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন ভারতব্যাপী এই যে দুর্দ্দশা ইহার শেষ কোথায়। আমরা বলি শাস্ত্র পড় সব বুঝিতে পারিবে। ...ধর্ম্মদ্বিষাং দেবি মহাসুরাণাম্ রূপৈরকৈর্বহুধাত্মমূর্তিং কৃত্মাম্বিকে তৎ প্রকরোতি কন্যা॥ চণ্ডী ১১।৩০॥ ধর্ম্মবিদ্বেষী অসুরগণকে অনেক মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আপনি ভিন্ন কে সংহার করিতে পারেন? দুর্ব্বলবাদী নেতাগণ অসুরবাদী বর্ব্বরগণকে প্রশ্রয় দিবার জন্য ভারতের কোণে কোণে ধর্ম্মবিদ্বেষ প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছেন। আমরা বলি ধর্ম্মবিদ্বেষ ও শক্তিবাদ বিদ্বেষের ফল আরও ঠগবাজ, উচ্ছৃঙ্খল ও নীতিহীনতা সৃষ্টি করিবে এবং ভারত ভয়ানক দারিদ্র ও দুর্দ্দশার সম্মুখীন হইবে। তোমরা যে ডেমোক্রেসী, কম্যুনিজম এবং ভারতের শত্রু মক্কাবাদীগণকে জড়িত করিয়া যে শাসন যন্ত্র স্থাপনা করিয়াছ উহা হইতে সত্যদ্রষ্টা ঋষি এবং রাজার মিলিত শাসন বেশী সুখের ছিল না কি? জানিয়া রাখিও মানুষের মনে প্রথম শক্তিবাদ আসিবে, তারপর সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষগণের প্রভাবে নূতন ভারত ও নূতন বিশ্ব সৃষ্টি করিবে।

এবার পঞ্জিকায় দুর্গাপূজার দুইরকম দিন ধার্য্য হইয়াছে। হাজার বৎসর পূর্ব্বে জগৎ যে গতিতে গমন করিত পাঁচহাজার বৎসর পূর্ব্বে উহার গতিচক্র সেরূপ ছিল না। আজও জগতের গতিতে হাজার বৎসরের পূর্ব্বেকার গতিচক্র বিদ্যমান নাই। শুনিতেছি

যে এবার কর্ত্তারা ভোটের জোরে শক্তিবাদীয় দুর্গাপূজায় যোগদানকারীগণকে পূজার ছুটি ভোগ করিতে দিবেন না। তাঁহারা সকলকে মূর্খ করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলেও সকলেই উহা মানিবে না।

দুর্গাপূজায় শক্তিবাদ ধর্ম্মের সমস্ত কথাই স্থান পাইয়াছে। যাহাতে শক্তিবাদ ধর্ম্মের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকলের বোধগম্য হয়, এইজন্য শক্তিবাদীয় দুর্গাপূজা সমবেতভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইন্দ্রাদি দেবতাগণ সমবেতভাবে এবং রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন প্রভৃতি মহা মানবগণ নিজেরাই মায়ের পূজা করিয়াছিলেন।

শক্তিবাদ একটি দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সম্পন্ন মতবাদ। শক্তিবাদকে সমাজে স্থান দিবার জন্য আমরা ক্রমবিকাশ, শক্তিশালী সমাজ, ধর্ম্মশিক্ষা এবং শক্তিবাদ-ভাষ্য-গীতা প্রভৃতি গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিয়াছি এবং বিদ্যার্থী ভবন স্থাপন করিয়াছি।

শক্তিবাদীরা জানিয়া রাখিবেন, স্নেহময়ী মহাশক্তির আরাধনা বৈদিক যুগ হইতে আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে। বর্ত্তমান যুগের অনেক পণ্ডিত নামধারী কাণ্ডজ্ঞানহীন মূর্খ দুর্গাপূজাকে আধুনিক বলিয়া অনেকের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিতেছেন। আমরা তাঁহাদিগকে বৈদিক মন্ত্রে দুর্গাপূজার কথা এবং কেন উপনিষদে ব্রহ্মের প্রকাশের মধ্যে হৈমাবতীর আবির্ভাব এবং ইন্দ্রাদি দেবতাদের সঙ্গে সেই মহাশক্তি মহাদেবীর আলোচনার অংশ পাঠ করিতে বলি।

কিছুদিন পূর্ব্বে ভারতের মধ্যে দলাদলি ও মতভেদের যতটা প্রাবল্য ছিল, এখন ১৯৬৩ সালে ইহা কমিয়া গিয়াছে। ইহার কারণ চীনের আক্রমণে ভারতের নেতারা দুর্ব্বলবাদের সীমা ছাড়াইয়া শক্তিবাদের পথে পা' ফেলিতে বাধ্য হইয়াছেন। দুর্ব্বল নিজেকেই রক্ষা করিতে পারে না। অন্যকে কি করিয়া রক্ষা করিবে? কেহই দুর্ব্বলের অধীনে থাকিতে চায় না। দুর্ব্বলবাদীয় ভারত এবং শক্তিবাদের পথযাত্রী ভারতের মনোবিজ্ঞান যদি প্রভুরা বুঝিয়া চলেন তবেই মঙ্গল।

আজ পনের বৎসর ধরিয়া পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করিতেছে এবং চীন যেভাবে ভারতকে নাজেহাল করিয়াছে, তাহাতে ইহা মনে করাই কঠিন যে বিশাল ভারত কোন শক্তিমান রাষ্ট্র। ইহা যেন দুইটা রাজ্যের মধ্যে একটা বাফার ষ্টেট। পাকিস্তান এবং চীন যেন এই বাফার ষ্টেটের যে কোন অংশ যে কোন সময় গ্রাস করিতে আইনতঃ অধিকারী এবং নেতারা যেন তাহাদেরই হাতের পুতুল। ১৯৬২ সালে ভারতের বুকে তিনটি শক্তিবাদীয় লক্ষণ দেখা দিয়াছিল। (ক) হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষার মর্য্যাদা কমাইয়া দেওয়া। যে কোন দেশে কোন প্রাদেশিক ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিলে সমস্ত দেশে সেই ভাষাভাষীদের রাজত্ব হয় এবং দেশের অন্যান্য অংশ তাহাদের অধীন হইতে বাধ্য হয়। ইহার প্রতিক্রিয়াতে সকলের মধ্যেই স্বতন্ত্র হইবার ইচ্ছা দেখা দেয়। (খ) রাষ্ট্রভাষা দুর্ব্বল হইলে সমস্ত দেশই দুর্ব্বল হইতে বাধ্য হয়। হিন্দী ভাষাকে কেন্দ্র করিয়া যে সব অপ্রিয় ভাষা আন্দোলন দেখা দিয়াছিল এখন উহা শেষ হইয়াছে। ইংরাজীকে রাষ্ট্রভাষা রাখিয়া সংস্কৃতকে সহজ করিয়া একটি শক্তিশালী সরল ভাষা সমস্ত ভারতে প্রবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। এই সম্বন্ধেও আমরা একটি প্রচার পত্র প্রকাশ করিব। (গ) দুর্ব্বলবাদে যে রাজনীতি চলেনা চীনের আক্রমণে এবং জনতার চাপে শেষকালে নেতারা তাহা কিছুটা বুঝিতে পারিলেন।

চীন এবং চীনের ভারতীয় শিষ্যদের দেওয়া শিক্ষা ভারতের নেতাগণের জন্য প্রচুর শিক্ষার কারণ হইয়াছে। এরপর পাকিস্তান এবং পাকিস্তানের ভারতীয় শিষ্যগণও ভারতকে বেশ ভাল শিক্ষা দিয়া ছাড়িবে, সেদিনও আসিতেছে। বাপুহে, দুর্ব্বলবাদের ছাই দিয়া আর কতকাল মুখের কালি ঢাকা চলিবে?

আমরা বিগত ৩০ বৎসর যাবৎ শক্তিবাদের কথা বলিতেছি। উহার প্রভাব ভারতকে কতটা চিন্তাশীল করিয়াছে, সেই সম্বন্ধে হিসাব করিবার আমাদের প্রয়োজন নাই। 'দুর্গাপূজার' সময় দেখিলাম, চীনকে কেন্দ্র করিয়া চারিদিকে যুদ্ধ চলিয়াছে। সেই সময়ই আমরা বলিয়াছিলাম, ভারতের নেতারা এই সুযোগও হারাইবে। আমরা জানিতাম, রুশ চীনের পক্ষ লইবেনা। কালীপূজার সময় চীন আক্রমণের কয়েকদিন মাত্র। তখনও, সেই বিপর্যয়ের কালেও, 'মা' দেখাইলেন, নেফা ও লেদাক - দুইটি ফ্রন্টেই 'মা' জোর দিতেছেন। যদি ভারতে শক্তিবাদীয় নেতা থাকিত তবে তিব্বতকে মুক্ত করিবার এই সুযোগ কাজ দিত। আমরা ভারতীয় নেতাদের চিন্তাতে শক্তিবাদ দেখিবার ইচ্ছাই করিয়াছিলাম। ইতিপূর্ব্বে আমরা দুইবার দুর্গাপূজার সময় পূর্ব্ববঙ্গকে কেন্দ্র করিয়া 'মায়ের' আশীর্বাদ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। তখন আমরা ইহাও বলিয়া ছিলাম যে ভারতীয় নেতারা সেই সুযোগ হারাইবেন। শেষবার ফজলুল হক সাহেব ভারতের দ্বারে অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া গিয়াছেন। আমরা বিগত আট বৎসর ধরিয়া শক্তিবাদ ধর্ম্মের এই পীঠস্থান স্থাপনা করিয়াছি। ইহা সম্পূর্ণরূপে ধার্ম্মিক প্রতিষ্ঠান। আমরা শক্তিবাদ প্রচার করিতেছি। ধর্ম্ম, রাষ্ট্র, এবং সমাজ জীবনে ইহাকে স্থান দিবার বীজ বপন করিয়াছি। শিক্ষা বিভাগের বহু পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে বহু স্থানে সংক্ষেপে শক্তিবাদের কথা স্থান পাইয়াছে। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ ইহার একনিষ্ঠ অনুরাগী ছিলেন। পঞ্জিকার মধ্যেও শক্তিবাদের আলোচনা স্থান গ্রহণ করিয়াছে। অনেক ধর্ম্ম সম্প্রদায় এবং শক্তিশালী সাধুর পুস্তকে শক্তিবাদ ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা প্রসার লাভ করিয়াছে। এখনও বাংলা, সংস্কৃত বা হিন্দী অভিধানে 'শক্তিবাদ' কথাটি স্থান পায় নাই। আশা করি নূতন সংস্করণে ইহার স্থান হইবে।

শক্তিবাদ ধর্ম্মের গুরুবাদ - "মাতা চ পার্ব্বতী দেবী পিতা দেব মহেশ্বর
বান্ধবাঃ শিব ভক্তাঃ চ স্বদেশ ভুবন ত্রয়ম্॥

মহেশ্বর শিব আমাদের পিতা, পার্ব্বতী আমাদের মাতা, স্বদেশই আমাদের পূজনীয় ত্রিভুবন"। এই ধর্ম্ম একদিন পৃথিবীর বহু দেশকে প্লাবিত করিয়াছিল। এই ধর্ম্ম পৃথিবীর যে কোন দেশ এবং যে কোন জাতিই গ্রহণ করিতে পারে। অনন্ত জ্ঞানের প্রতীক শিব, অনন্ত শক্তির প্রতীক পার্ব্বতী এবং মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখের স্থান স্বদেশ। আমরা নিজের দেশকে জ্ঞানে এবং শক্তিতে পরিপূর্ণ দেখিতে চাই এবং এই নীতিতে সমস্ত বিশ্বকে প্লাবিত করিতে চাই।

শক্তিবাদ মহামণ্ডল ট্রাষ্টের কথা - এই প্রতিষ্ঠানে বহু বৎসর পূর্ব্বে রেজিষ্টারী করা হইয়াছে। ধর্ম্মানুষ্ঠান, যজ্ঞ ও পূজাদির মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠান 'শক্তিবাদ' প্রচার করিতেছেন। শক্তিবাদীয় ধার্ম্মিকগণ ভারতের বহুস্থানে ব্রহ্মদেশে এবং পাকিস্তানে ধর্ম্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে ইহার প্রচারের ব্যবস্থা করিয়া চলিয়াছেন। ইহাতে কখনও চাঁদা

উঠাইবার ব্যবস্থা হয় নাই। কাজেই ইহার আয় ব্যয়ের কোন হিসাবের কথা উঠে না। মঠে যেসব ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং উৎসবাদি হয় উহাদের মধ্যে দুর্গাপূজা, মকর সংক্রান্তি উৎসব, কালীপূজা, শিবরাত্রি, জন্মাষ্টমী, গুরুপূর্ণিমা, লক্ষ্মী পূর্ণিমা, বসন্ত পঞ্চমী প্রধান। ইহা ভিন্নও অন্যান্য যজ্ঞ পূজাদি উৎসব সর্ব্বদা অনুষ্ঠিত হইতেছে। শক্তিবাদের সমস্ত পূজা উৎসব সমবেতভাবে অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে পূজা পরিচালনা করিবার মত যোগ্য সাধকগণ এবার অগ্রসর হইবেন। ইহা আমরা সহজেই বিশ্বাস করিতে পারি।

এই শক্তিধর্ম্মে বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রম ধর্ম্ম কিরূপ সুন্দর ও মহান আদর্শে স্থাপিত ছিল সেই সম্বন্ধেও বলা প্রয়োজন। "প্রবৃত্তিঃ ভৈরবীচক্রে সর্ব্ববর্ণাঃ পৃথক পৃথক, নিবৃত্তি ভৈরবী চক্রে সর্ব্ববর্ণাঃ দ্বিজোত্তমা।" "প্রবৃত্তি ভৈরবী চক্রে" অর্থাৎ সমাজ জীবনে চারবর্ণ পৃথক পৃথক, কিন্তু নিবৃত্তি অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের পথে সমস্ত বর্ণই উত্তম ব্রাহ্মণের সমকক্ষ। শক্তিবাদ ধর্ম্মে স্বদেশ প্রেম, জ্ঞানবাদ ও শক্তিবাদ এবং বর্ণধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠা কত উচ্চে ও যুক্তিবাদে প্রতিষ্ঠিত ছিল, ইহা বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। আমরা শক্তিধর্ম্মে বিশ্ব প্লাবিত করিব। শক্তিবাদ মঠ এইজন্যই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বিদ্যার্থীভবনের ছাত্রগণ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব, প্রজাতন্ত্র দিবস, ও নেতাজী দিবস অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়াছে। দেশের দুর্দ্দিনে ছাত্রগণের মধ্যে শক্তিবাদ প্রতিভা যত বৃদ্ধি হয় ভারতের ততই মঙ্গল। বিদ্যার্থীভবনের ছাত্রগণের মধ্যে যে শক্তিবাদের অরুণরেখা দেখা দিয়াছে ইহা ভারতের পক্ষে খুবই শুভ লক্ষণ।

১৯৬৩ সালের অনুষ্ঠিত শক্তিবাদীয় কালী পূজায় স্বামীজীর প্রবচন

শক্তিবাদ একটি দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিসম্পন্ন মতবাদ। এই মতবাদ বিশ্বের যে কোন স্থানেই প্রবর্ত্তিত হইতে পারে। জড় ও চেতনা, দুই মহাশক্তিদ্বারা পরিপূর্ণ রহিয়াছে। এই উভয় প্রকার শক্তির পূর্ণ অনুশীলন দ্বারা বিশ্বের কল্যাণ সম্ভব। "ওঁ যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্‌বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে তস্য সর্বস্য যা শক্তি" অর্থাৎ হে অখিলাত্মিকে মহাশক্তি। সব বস্তু, তা চেতনারূপেই থাকুক বা জড়রূপেই থাকুক, সবই শক্তির দ্বারা পরিপূর্ণ (চণ্ডী ১ম অঃ)। রাষ্ট্র, সমাজ ও ব্যক্তির উন্নত বিকাশের মূলে আত্মশক্তি ও জড়শক্তির পূর্ণ অনুশীলন হওয়া প্রয়োজন। রামায়ণ, মহাভারত ও চণ্ডীতে দিব্যাস্ত্র প্রয়োগের কথা আছে। দিব্যাস্ত্রগুলির মধ্যে পাশুপৎ, জৃম্ভন ও বজ্রবাণ প্রধান। ইহারা যে এটমিক শক্তি হইতে প্রস্তুত সন্দেহ নাই। আত্মশক্তির অনুশীলন বুঝিতে হইলে দুর্ব্বলবাদ, অসুরবাদ ও শক্তিবাদের নীতি বুঝা প্রয়োজন। দুর্ব্বলবাদীরা জড়শক্তি বা আত্মশক্তি কোনটারই অনুশীলন চান না। ইঁহারা মধ্যপথ ধরিয়া থাকিয়া অসুরতোষণ চান। ভারতে এই তিনপ্রকার নীতিরই প্রচুর অনুশীলন হইয়াছিল। রাবণ ও দুর্যোধন অসুরবাদকে আশ্রয় করিয়া ছিলেন। যুধিষ্ঠির ও গান্ধিবাবার দল দুর্ব্বলবাদ অনুশীলনকে আত্মশক্তির অনুশীলন মনে করিতেন। পঞ্চপাণ্ডব দুর্ব্বলবাদের প্রতিফলে, রাজ্যনাশ,

স্ত্রীর লাঞ্ছনা, অজ্ঞাতবাস ও মিথ্যাকথা বলিয়া বিরাট রাজার আশ্রয় গ্রহণ, সবই করিয়াছিলেন। এই যুগে দুর্ব্বলবাদীদের মূর্খতায় ও অদূরদর্শিতায় বর্ব্বরতার সহস্র সহস্র ঘটনা কলিকাতা ও নোয়াখালীর মত দুষ্কার্য্যকারীদের কার্য্যকলাপ অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাহার পর ভারত ভাগ, একতরফা রিফিউজী, নারীর অপমান, লাঞ্ছনা ও হিন্দুদের সর্ব্বনাশ দেখা দেয়। বেদনাদায়ক ঘটনার স্রোত আজও শেষ হয় নাই। আমরা ভারতকে দুর্ব্বলবাদ ত্যাগ করিয়া অখণ্ড ভারতের ভিত্তি গ্রহণ করিতে বলি। রুষ বা আমেরিকার পক্ষ গ্রহণ করিয়া, তাহাদের মত জড়শক্তির অনুশীলন করিতে বলি এবং সেই সঙ্গে অধ্যাত্মবাদের ভিত্তিতে ভারতের চিন্তাকে শক্তিশালী করিবার জন্য শিক্ষাবিভাগে শক্তিবাদ পাঠ্য করিতে এবং গায়ত্রী ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্ত্তন করিতে বলি।

কালীপূজা ও শক্তিবাদ

"কালিকা বঙ্গদেশে চ" অর্থাৎ বঙ্গদেশে কালীই উপাস্য। মন্ত্রেও ঐ কথার স্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান। দুর্গা পূজার মন্ত্র:- ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ মহাঘোরায়ৈ যোগিনী কোটি পরিবৃতায়ৈ ভদ্রকাল্যৈ ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ। অর্থাৎ যিনি দক্ষযজ্ঞ বিনাশের কারণ, যিনি মহাঘোরা বা অন্ধকাররূপা, যিনি কোটি যোগিনী দ্বারা পরিবেষ্টিতা, যিনি ভদ্রকালীরূপা এবং ওঁ হ্রীং রূপা, এমন দুর্গাকে প্রণাম। আবার সরস্বতী পূজা মন্ত্রে দেখুন, "ওঁ সরস্বত্যৈ নমো নিত্যং ভদ্রকাল্যৈ নমো নমঃ"। সরস্বতীকে প্রণাম, ভদ্রকালীরূপাকে বার বার প্রণাম। আবার দুর্গাপূজার পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্রে দেখুন "ওঁ মহিষাঘ্নি মহামায়ে চামুণ্ডে মুণ্ডমালিনি আয়ু আরোগ্য বিজয়ং দেহি দেবি নমোঽস্তুতে। হে মহিষাঘ্নি হে মুণ্ডমালিনি হে চামুণ্ডে, তুমি আয়ু আরোগ্য ও বিজয় দান কর"। কাজেই দেখা যায়, কালীপূজাই বাঙ্গালীর শক্তি পূজা। এখন দেখিতে হইবে, এই কালী কে এবং এই কালী কি?

কালী সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। কালীমূর্তি, কালী মন্ত্র ও কালীধ্যানের মর্ম্মভেদ করিলে স্পষ্ট হইয়া যাইবে যে ব্রহ্মরূপ বুঝাইবার জন্য কালীমূর্ত্তি পরিকল্পিত হইয়াছে। ব্রহ্মদর্শন বা বেদান্ত সূত্রের প্রত্যেক সূত্রের সঙ্গে কালীমূর্ত্তির মিল আছে। ব্রহ্মদর্শনের সূত্র অপেক্ষাও কালীমূর্ত্তির মধ্যে যে সব প্রতীক স্পষ্ট করা হইয়াছে, উহার মর্ম্ম আরও গম্ভীর। ব্রহ্মসূত্রের প্রথম সূত্র: "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"। অর্থাৎ এখন ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা হইতেছে। এই ব্রহ্মসূত্রের সব সূত্রে বলা হইয়াছে, "জন্মাদ্যস্য যতঃ"। অর্থাৎ জন্মাদি (সৃষ্টি স্থিতি লয়) যাহা হইতে হয়, সেই তত্ত্বই ব্রহ্মতত্ত্ব। যে তত্ত্ব হইতে সৃষ্টি হয় উহা ব্রহ্মতত্ত্ব, যে তত্ত্বে সমস্ত সৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত আছে উহাও ব্রহ্মতত্ত্ব, যে তত্ত্বে সমস্ত সৃষ্টি ও স্থিত সম্পদ বিলীন হয়, উহাও ব্রহ্মতত্ত্ব।

ব্রহ্মতত্ত্বের একদিকে সৃষ্টি, কালী মূর্ত্তির পা হইতে আরম্ভ করিয়া নাভিচক্রের নিম্নস্থিত প্রদেশে এই সৃষ্টির নিয়ম দেখানো হইয়াছে। (দ্রঃ কালীধ্যানে 'মহাকালেন চ সমং বিপরীত রতাতুরাং')। কালী মূর্ত্তির কটিস্থান হইতে কণ্ঠের নিম্ন পর্য্যন্ত অঙ্গে স্থিতি বা পালন তত্ত্ব স্পষ্ট করা হইয়াছে। (দ্রঃ কালীধ্যানে কর সঙ্ঘাতৈঃ কৃত কাঞ্চিং) অর্থাৎ

সৃষ্টির মূল হইতেছে, মরণ কাল পর্য্যন্ত হাসি মনে কর্ম্ম করিতে হইবে। এই কর্ম্মসমূহই কালীর কোমরে অনেকগুলি হাতের দ্বারা গঠিত ঘোরারূপে বিদ্যমান। পীনোন্নত পয়োধরাং অর্থাৎ সন্তান পালনের জন্য স্তনদুগ্ধ স্থিতি বা মধ্য অঙ্গেই বিদ্যমান। এই মধ্য অঙ্গেরই একদিকের হস্তদ্বয়ে অসুরের ছিন্নমুণ্ড এবং রক্তমাখা খড়্গ এবং অন্যদিকে বর ও অভয় রহিয়াছে। অর্থাৎ অসুরবাদ মাথা তুলিলেই তৎক্ষণাৎ উহার মাথা ছিন্ন করিবে এবং যাঁহাদের দ্বারা অসুরবাদ নাশ হইবে তাঁহাদের প্রতি বর (মানে স্নেহ) এবং অভয় দান, ঈশ্বরীয় নিয়ম। কালীমূর্ত্তির মধ্য অঙ্গে ৫১টি মুণ্ডে গঠিত একটি মুণ্ডমালা রহিয়াছে। মুণ্ডমালা অর্থে জ্ঞানের গুচ্ছ। অ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষ পর্য্যন্ত ৫১টি বর্ণমালায় সমস্ত বেদ, বেদান্ত ও জ্ঞানশাস্ত্র রচিত। এই মুণ্ডমালা কণ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া মায়ের উরুদ্বয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত। অর্থাৎ সৃষ্টির নিয়ম এবং স্থিতির নিয়মে জ্ঞানধারা ব্যাপকভাবে বিদ্যমান আছে। স্থিতি অংশে জ্ঞানধারা প্রবাহিত থাকিলে সেই কর্ম্ম শক্তিবাদীয় কর্ম্ম হয়। অর্থাৎ শক্তিবাদীয় কর্ম্মই ব্রহ্মতত্ত্বের নিয়ম। কালীমূর্ত্তির ঊর্দ্ধাঙ্গে বিশ্বলয়ের সব নিয়ম স্পষ্ট করা হইয়াছে। বিশ্বকে ব্রহ্মই গ্রাস করেন এবং তাঁহার এই অঙ্গ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। গীতার এই বিশ্বগ্রাসী করালরূপ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দেখাইয়া ছিলেন এবং অর্জুন ভীত হইয়াছিলেন। কিন্তু কালীর উপাসক বাঙ্গালী মায়ের ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়া ভয় পায় না। ধ্যানে সব কথারই উল্লেখ আছে। আমরা স্থানাভাবে সব দেখাইতে পারিলাম না।

ব্রহ্মসূত্রের ২য় সূত্রের 'জন্মাদি' বলিতে কেবল সৃষ্টি স্থিতি, লয়ই বুঝায় না, সৃষ্টি স্থিতি লয় ও তুরীয় তত্ত্বও বুঝায়। আচার্য্য শঙ্কর জন্মাদি বলিতে 'সৃষ্টি স্থিতি ও লয়' মানে করিয়াছেন। আমাদের মতে জন্মাদি বলিতে সৃষ্টি স্থিতি লয় ও তুরীয় তত্ত্ব সবই বুঝায়। কালীমূর্ত্তিতে সেই তুরীয় তত্ত্বের তত্ত্বও স্পষ্ট করা হইয়াছে। সেই তুরীয় তত্ত্ব ঘোর অন্ধকার বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। সাধকে এই বোধ ফুটিলে তাঁহার দর্শনে আর সৃষ্টি ব্রহ্ম, স্থিতি ব্রহ্ম এবং লয় ব্রহ্ম থাকে না। সবই ঘোর অন্ধকারে ডুবিয়া যায়। এই তুরীয় ব্রহ্মকে দর্শন শাস্ত্রে সাম্যাবস্থাময়ী প্রকৃতি বলিয়াছেন। অর্থাৎ সৃষ্টি স্থিতি ও লয় এখানে সমভাবে অবস্থিত। এই সাম্যাবস্থার মধ্যে সৃষ্টি প্রবল হইলে বিশ্ব ও জীব সৃষ্টি আরম্ভ হয়। স্থিতি প্রবল হইলে সেই সৃষ্ট বিশ্ব ও জীব রক্ষিত হয় এবং লয় প্রবল হইলে সব বিলীন হয়। যে তত্ত্বের উপর মায়ের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় এবং উহাদের সাম্যাবস্থাময়ী তুরীয় তত্ত্ব বিদ্যমান, সেই তত্ত্বের নাম পরম তত্ত্ব। এই পরম শিব শবরূপ অর্থাৎ তিনি নির্গুণ নিস্পন্দ ব্রহ্মতত্ত্বের প্রতীক। নির্গুণ ব্রহ্ম, তুরীয় সাম্যাবস্থা ব্রহ্ম, লয়ব্রহ্ম, স্থিতি ব্রহ্ম এবং সৃষ্টি ব্রহ্ম সবই কালীমূর্ত্তিতে বিদ্যমান। ব্রহ্মতত্ত্বের নিখুঁত প্রতীককে বাঙ্গালী মা বলিয়া সাধনা করে। কালীমূর্ত্তিতে যে সব তত্ত্বের বিকাশ দেখানো হইয়াছে, অনেকেই সেই সব তত্ত্বের সন্ধান রাখে না। অনেক সাধকের পক্ষেই সেই সব তত্ত্বের মর্ম্মভেদ সম্ভব নয়। কালীধ্যান ও কালীমন্ত্রে আরও সব বহু তত্ত্বের মীমাংসা আছে। আমরা সে সব লইয়া আলোচনা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে করিতে পারি না। কালী আমার মা, কালী শক্তি উপাসক বাঙ্গালীর মা, কালী ইন্দ্রাদি বৈদিক যুগের দেবতাগণের মা। মা কালী কৃষ্ণ, রাম, বুদ্ধের জননী, কালী ভারতের আরাধ্যা মহাশক্তি, কালী বিশ্বজননী মহামায়া, কালী চির জাগ্রতা মহাশক্তি সাধিকা, তাঁহাকে মা বল বা সৃষ্টি স্থিতি লয় তুরীয়া ও নির্গুণ ব্রহ্মই বল, তিনি সবটাতেই তোমাকে কৃপা করিতে শক্তি রাখেন।

অনেকে শক্তিবাদের অর্থে শক্তির বাদ বা 'শক্তির অভাব' বলিতে চান। আমরা বলি, যদি 'শক্তির অভাবই' শক্তিবাদের অর্থ হয়, তবে উহার অর্থ নির্গুণ ব্রহ্মবাদ হয়। শক্তিবাদের ঐরূপ অর্থ করিলেও শক্তিবাদ ধর্ম্মের রূপ একরূপই থাকে, কালীমূর্ত্তির রহস্য ভেদ করিলে ইহা যে কোন লোক বুঝিতে পারিবেন।

কাশ্মীরের বিষয়ে ১৯৬৫ সালে স্বামী সত্যানন্দের প্রচারিত বক্তব্য

অখণ্ড ভারত এবং বেদবাদ ভারতের মঙ্গলের কারণ। ইহা ভিন্ন ভারতের মঙ্গল এবং শান্তি অসম্ভব। অখণ্ড ভারত এবং বেদবাদের মূলে অদূরদর্শী নেতারা ভালভাবে কুঠারাঘাত করিয়াছে। সমস্ত ভারতকেই এই মহাপাপের কুফল ভোগ করিতে হইবে।

যতদিন দুর্ব্বলবাদী নেতারা ভারতে কর্ত্তৃত্ব করিবে, ততদিন ভারতের দুর্দ্দশা দিন দিন বৃদ্ধি হইবে। ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ভিন্ন 'অখণ্ড ভারত' অসম্ভব। কিন্তু এই পথ যতই জটিল হউক না কেন, অখণ্ড ভারত বা ভারতের সর্ব্বনাশ, ভারতকে দুইয়ের এক বরণ করিতেই হইবে। যত শীঘ্র শক্তি প্রয়োগে ভারত এক হইবে ততই মঙ্গল।

কাশ্মীরের রণনীতিতে প্রথমটায় সমস্ত ভারতের চিন্তা ও কর্ম্মধারা স্পষ্ট দুইটা ভাগে বিভক্ত হইয়া যাইবে, পরে ঠিক হইবে। দুই-চারিখানা মক্কাবাদীকে "ভাল মানুষ" সাজাইয়া কর্মে লিপ্ত হইবার ফল ভাল কিছুই হইবে না। মক্কাবাদ কিছুতেই ভারতের অনুকূল হইবে না। দুই একটি রাষ্ট্র ভিন্ন পৃথিবীর সমস্ত মক্কাবাদী রাষ্ট্রগুলি প্রকাশ্যে বা গোপনে পাকিস্তানের পক্ষে যাইবে। গীতা বলিয়াছেন - কর্ম্মণোঽপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ। অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ॥ ৪ অঃ। ১৭॥

"কর্ম্মের গতি আছে। অকর্ম্ম, বিকর্ম্ম এবং কর্ম্ম এক ফল দেয় না। অকর্ম্ম করিয়া কর্ম্মের ফল পাওয়া যায় না। বিকর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মের ফল পাওয়া যায় না। কর্ম্ম = শক্তিবাদীয় কর্ম্ম, অকর্ম্ম = আসুরিক কর্ম্ম। বিকর্ম্ম মানে দুর্ব্বলবাদীয় কর্ম্ম। প্রচার দ্বারা তুমি বিকর্ম্মকে কর্ম্ম বলিয়া প্রমাণ করিলেও বিকর্ম্ম কর্ম্মের ফল দিবে না।" অর্জ্জুন অনেক ধর্ম্মকথা বলিয়া বিকর্ম্মকে কর্ম্ম বলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। গীতা শুনিবার পর, অর্জ্জুনের ভ্রান্তি কাটিয়া যায়, এবং শক্তিবাদীয় কর্ম্মনীতিতে অর্জ্জুন অস্ত্রধারণ করেন। এই যুদ্ধে ভারত যদি অতি শীঘ্র অখণ্ড ভারত করিয়া লইতে না পারে, তবে ভারতের দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না।

"অসুর নাশ" এবং "ব্রহ্মচর্য্যধর্মাবলম্বনে তপস্যা লব্ধ জ্ঞানের উৎকর্ষই বেদবাদ"। বেদের ইহাই মর্ম্মকথা। ভারতকে এবং বিশ্বকে আজ হউক বা কাল হউক ঐ নীতিতে দাঁড়াইতেই হইবে। যাঁহারা মহাবিদ্যার উপাসক, তাঁহারা বাহ্য আড়ম্বর না করিয়া দুর্গা, কালী, বগলা, ছিন্নমস্তা এবং ধূমাবতীর সাধনায় গোপনে আত্মনিয়োগ করিয়া পূজা পাঠ জপ ও যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন। ভারতের পক্ষে সময় অত্যন্ত জটিল, ইহার কারণ নেতারা এখনও অবস্থার গভীরতা বুঝিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। এখনই ইঁহারা আজেবাজে কথা বলা বন্ধ করুন। লীগের তোষণনীতি, কংগ্রেসের দুর্ব্বলনীতি এবং

ইংরেজের দুষ্টতা, ভারতের দুর্দ্দশা এবং ভারত ভাগের জন্য দায়ী। এখন ভয়ঙ্কর কষ্ট ও যুদ্ধ ভিন্ন অখণ্ড ভারত হইবার পথ নাই। অখণ্ড ভারত ভিন্ন ভারতের শান্তি নাই। যে সব নেতারা পৃথ্বিরাজ নীতির সমর্থক তাঁহারা ভারতকে ভয়ঙ্কর দুঃখে নিমগ্ন করিবেন। নেতা, জনতা ও পার্টিবাদীরা শক্তিবাদ গ্রন্থাবলীর অনুশীলন করুন। অন্ততঃ "শক্তিবাদ ভাষ্য গীতা" পাঠ করুন। অভিষিক্ত সাধকগণ দুর্গা মন্ত্র, কালী মন্ত্র, বগলা মন্ত্র, ছিন্নমস্তা মন্ত্র, বা ধূমাবতী মন্ত্র জপ করুন। মহাশক্তি মায়ের নিকট আমাদের আরও প্রার্থনা, আমরা যেন ইন্দ্রের মতন অসুর নাশক বীর্য্যবান নেতা পাই, তাঁহাকেই অনুসরণ করি।

বেদের আদেশ - ওঁ প্রসস্রাজ অসুরস্য প্রশস্তং পুং সঃ কৃষ্টিমামনুমাদ্যস্য॥ ইন্দ্রস্যেব প্রত্বসংস্কৃতানি বন্দদ্বারা বন্দমানা বিবষ্টু॥ সামবেদ, আগ্নেয় পর্ব্ব॥ ৮ দশতি॥ মন্ত্র ৬॥ "অসুরের বিনাশক বীরদের বীর্য্যদানকারী ইন্দ্রের ন্যায় প্রভাবশালী দেবতার (নেতার) স্তুতিপরায়ণ হও। তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ কর এবং কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও।" ভারতের মূর্খ নেতাগণের মূর্খতায় পাকিস্তান আসিয়াছিল, বীর্য্যবান নেতার উদয়ে উহার অস্তিত্বই নাই জানিবে। কাজেই সন্ধির কথা আমরা মানি না।

এদিকে জহরলালের পঞ্চশীলের বন্ধু চীন হুংকার ছাড়িতেছে। আমরা ঐ সব হুঙ্কারে বা রণে ভয় পাই না। রণ ভারতের পক্ষে আশীর্ব্বাদেরই কাজ করিবে। আমরা নেতাদের মতিগতিতে ভয় পাই। ভিয়েৎনামের যুদ্ধে অসঙ্গত উক্তি ভারতের কর্ত্তব্য হয় নাই। প্রত্যেক ভারতবাসীর এখন শক্তিবাদ দুর্ব্বলবাদ এবং অসুরবাদের নীতি ধরিয়া কথা বলা কর্ত্তব্য।

১৯৬৭ সালে জাতির প্রতি স্বামীজীর "শক্তিবাদীয় আবেদন"

১। তোমরা যদি সোসিয়ালিজ্‌ম্‌ কর আমাদের বলিবার নাই। কিন্তু শক্তিবাদীয় সোসিয়ালিজ্‌ম্‌ বাঞ্ছনীয়। যদি দুর্ব্বলবাদীয় বা অসুরবাদীয় হয় আমরা নিশ্চয়ই সমালোচনা করিব।

২। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের কথা ছিল, শক্তিবাদীয় ধর্ম্মশিক্ষা বইখানা স্কুলে পাঠ্য করিয়া দিবেন। এবং ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান সহ শক্তিবাদীয় উপাসনা করিয়া পাঠ আরম্ভের ব্যবস্থা করিবেন। তিনি ২০ হাজার Guardians এর আবেদনপত্র চাহিয়াছিলেন, আমরা উহা করিয়া দিয়াছিলাম।

৩। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে কথা ছিল 'শক্তিবাদ ম্যানিফেষ্টো' বইখানি সিভিক্সে পাঠ্য করিয়া দিবেন। আপনাদেরও নিকট ইহাই আবেদন।

৪। বিধান রায়ের সঙ্গে কথা ছিল যে বিদ্যার্থী ভবনের জন্য বাড়ী করিয়া দিবেন। এইজন্য তিনি তিনবার School Inspector পাঠাইয়াছিলেন, তিনবারই তাহারা অনুকূলে Report দিয়াছিল। তিনি ৬০ হাজার টাকার মধ্যে বাড়ী করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। আমরা সেইরূপ Plan ই দিয়েছিলাম। Inspector's Office আমাদের পুনঃ পুনঃ

বলিয়াছিলেন, যে স্বামীজী বারবার গিয়া তোষণ করিয়া টাকাটা বাহির করিয়া নিন। আমি তোষণে রাজী হই নাই। তাঁহারাও টাকা দেন নাই। আমরা গরীবী মতে বিদ্যার্থী ভবন করিয়াছিলাম। C.P.M. উহা ভাঙ্গিয়া দিতে বাধ্য করে। আমরা পুনঃ উহা চালাইতে চাই। যুব পার্টি বা সরকার উহার ভার গ্রহম করুন। ছাত্ররা Seat Rent দিবে এবং ভদ্র ব্যবহার করিবে। যদি কেহ সেটা না করে, তবে সরকার বা পার্টিকে জানানো হইবে, তাহারা ছাত্রটিকে লইয়া যাইবে।

৫। ভারত রাষ্ট্রের একটা শক্তিশালী মতবাদ থাকা প্রয়োজন। আমরা বলি শক্তিবাদই ভারতের নিজস্ব মতবাদ। ইহার অনুকূলে Declaration দিন, অন্ততঃ পশ্চিমবঙ্গ একথা বলুক।

৬। আপনাদের 'শক্তিবাদ ম্যানিফেষ্টো' বইখানা এবং তৎসহ শক্তিবাদ সাধারণ উপাসনা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। আপনারা যদি মনে করেন ইহা প্রয়োজনীয় মতবাদ, তবে সর্ব্ব ভারতীয় ভিত্তিতে ইহা প্রচারের ব্যবস্থা করুন।

১৯৬৮ সালের শক্তিবাদীয় দুর্গাপূজায় স্বামীজীর প্রবচন

নিত্য স্মরণীয় শক্তিবাদ শরণম্। ওঁ শক্তিবাদং শরণম্ গচ্ছামি॥ ওঁ শক্তিঃ সৃষ্টি মূলম্॥ ওঁ শক্তিঃ স্থিতি মূলম্॥ ওঁ শক্তিঃ সর্ব মূলম্॥ ওঁ শক্তিঃ জ্ঞান-বিজ্ঞান মূলম্॥ ওঁ শক্তিঃ দৈবশক্তি মূলম্॥ ওঁ শক্তিঃ গ্রহনক্ষত্রাণাম্ মূলং॥ ওঁ শক্তিঃ বিশ্বরূপ মূলং॥ ওঁ শক্তি জীব মূলং॥ ওঁ শক্তি জীবন মূলম্॥ ওঁ শক্তিঃ ধর্ম মূলম্॥ ওঁ শক্তিঃ রাষ্ট্র মূলম্॥ ওঁ শক্তিঃ সমাজ মূলম্॥ ওঁ শক্তিঃ অসুর নাশনম্॥ ওঁ শক্তিঃ নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপা॥

বোধন মন্ত্র - ''ওঁ রক্ষোহনং বলগহনং বৈষ্ণবী মিদমহং তং বলগমুৎ কিরমি'' (যজুর্ব্বেদ ৫ মণ্ডল, ২য় কণ্ডিকা, মং ২০) আমি অসুরনাশিনী তীব্র বেগরূপা বৈষ্ণবী মহাশক্তিকে উদ্বোধন করিতেছি।

গতি, ফোর্স ও শক্তি একার্থবাচক। শ্রীশ্রীচণ্ডী গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে - ''যচ্চ কিঞ্চিদ্ ক্বচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে তস্য সর্বস্য যা শক্তিঃ।'' মং ৭৮॥

''হে অখিলাত্মিকে! যে কোন বস্তু, উহা চেতনারূপেই থাকুক বা জড়তত্ত্বরূপেই থাকুক, উহারা শক্তিময়।'' ভারত উভয় প্রকার শক্তিরই অনুশীলন করিয়াছিল। বজ্রবাণ, জৃম্ভন, পাশুপৎ প্রভৃতি দিব্য অস্ত্রের ব্যাপক প্রয়োগ ভারতে ভালভাবেই হইয়াছিল। দুর্বলবাদী নেতারা ভারতের সর্বনাশ চায়, এ জন্য তাহারা এটোমিক অস্ত্র প্রস্তুতের বিরুদ্ধে। ''চেতনা'' (আত্মা) উপাসনার কেন্দ্র হইতেছে ব্রহ্মনাড়ী। অধ্যাত্ম শক্তির উহাই উৎস। বিগত বিশ বৎসরে অধ্যাত্মবাদকে নিত্য নিন্দা করা হইয়াছে। তাহার ফলে, ভারতের বুকে উচ্ছৃঙ্খলবাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। কেবল ঝুড়ি ঝুড়ি ফুল বেলপাতা ও আলোকসজ্জাই ''দুর্গাবোধন'' নহে। দুর্গাবোধন - বস্তুশক্তি ও আত্মশক্তির পূর্ণ অনুশীলন।

দুর্গাপূজার শেষ অনুষ্ঠান 'হবন'।

মন্ত্রঃ - "ওঁ অম্বে, অম্বিকে অম্বালিকে ন মানয়তি কশ্চনঃ সশস্তাশ্বকঃ শুভাদ্রিকাং কম্পিল্য বাসিনীম্ স্বাহা॥" যজুর্ব্বেদ ২২।২৮॥

"হে অম্বে, হে অম্বিকে, হে অম্বালিকে, আপনি পরম মঙ্গলকারিণী, আপনি কম্পিলে নিবাস করেন। (কম্পিল - অনুকম্পা, দয়া বা অনাদি স্পন্দন-শক্তি-প্রবাহ) যাহাদের মন শিশুঘোড়ার মত চঞ্চল, তাহারা আপনাকে অর্থাৎ শক্তিবাদকে মানে না; আপনি স্বাহা মন্ত্রে আহুতি গ্রহণ করুন।"

শক্তিবাদীরা জানিয়া রাখিবেন, স্নেহময়ী মহাশক্তির আরাধনা বৈদিক যুগ হইতে আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে। আমরা সকলকে বৈদিক মন্ত্রে দুর্গাপূজার কথা এবং উপনিষদে ব্রহ্মের প্রকাশের মধ্যে হৈমাবতীর আবির্ভাব এবং ইন্দ্রাদি দেবতাগণের সঙ্গে সেই মহাশক্তি মহাদেবীর আলোচনার অংশ পাঠ করিতে বলি। দ্রঃ শক্তিবাদ ভাষ্য উপনিষদ।

বৈদিক যুগের ইন্দ্রাদি দেবতাগণ "মা দুর্গার" উপাসনা করিয়াছিলেন। আসুরিক অত্যাচারে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া তাঁহারা শরৎকালে অকালবোধনও করিয়াছিলেন। ত্রেতাযুগে রাবণ বধকালে রামচন্দ্রও দেবতাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া অকালবোধন করিয়াছিলেন। এবং সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া অসুরকে বধ করিয়া স্বরাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। শক্তিসাধক ভারতসন্তান! খণ্ডিত ভারত মাতাকে অখণ্ড করিতে অগ্রসর হও না কেন? ভারত খণ্ডকারী মক্কাবাদকে আজও এত তোষণ কেন?

গান্ধী বাবার শিষ্যগণ অহিংসাবাদের ভাঁওতায় শক্তিবাদী ভারতকে বিভ্রান্ত করিয়া মক্কাবাদী বর্বরদের নিকট ভারতমাতার অঙ্গচ্ছেদ করিয়া যবন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। ইহার ফলে, গমের দেশ ও ধানের দেশ ভারত হইতে চলিয়া যায়। ইহার পরও কোটি কোটি হিন্দু রেফিউজী হইয়া ভারতে প্রবেশ করে এবং ভারতকে স্থায়ী দুর্ভিক্ষের দেশে পরিণত করে। গান্ধীজীর শিষ্যগণ ও ভারত ভাগকারী ভারতের চিরশত্রু যবনগণ ভারত রাজ্যে সুখেই আছে। ইহার কারণ শাসনযন্ত্রটি ইঁহাদেরই হাতে। আজ ভারতব্যাপী দুঃখ, দুর্দশা, উচ্ছৃঙ্খলতা, অন্নহীনতা, ধর্মহীনতা, সত্যহীনতা ও নীতিহীনতা ব্যাপকভাবে দেখা দিয়াছে। ভারত আজ মায়ের পূজায় সমবেত হইয়াছে, কিন্তু এই সন্ধিক্ষণে তোমরা অখণ্ড ভারত মাতার কথা ও ভারত মাতার অঙ্গচ্ছেদকারী মক্কাবাদ ও অসুরবাদীদের কথা ভাবিবে কি?

অন্যান্য বৎসরের মত এই বৎসরও আমরা শক্তিবাদীয় দুর্গাপূজার অনুষ্ঠানে ব্রতী হইয়াছি। বিশ বৎসর পূর্বে ভারতব্যাপী যে সব ভয়ঙ্কর সমস্যা ছিল, আজ সে সব সমস্যা শতগুণে বৃদ্ধি হইয়াছে। অসুরদের অত্যাচার এবং আধ্যাত্মিকতার শত্রু এবং মক্কাবাদ, মস্কোবাদ ও পিকিংবাদের বর্বরতায় আত্মসমর্পণে মত্ত হয়। ইহারা নিশ্চয়ই বৈদিক যুগের দেবতাদের মতই রাজ্যভ্রষ্ট লাঞ্ছিত এবং উৎপীড়িত ও বিতাড়িত। তোমরা ভাবিবে কি, আজ শক্তিপূজার দিনে তোমাদের কর্ত্তব্য কি?

নবগ্রহ মন্দির। শক্তিবাদ মঠে আমরা নবগ্রহ মন্দির স্থাপনা করিয়াছি। গ্রহগণ হিন্দুদের নিত্যপূজ্য জাগ্রত দেবতা। ইঁহারা সদা কর্মনিষ্ঠ, গতিশীল ও সত্যনিষ্ঠ। ইঁহাদের গতি নিষ্ঠাতে লক্ষ বৎসরেও কোন নিষ্ঠাহীনতা দেখা দেয় না। গ্রহদের উপাসক হিন্দুরা

আজ সর্বতোভাবে প্রগতিবাদী হইয়া চলিয়াছে। ইহারা সকালবেলা যে কথা বলে বৈকালে সেই সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া সত্যহীনতা ও কর্মহীনতা বরণ করে। একশ্রেণীর লোকের ভাষায় ইহাই নাকি প্রগতিবাদ। যে জাতির ধর্ম ও সমাজ যুগ যুগান্তর ধরিয়া শক্তিবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই জাতি আজ ৭০০ বৎসর পরাধীন কেন? শাসনযন্ত্র হাতে পাইয়া আজ ২০ বৎসরে সেই জাতির ভয়ঙ্কর রকমের অধঃপতন দেখা দিতেছে কেন? হিন্দুদের জাগ্রত পূজ্য গ্রহদেবতাগণ অনুকূল হইলে হিন্দুদের মনুষ্যত্ব হয় তো ফিরিবে। আমরা সেই লক্ষ্যেই শক্তিমন্দিরের সঙ্গে গ্রহ মন্দির স্থাপনা করিয়াছি। ধর্ম কর্ম নিষ্ঠা ও ভক্তি দ্বারা গ্রহশক্তি অনুকূলে আসে, ইহা শাস্ত্রের আদেশ। শক্তিমন্দির, গুরুমন্দির এবং গ্রহমন্দিরে অখণ্ডভারত ও অখণ্ড বেদবাদ লক্ষ্যে নিষ্ঠার সহিত নিত্য পূজা অর্চনা সম্পন্ন হয়। প্রতি শনিবার সন্ধ্যাবেলা শনিপূজা ও পাঁচালী অনুষ্ঠান হয়। আদিগুরু ও আদি শক্তিবাদ প্রবর্তক শ্রীশঙ্কর এবং গুরুগণের পূজা অর্চনার জন্য গুরুমন্দির, শঙ্কর প্রবর্তিত মহাবিদ্যার উপাসনা ও সাধনার জন্য শক্তিমন্দির এবং হিন্দুসমাজে ধর্ম ও ধর্মানুকূল কর্মনিষ্ঠা পুনঃ জাগ্রত করিবার জন্য গ্রহ মন্দিরের স্থাপনা হইয়াছে।

শত শত সমস্যায় আজ ভারত পীড়িত। সংস্কৃত, প্রাদেশিক ভাষা এবং ইংরেজী ভাষাকে কেন্দ্র না করিলে ভাষা সমস্যার সমাধান অসম্ভব। ভারত ভাগকারী মক্কাবাদীরা পাকিস্তানে না যাওয়া পর্যন্ত অন্ন সমস্যার সমাধান অসম্ভব। দুর্বলবাদ ভিত্তিক ভারতীয় কনষ্টিটিউশন শক্তিবাদের ভিত্তিতে সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত দিন দিন সমস্যার সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেই থাকিবে। শক্তিবাদ, ক্রমবিকাশ, শক্তিশালী সমাজ, গীতার শক্তিবাদ ভাষ্য, উপনিষদের শক্তিবাদ ভাষ্য, প্রভৃতি গ্রন্থাবলী পাঠ করুন। কর্মবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান বুঝিতে চেষ্টা করুন। ইন্দ্রের মত শক্তিশালী নেতার যেন উদয় হয় এইজন্য ভাবুন।

১৯৭০ সালের শক্তিবাদীয় দুর্গাপূজায় স্বামীজীর প্রবচন

৬০ বৎসর ধরিয়া নেতা, পত্রিকা ও যুবকগণের শক্তিবাদ বিদ্বেষ ও ধর্মবিদ্বেষ অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে। একযুগে কয়েকটি দুষ্ট নেতার লক্ষ্য ছিল ভারত বিদ্বেষী একদল মক্কাবাদীগণকে ধর্মের নামে প্রতিষ্ঠা দেওয়া। এখনও ধর্মবিদ্বেষের মূলে ঐ একই লক্ষ্য নিহিত রহিয়াছে। ধর্মবিদ্বেষী নেতাগণ অসুরবাদী বর্বরগণকে প্রশ্রয় দিবার জন্য ভারতের কোণে কোণে ধর্মবিদ্বেষ প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছেন।

যাঁহারা মনে করেন, ভারত খণ্ডিতই থাকিবে এবং পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ, লঙ্কা, ইষ্ট ইণ্ডিজ, আফ্রিকা এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত হিন্দু ও মুসলমান রিফিউজীগণকে ভারতে স্থান দিতে হইবে, তাঁহারাই যে ভারতব্যাপী দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী এ কথায় সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই। একদিন নেতা ও কর্মীদের ধারণা ছিল। রাজা এবং জমিদারগণকে উচ্ছেদ করিয়া দিলেই প্রজার সুখ ও লোকের স্বচ্ছন্দতা আসিবে। এখন তাঁহারাই বলিতেছেন, খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা সরকার করিবেন এবং দুর্দশার শেষ হইবে।

আমরা বলি, এভাবে ধাপ্পা দিয়া অবস্থা আরও জটিল হইবে। শীঘ্রই সময় আসিতেছে যখন জনসাধারণ বুঝিতে পারিবে লোক বিনিময় ভিন্ন ভারতের বাঁচিবার পথ নাই। কংগ্রেস ও কম্যুনিষ্টরা সোসিয়ালিজম চায়। আমরা বলি, করিয়া দেখাও।

দুর্গাপূজায় শক্তিবাদ ধর্মের সমস্ত কথাই স্থান পাইয়াছে। যাহাতে শক্তিবাদ ধর্মের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকলের বোধগম্য হয়, এজন্য শক্তিবাদীয় দুর্গাপূজা সমবেতভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইন্দ্রাদি দেবতাগণ সমবেতভাবে এবং রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, অর্জুন প্রভৃতি মহামানবগণ নিজেরাই মায়ের পূজা করিয়াছিলেন।

শক্তিবাদ একটি দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিসম্পন্ন মতবাদ। শক্তিবাদকে সমাজে স্থান দিবার জন্য আমরা ক্রমবিকাশ, শক্তিশালী সমাজ, ধর্মশিক্ষা এবং শক্তিবাদ-ভাষ্য গীতা, শক্তিবাদ ভাষ্য উপনিষদ, সিদ্ধ সাধক প্রভৃতি গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিয়াছি এবং বিদ্যার্থী ভবন স্থাপন করিয়াছি। শক্তিমন্দির মঠে নবগ্রহ মন্দির আছে। সেখানে বিধিপূর্বক পূজাঅর্চনা হইয়া থাকে।

অল অক্সা মসজিদে অগ্নিদান ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া মুসলমানদের বিক্ষোভ এবং সেই সঙ্গে ইন্দিরাজীর মর্মবেদনাও একটি বিস্ময়কর ঘটনা। বর্বর মুসলমানেরা পূর্ব অল অক্সা মন্দিরকে ধ্বংস করিয়া উহাকে মসজিদে পরিণত করিয়াছিল। কাবার মন্দিরে শিবমূর্তি ভিন্ন আর সবই ধ্বংস হইয়াছিল। কাশীর বিশ্বনাথের প্রাচীন মন্দিরকেও বর্বর মুসলমানগণ মসজিদে পরিণত করিয়াছিল। বর্বরদের এইরূপ দুষ্কার্য্য ভারতের বুকে আরও বিদ্যমান। ইহাদের ভবিষ্যৎ অল অকসা মসজিদের তুল্য হইতে বাধ্য। ইন্দিরাজী ও ভারত ভঙ্গকারী বর্বরদের ঐ জন্য এখন হইতেই অশ্রু বিসর্জন করিতে থাকা কর্তব্য।

ইন্দিরাজী ব্যাঙ্কগুলিকে রাষ্ট্রীয়করণ করিয়া আরও একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটাইয়াছেন এবং ভারতব্যাপী জনতার শ্রদ্ধা ও প্রশংসা অর্জন করিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ পুরুষদের শক্তি হরণ করিয়া রাষ্ট্রীয়করণ রূপ পাপ করিয়া নিম্ন শ্রেণীর জনতাকে উচ্ছৃঙ্খল করিয়া সমাজকে কর্মহীন ও অতিষ্ঠ করিয়া সোসালিজম রূপ পাপ দ্বারা অন্ন সমস্যার সমাধান হইবে কি? খণ্ডিত ভারতকে ত্যাগ করিয়া মক্কাবাদীরা পাকিস্তানে চলিয়া না যাওয়া পর্যন্ত ভারতে অন্নের দুর্ভিক্ষ যাইবে কি? হিন্দুদের অর্থনীতির কথা - "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।" অর্থাৎ অন্ন ও দুগ্ধের প্রচুরতাই ভারতের অর্থনীতির মূলকথা। দেশীয় রাজা, জমিদার, ব্যাঙ্ক, যানবাহন, খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা সবই রাষ্ট্রায়ত্ত হইয়াছে, কিন্তু অন্ন এবং দুধ কোথায়? ভ্রূণ হত্যার পাপও কম চলে নাই। কিন্তু গরীবের অন্ন ও দুগ্ধ কোথায়? ইন্দিরাজী পোষ্টকার্ডগুলি এক পয়সায় দিবার ব্যবস্থা করুন না? গরীবরা গরীবদের সংবাদ লেনদেন করিবার সুযোগ পাইবে। রাষ্ট্রীয়করণের ফলে ব্যাঙ্কে অব্যবস্থা হইবে, রাষ্ট্রের ক্ষয়ক্ষতিই হইবে। বাংলার U.F. কর্ণধারগণ জমি দখল, ভেড়ী দখল ও লুটকার্য ভাল বাবেই প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছেন। কিন্তু অন্ন ও মৎস্য সুলভ হয় নাই। যে কোন পতিত খণ্ডজমি যে কোন স্থানেই থাকুক না কেন, তাহাতে পশুগণ ঘাস খায় ও বাঁচিয়া থাকে। গোপালনকে এ ভাবে জটিল করা কি কর্তব্য হইয়াছে?

পরিবার পরিকল্পনা পাপকার্য্য হিন্দুসমাজকে ক্ষীণ করিতেছে। ভারত ভাগকারী মুসলমান ও খৃষ্টানগণকে ইহা হইতে স্পষ্টতঃ বাদ দেওয়া হইয়াছে। ভ্রূণহত্যা কি হিন্দুধর্মে পাপকার্য নয়?

১৯৭০ সালে গড়িয়া শক্তিবাদ মঠে স্বামীজী সত্যানন্দ সরস্বতীর তত্ত্বাবধানে শিবরাত্রি পূজা ও প্রচারিত ভাষণ

"শিবশক্তিময়ং ব্রহ্ম তত্ত্বজ্ঞানস্য কারণম্।" শিবশক্তিময় ব্রহ্মই তত্ত্বজ্ঞানের কারণ। শিব পূজনে ভাববাদিতা, ভণ্ডামি ও পৌরোহিত্যবাদ নাই। "ওঁ হৌঁ নমঃ শিবায়" মন্ত্রে প্রত্যেক নরনারী অন্ততঃ জল ফুলেও শিবের পূজা করিবেন। মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত শিবপিণ্ড ধ্যান করিয়া শিবের উপর জল পুষ্পাদি দান আয়ু, আরোগ্য, শান্তি, যশ, স্বাস্থ্য, শস্য ও ধনবর্দ্ধক। শিব শান্তি, জ্ঞান, যোগ শক্তি এবং জাগ্রত আত্মদেবতা। বৈদিক যুগ হইতেই শিব-পূজন-বিধি চলিয়া আসিতেছে। বেদের রুদ্রী অধ্যায়টি রুদ্র পূজনেরই স্তুতি। ঐ সব রুদ্রী মন্ত্রে সমস্ত দেবদেবীর পূজাদি অনুষ্ঠিত হয়। মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত শিব পিণ্ডই শিব মস্তিষ্ক ও সুষুম্নামার্গ ব্যাপ্ত ব্রহ্মনাড়ীই শিবমূর্ত্তির সর্প। এই শিব মূর্ত্তিই একমাত্র আত্মদেবতা। এই আত্মদেবতাই সমস্ত দেব, দেবী, শক্তি, ব্রহ্ম ও আত্মদেবতার সাধারণ ধ্যান। শিবমন্দিরে এই মূর্ত্তিই স্থাপিত হয়। শিব বিশ্বের উদার ও মহান দেবতা। শিবরাত্রি ব্রতের প্রবর্ত্তনে একজন ব্যাধের নাম চিরপ্রসিদ্ধ।

এক সময় পৃথিবীর সমস্ত সভ্য অংশে শিব মূর্ত্তির স্থাপনা ও পূজা প্রচলিত ছিল। এখনও ভারতের প্রত্যেকটী গ্রামে শিবমন্দির বিদ্যমান। এই শিবই তিব্বত ও চীনের মহাকাল। ইনিই মক্কার কিবলা বা কেবলেশ্বর। ভারতকে কেন্দ্র করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্রই শিব পূজনের নীতি বিদ্যমান ছিল। ভূমধ্য সাগরের সাইপ্রাস (শিবপ্রয়াস) ও রোডাস্ (রুদ্রস্) দ্বীপের ত্রিশূলধারী প্রকাণ্ড রুদ্রমূর্ত্তি দৈব কারণে পড়িয়া গেলেও উহা ইতিহাসের পাতা হইতে মুছিয়া যায় নাই। ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলিতে রুদ্রমূর্ত্তির চিহ্ন আজও প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। শীত প্রধান সাইবেরিয়া এক যুগে শিববাড়ীয়া বলিয়া খ্যাত ছিল। আমেরিকার অনেক স্থানে এবং মেক্সিকো অঞ্চলে শিবমূর্ত্তির প্রচলন প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। আমরা একটু সহজ করিয়া দিয়া সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা করিতে বলি। ফলে বিশ্বের আসল সভ্যতার কঙ্কালে যে ভাবে এখনও শিব ও শক্তিবাদধর্ম্ম বিদ্যমান রহিয়াছে উহা বুঝিতে সুবিধা হইবে। শিবরাত্রির উৎসবে প্রত্যেক নরনারী শিবমূর্ত্তিতে পত্রপুষ্প ও জলদান কর ও প্রার্থনা কর "হে আত্মরূপী শিবদেবতা তুমি মানবের মধ্যে আবার জাগ্রত হও এবং দুর্ব্বলবাদের মূর্খতা ও অসুরবাদের বর্ব্বরতাকে ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য শক্তিবাদের রূপ লও।"

পৌরোহিত্যবাদীরা শূদ্র ও নারীকে আত্মদেবতার জ্ঞান হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য শিবমূর্ত্তি সম্বন্ধে পুরাণের অনেক স্থানে কুৎসিত কথা লিখিয়াছেন। মক্কার বর্ব্বরগণ পৃথিবীর বহুস্থান হইতে শিবমূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া দিয়া সেইসব স্থানগুলিকে মূর্ত্তিহীনতার নামে

পিশাচবাদিতার কেন্দ্র করিয়াছেন। মেডাম ব্লাভস্কি লিখিত ইসিস আন্‌ভেইল নামক পুস্তকে একথা স্পষ্ট লিখিত আছে যে প্রাচীন খৃষ্টান মন্দিরে দুইটী পাথরের নির্ম্মিত শিবমূর্ত্তি পূজিত হইত। নবীন খৃষ্টানগণ উহা ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। আমরা প্রত্যেক নরনারীকে শিবপূজা করিতে বলি এবং পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্ম মন্দিরে আবার শিবপ্রতিষ্ঠা করিতে বলি। মানুষ মাত্রকেই অসুরবাদ ও দুর্ব্বলবাদের সীমা অতিক্রম করিয়া শিবশক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে বলি। নাস্তিকবাদীরাও স্বাস্থ্য ও আয়ুবর্দ্ধক মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত শিবপিণ্ড ধ্যান করিবেন।

শাস্ত্রের প্রমাণ ও শিবমূর্ত্তি -

স্থিত্বা স্থানে সরোজে প্রণবময় মরুৎ কুণ্ডলে সূক্ষ্মমার্গে।
শান্তে স্বান্ত প্রলীনে প্রকটিত বিভবে জ্যোতিরূপে পরাখ্যে॥
লিঙ্গং তদ্ ব্রহ্মবাচ্যং সকল তনুগতং শঙ্করং ন স্মরামি।

"যাহা প্রণবময়, এবং যাহা জীবনীশক্তিরূপে সুষুম্নামার্গে কুণ্ডলিনী শক্তিরূপে অবস্থানে করিতেছেন, যাহা মনকে শান্ত করিয়া অহংরূপ আত্মভাবকে প্রলীন করিতে সমর্থ, যাহা অনন্ত ঐশ্বর্য্যের আধার, যাহা জ্ঞানময়, যাহা পরমব্রহ্ম নামে খ্যাত, যাহা সমস্ত জীবে (ব্রহ্মনাড়ীরূপে) অবস্থান করিতেছেন, যাহা মঙ্গলময় এবং যাহা ব্রহ্ম নামে খ্যাত এমন লিঙ্গকে আমি স্মরণ করি নাই।

লিঙ্গনানাং চ ক্রমং বক্ষে যথা বচ্ছৃণুন্ত দ্বিজাং।
তদেব লিঙ্গং প্রথমং প্রণবং সর্ব্ব কালিকম্।...শিবপুরাণম্।

হে দ্বিজগণ! লিঙ্গের ক্রম বলা যাইতেছে, সেই সব তোমরা শ্রবণ কর। ইঁহাদের মধ্যে ওঁই প্রথম লিঙ্গ। (লিঙ্গ মানে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর)

In the beginning there was the word. That word was God. That word was with God. (বাইবেল, যোহন বাক্য দ্রঃ)। "আরম্ভে শব্দ (ব্রহ্ম) ছিলেন। সেই শব্দই ঈশ্বর।" কাবার দিকে মুখ করিয়া প্রার্থনা করিবার আদেশ কুরাণের সূঃ ২, আঃ ১৪৪ এ বিদ্যমান।

সা আজ্ঞানামাম্বুজং বদ্ধমলকর সদৃশং ধ্যান ধাম প্রকাশং।
হক্ষাভ্যাং কেবলাভ্যাং পরিলসিত বপুর্নেত্র পত্র সুশুভ্রং।
এতদ্ পদ্মান্তরালে নিবসতি চ মনঃ সূক্ষ্মরূপং প্রসিদ্ধং।
যোনৌ তৎ কর্ণিকায়া মিতর শিবপদং লিঙ্গচিহ্নং প্রকাশং॥

দ্রঃ - ষট্ চক্র নিরূপণম্ ৩৩।৫৩

ভ্রূমধ্যস্থলে আজ্ঞা নামে একটী দ্বিতল চক্র আছে। উহা চন্দ্রসম শুভ্র বর্ণ। উহা অতীব শুভ্রবর্ণ। উহা যোগীদিগের ধ্যানস্থান। উহার দলদ্বয়ে হ ক্ষ বর্ণ শোভা পাইতেছে। এই পদ্মের অন্তরভাগে সূক্ষ্মরূপী মন প্রসিদ্ধ আছে। এবং যোনির আকার বিশিষ্ট অর্থাৎ দুইটী বৃহৎ মস্তিষ্কের মধ্যবর্ত্তী কর্ণিকার মধ্যে "ঈতর" নামক শিবলিঙ্গ প্রকাশমান রহিয়াছেন।

আরাধয়ামি মণিসন্নিভমাত্মলিঙ্গং। মায়াপুরি হৃদং পঙ্কজং সন্নিবিষ্টং। দ্রঃ হংস ধ্যানম্॥

"আমি মণির মত জ্যোতিবিশিষ্ট আত্মারূপী লিঙ্গকে আরাধনা করি। তিনি সহস্রদল (মায়াপুরী) কমলে সন্নিবিষ্ট আছেন।" এই ধ্যানেরই সংক্ষেপ মন্ত্র "ওঁ মণি পদ্মে হূঁ" অর্থাৎ "হে পদ্ম মধ্যস্থ মণি। আপনি (হূঁ বা) নিরালা ঈশ্বর।" (বৌদ্ধদের জপমন্ত্র)। যাঁহারা অনেক প্রমাণ দেখিতে চান তাঁহারা ক্রমবিকাশ, ধর্ম্ম শিক্ষা, শক্তিশালী সমাজ, শক্তিবাদ-ভাষ্য-গীতা প্রভৃতি দেখুন।

শক্তিবাদ ও রাজনীতি

অসুর বাদের গতি বুঝা, দুর্ব্বলদের মূর্খতা অনুধাবন করা, শক্তিবাদ অনুসরণ করা এবং এ ভাবে অন্যকে শিক্ষিত করিয়া বিশ্বকল্যাণের পথ করা শক্তিবাদের মূলনীতি। মানুষের যখন সর্ব্বনাশের সময় আসে, তখন সে সৎলোকের পরামর্শ শুনিবে না। মূর্খ, দাম্ভিক ও চরিত্রহীন সন্তানগণ পিতামাতার সৎ কথাও লঙ্ঘন করে, ইহা স্বাভাবিক। তাহা হইলেও শক্তিবাদকে বলিতেই হইবে। বর্ব্বর ও যবন তোষক মূর্খগণ বিগত ৫০ বৎসরে ভারতের যে ক্ষতি করিয়াছেন, কাশ্মীর সমস্যায় উহার চরম পরিণতি দেখা দিয়াছে। মূর্খেরা বিশ্ব রাজনীতি করিতে যাইয়া তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধকে ভারতে টানিয়া আনিয়াছে। আমরা বলি, তোমরা যদি সত্যিই ভারতের কল্যাণ চাও, তবে আজই শাসন কর্তৃত্ব তাঁহাদের হাতে ছাড়িয়া দাও, যাঁহারা ভারত ভাগ মানেন নাই। ভারতকে এক করা এবং ভারতকে যবনবাদী বর্ব্বরতা হইতে মুক্ত করিয়া বৈদিক সংস্কৃতি দান করা ভিন্ন অন্য কোন নীতিই ভারত বা বিশ্ব কল্যাণের অনুকূল হইবে না। কম্যুনিষ্ট, সোসিয়ালিস্ট ও কংগ্রেসীগণ শক্তিবাদ গ্রন্থাবলী (ক্রমবিকাশ, শক্তিশালী সমাজ, শক্তিবাদ-ভাষ্য-গীতা প্রভৃতি) পাঠ করুন। যাঁহারা 'না গ্রহণ না বর্জনের' ধাপ্পা দিয়া কম্যুনেল অ্যাওয়ার্ড মানিয়া ছিলেন, যাঁহারা জাতীয়তাবাদের মুখোষ পরিয়া ভারত ভাগে সম্মত হইয়াছেন। যাঁহারা একতরফা রিফিউজি মানিয়া মক্কাবাদী বর্ব্বরদের বর্ব্বরতা সমর্থন করিয়াছেন, যাঁহারা নিজের রাজ্য কাশ্মীরকে U.N.O.তে পাঠাইয়াছেন, যাঁহারা কাশ্মীরে গণভোটের প্যাক্ট করিয়াছেন, যাঁহারা নন্ কম্যুনেল এর মুখোষ পরিধান করিয়া কথায় কথায় লীগ এবং মুসলিম দুর্নীতির প্রশ্রয় দেন, তাঁহারা নন্ কম্যুনেলের সাজ সাজিয়া কম্যুনেল রাষ্ট্র পাকিস্থানের সঙ্গে ভারতের সর্ব্বনাশ মূলক সংখ্যাতীত প্যাক্ট করিয়া চলিয়াছেন। ভারতের সীমান্তবাসী নিরীহ নাগরিকগণের উপর পাকিস্থানী বর্ব্বরদের লুট ও গুণ্ডামী প্রশ্রয় দিয়াছেন, তাঁহাদের মূর্খতা ভয়ঙ্কর সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছে। তোমরা জানিয়া রাখ, সব সমস্যার শেষ সমাধান "শক্তিবাদ ও অখণ্ড ভারত"। মূর্খদের মূর্খতার পরিণতিতে ইংরাজ, আমেরিকা ও পাকিস্থান এক হইয়াছে এবং ইহাদের বন্ধুত্ব আরও ঘন হইবে, এবং ভারতকে দিন দিন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্মুখীন করিবে। এইরূপ ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যে যুবকগণ কেবল কার্লমার্ক্সের অর্থনীতিতেই তৃপ্ত না থাকিয়া পরিস্থিতির কথা কিছু ভাবিতে শিক্ষা করিলে ভাল হয়।

শক্তিবাদ ও সমাজ গঠন - মহারাজ মনু যে সমাজ প্রবর্ত্তন করিয়া ছিলেন, উহা শক্তিবাদী সমাজই ছিল। বঙ্গদেশে প্রাচীন কাল হইতে শর্ম্মা, রুদ্র, বসু, মিত্র, দেব, চন্দ্র প্রভৃতি দেব বংশীয় সমাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল। পং রঘুনন্দন বঙ্গীয় দেব সমাজকে শূদ্র সমাজ করিবার চেষ্টা করেন। মধ্যযুগে অনেক কাণ্ডজ্ঞানহীন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকও দুর্ব্বলবাদীয় ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়া ভারতের চিন্তাজগৎকে নীতিজ্ঞান হীন দুর্ব্বল ও মূর্খ করিয়াছেন। আমরা বলি, শক্তিবাদীয় উপাসনা প্রবর্ত্তন করুন, উপাসনার কাগজ শক্তিবাদ মঠ হইতে সংগ্রহ করুন এবং বহু লোককে উপাসনা শিক্ষা দিন এবং দুর্ব্বলবাদ অসুরবাদ ও শক্তিবাদের তুলনা মূলক প্রচার বৃদ্ধি করিয়া মানুষের বিচার শক্তি সতেজ করুন। সর্ব্বত্র গীতা সভা স্থাপনা করিয়া শক্তিবাদ ভাষ্য গীতা আলোচনার ব্যবস্থা করুন।

শক্তিবাদ ও ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা - শক্তিবাদ মঠে নিত্য সমবেত উপাসনা হইয়া থাকে। আর্য ধর্ম্মের চারটি প্রধান শাখা - ১ বেদ, ২ তন্ত্র, ৩ যোগ এবং ৪ ব্রহ্ম জ্ঞানের অনুভূতি মূলক উপনিষদ। এই চার প্রকার ধর্ম্মের লক্ষ্য অসুরবাদ উচ্ছেদ এবং জ্ঞানবাদের প্রসার। আমরা বেদের গায়ত্রী, তন্ত্রের ব্রহ্মস্তোত্রম্, উপনিষদের মহামন্ত্রম্ এবং যোগের ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান সংমিশ্রণে সমবেত উপাসনা প্রবর্ত্তন করিয়াছি। দুর্গাপূজা, কালীপূজা, শিবরাত্রি, জন্মাষ্টমী, ও অন্যান্য অনুষ্ঠান ও যজ্ঞাদিও সমবেত ভাবেই অনুষ্ঠিত হয়। সর্ব্বত্র শক্তিবাদ ধর্ম্মের প্রচার করা প্রয়োজন।

৭৩ বৎসর বয়সে প্রবেশকালে স্বামিজীর বাণী

কলিকাতার লবণ হ্রদে জাতীয় মহাসভার অধিবেশন হইয়া গেল। সমুদ্র মন্থনকালে দেবাসুরের টানা টানিতে হলাহল উত্থিত হইয়া সমাজ ধ্বংসের সম্মুখীন হইয়াছিল। লবণ হ্রদে নেতারা যাহা বলিয়াছেন ও করিয়াছেন তাহাতে পুনঃ ধ্বংস বীজের অবসান হয় নাই, বরং বৃদ্ধি পাইয়াছে।

লবণ হ্রদের সমাবেশে গান্ধীর শিষ্য দুর্ব্বলবাদীরা অস্তমিত। মক্কাবাদীরা ও নাস্তিকবাদীরা এক হইয়াছে। ভারত শাসনে এখন নাস্তিকবাদ ও অসুরবাদ নিরঙ্কুশ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইলেও ইঁহারা সন্তুষ্ট নহেন। ইহার কারণ দেশের চিন্তাধারা ও শাসন যন্ত্র এমন এক স্তরে আসিয়াছে যে ধার্ম্মিক হিন্দু ও পথ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ কর্ম্মচারীদের সহায়তা ভিন্ন শাসন যন্ত্র এক দিনও চলিবার সম্বল নাই। বহুদিন হইতেই সমস্ত প্রকার কর্ম্মক্ষেত্রে দায়িত্বশীল ধার্ম্মিক কর্ম্মচারী দিগকে প্রতিপদে নাস্তিক ও অসুরবাদীদের দ্বারা নিষ্পেষিত করা হইতেছে। এই নিষ্পেষণের তীব্রতা এখন নব কংগ্রেসের চেষ্টায় কিছুটা কম। নব কংগ্রেস যদি শক্তিবাদ অনুসরণ করেন ও মক্কাবাদ সংস্কারের বিজ্ঞান বুঝিতে পারেন এবং কম্যুনিজম যে শাসন কার্য্যে শক্তিহীন মতবাদ, ইহা অনুধাবন করিতে পারেন তবে ভারতের কল্যাণ সহজ হয়।

ভারতের চিন্তাধারা এখন স্পষ্টতঃ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। ইহার একভাগে আছে মক্কাবাদ + নাস্তিকবাদ, অন্য ভাগে রহিয়াছে দেবত্ব ও ধর্ম্ম। দেবত্বের

ভিত্তিতে অসুরবাদ ধ্বংস হয় না বরং হলাহল বৃদ্ধি হয়। দেবতাদের মহাশক্তির বা মহাশক্তি ঋষি নীলকণ্ঠ শিবের আশ্রয় লইতে হয়। এখন শাসন যন্ত্র যাঁহাদের হাতে, ইন্দিরা তাঁদের নেতা। মক্কাবাদীদের সংখ্যা ও শক্তিবৃদ্ধি করা এবং হিন্দুদিগকে শক্তিহীন করা ইঁহার জীবনের আদর্শ। ইন্দিরা সাধু সন্ন্যাসীদের (দুর্ব্বলবাদী সাধু) সংস্পর্শেও থাকেন। আমরা তাঁহাকে শক্তিবাদ অনুসরণ করিতে বলি।

আসামে বাঙ্গালী হিন্দু নির্যাতনের মূলে রহিয়াছে ইন্দিরার অত্যধিক মক্কাবাদ প্রীতি ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় হিন্দী ভাষার প্রাধান্য। সংস্কৃত ভাষাই ভারতের শক্তিশালী ও সর্ব্বজন প্রিয় রাষ্ট্রভাষা। ইহার সংস্কার করিয়া জনতার একটি কথ্যভাষা করিতে হইবে। বাঙ্গালী হিন্দুরা পূর্ব বঙ্গ হারাইয়াছে, আসাম হারাইয়াছে, পশ্চিম বঙ্গেও বাঙ্গালী হিন্দুদের অদূর ভবিষ্যৎ টলটলায়মান।

পূর্ব্ব বঙ্গের মুজীব পার্টি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি গ্রহণ করিয়াছে। তাঁহারা যদি জাতীয়তাবাদকে শক্ত করিতে চাহেন তবে মহম্মদ প্রবর্তিত বিকৃত শৈববাদকেও সংস্কার করিয়া বিশুদ্ধ শিববাদের অনুসরণ করিতে হইবে। আমরা সকলকে শক্তিবাদ ম্যানিফেষ্টো পাঠ করিতে বলি।

কানাডা হইতে স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতীর ৭৪ বৎসরে প্রবেশকালীন প্রেরিত বাণী

রাষ্ট্রনেতা এবং শিক্ষা বিভাগের কাছে বিশেষ অনুরোধ তাঁরা যেন শক্তিবাদ ম্যানিফেষ্টো, ধর্ম্মশিক্ষা, শক্তিশালী সমাজ বইগুলি স্কুলে, কলেজে, ইউনিভারসিটিতে পাঠ্য করেন। এবং সমবেত উপাসনা করিয়া পাঠ আরম্ভের ব্যবস্থার দিকে মন দেন। ইহার ফলে জনতার একাত্মবোধ, চরিত্রের উন্নতি এবং প্রচণ্ড বুদ্ধিশক্তির বিকাশ ঘটিবে। যুগান্তরের সৃষ্টি বুদ্ধিমানের দ্বারাই সম্ভব। বোকারা ধ্বংস এবং আক্ষেপ ছাড়া কিছুই করিতে সক্ষম নয়। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র শক্তিশালী ও মহান শক্তিবাদীয় নীতি দ্বারাই সম্ভব। দুর্ব্বলবাদ অসুর বিকাশের পথ প্রশস্ত করে। আর অসুরবাদ ধ্বংসের কারণ হয়। বেদ, গীতা, চণ্ডী এবং সমস্ত দেবদেবীর মূর্ত্তিতে শক্তিবাদীয় নীতিই প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্বেত জাতিরা সবাই খৃষ্টবাদী। খৃষ্টবাদে নীতি হইতেছে ‘‘এক গালে চড় মারিলে অন্য গাল আগাইয়া দাও।’’ কিন্তু শ্বেত জাতিরা সমস্ত পৃথিবীতেই রাজ্য বিস্তার করিয়াছে, সম্পূর্ণরূপে অসুরবাদীয় নীতিতে। পরাজিতগণকে এরা বন্য পশুস্তরে আনিয়াছে। এই বন্য পশুস্তরের মানুষগুলি কিন্তু মোটেই অসভ্য পশু নহে। ইহাদের ধর্ম্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রবাদ, উচ্চস্তরের নীতিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল, এখনও আছে। শ্বেতজাতিরা এখন প্রচার আরম্ভ করিয়াছে এবং সমবেত ভাবে বলিতেছে, ‘‘তোমরা প্রিমিটিভ’’। এই নীতি ভারতের হিন্দুদের সম্বন্ধেও শ্বেতজাতিরা প্রচার করিয়াছিল। ম্যাকস্‌মূলারকে (সংস্কৃতজ্ঞ জার্ম্মান পণ্ডিত) ইহারা বেদ সম্বন্ধে রিপোর্ট করিতে নিয়োজিত করে। তাঁহার রিপোর্ট স্পষ্টভাবে

জানাইয়া দেয় হিন্দুরা অত্যন্ত উচ্চস্তরের সভ্য জাতি। জাষ্টিস উদ্রকও তন্ত্র সম্বন্ধে বহু পুস্তক লেখেন এবং ইহাই প্রমাণ করেন তন্ত্রবাদ অত্যন্ত উচ্চস্তরের শক্তিবাদমূলক গ্রন্থ। শিকাগো ধর্ম্ম সভায় হিন্দুগণকে অসভ্য পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া বহিষ্কার করা হইয়াছিল। বিবেকানন্দ এই সভায় অত্যন্ত বাধার মধ্য দিয়া প্রবেশ করেন এবং বিশ্বনীতিতে হিন্দুধর্ম্ম যে শ্রেষ্ঠধর্ম্ম ইহা প্রতিষ্ঠিত করেন।

ম্যাকস্‌মূলারের পরেই হিন্দুজাতির উচ্চ সভ্যতার সমস্ত উপাদানগুলি সমস্ত বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। নিষ্পেষিত নেটিভ ইণ্ডিয়ানরা হিন্দুসভ্যতার অংশ, ইহা আমার লিখিত বহু পত্রে প্রমাণিত হইয়াছে। এই প্রমাণ অকাট্য। আমার কথা, প্রিমিটিভ বলা এবং অসুরবাদে একটা উচ্চ সভ্যতাকে ধ্বংস করিয়া দেওয়া কোন উচ্চনীতি নহে। হিন্দু জাতির অধ্যাত্ম নীতি এবং শ্বেতজাতির আবিষ্কৃত জড় বিজ্ঞান সমস্ত মানবকে মহান ও সুখী করুক আমি সেই কথাই ভাবিতেছি। মক্কাবাদ যে ভাবে মানবসভ্যতা ও মানবের জীবনকে ধ্বংস করিয়াছে, হিন্দুর ধর্ম্ম, মন্দির, নারীর সতীত্ব ও শাস্ত্র নষ্ট করিয়াছে এবং আজও করিতেছে, সেইদিনও যে ভাবে বাংলাদেশকে (পূর্ব্ববঙ্গ) মক্কাবাদীরা পাষণ্ডের মত অত্যাচার করিয়াছে এবং যে ভাবে হিন্দু জাতি সেই অত্যাচার হইতে পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু ও মুসলমানকে রক্ষা করিয়াছে ইহাতে আমি গর্ব্ব অনুভব করি। আমি এখনও ভাবি আমার জন্মভূমি পূর্ব্ববঙ্গকে শক্তিবাদের শ্রেষ্ঠ সভ্যতায় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আমার প্রচুর কর্ত্তব্য রহিয়াছে। আমি পূর্ব্ববঙ্গে প্রবেশ করিবার সুযোগ খুঁজিতেছি। ইহার পূর্ব্বে আমি পশ্চিম গোলার্দ্ধবাসী, বিজ্ঞান আবিষ্কারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি শ্বেতজাতিকে এবং পদানত ইণ্ডিয়ানগণকে একই উচ্চ সভ্যতামূলক অধ্যাত্মবাদে উচ্চ প্রতিষ্ঠা দিবার (পথ করিবার) ভিত্তিদান করিবার জন্য প্রাথমিক চেষ্টা করিয়া যাইতে চাই।

১৯৭৩ সালে কানাডা হইতে স্বামীজীর প্রেরিত বৈদিক ধর্ম্মের অতি প্রাচীন কালের ব্যাপ্তির বর্ণনা

তারিখ - ২৩.৬.৭৩ : এখানে প্রাচীন অধিবাসীদের সম্বন্ধে সংবাদ গ্রহণ করিবার চেষ্টায় আছি। আমি তাহাদের নেতাদের সঙ্গেও কথা বলিবার কথা ভাবিতেছি। এ সব উৎপীড়িত নির্য্যাতিত জাতির ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্রপদ সব বিষয়েই আমার স্বাভাবিক আগ্রহ রহিয়াছে। ইহারা এদেশে ইণ্ডিয়ান বলিয়া পরিচিত। এরা কেন ইণ্ডিয়ান বলিয়া পরিচিত সে সম্বন্ধেও সংবাদ গ্রহণ করিতেছি। আমরা মনে হয় ইহাদের সঙ্গে ভারতের স্বাভাবিক ধর্ম্মের সামঞ্জস্য আছে। ইহাদের গায়ের রং নাকি লাল বর্ণ। সবই জানিতে পারিব। এখন ইহাদের মধ্যে নেতাও হইয়াছে। কেহ কেহ লেখাপড়াও শিখিয়াছে। সরকারী কাজেও স্থান পাইয়াছে। কেহ মজুরের কাজ করে, কিন্তু অধিকাংশ পশু ও মৎস্য শীকার করিয়া জীবন কাটায়। ইতি - সত্যানন্দ

তারিখ ২৩.৭.৭৩ : আন্তরিক আশীর্ব্বাদ জানিবে। যাহাতে ভালভাবে উপাসনা শিক্ষা হয় এজন্য ব্যবস্থা করিবে। উপাসনা ভাল সুরে হওয়া চাই। সর্ব্বদা শক্তিবাদ

গ্রন্থাবলী পাঠের অভ্যাস রাখিবে। নিজের স্বাস্থ্য, নিজের চাকরী ও নিজের সাধনাই আসল কথা। মুসলমানদের প্রশ্রয় দিয়া দেশ ভাগ হইয়াছে। এখন মুসলমানদের সংখ্যা ও শক্তিবৃদ্ধি এবং হিন্দুদের সংখ্যা ও শক্তিহীন করিবার এবং সবরকম মুসলীম দুর্নীতির প্রশ্রয় ও কমুনিজমের প্রশ্রয় চলিয়াছে। আমরা মনে হয় ভারত এখন আমাদের নাগালের বাইরে চলিয়া গিয়াছে। ঈশ্বর বা দৈব জগৎ যদি অনুকূল হয় তবে ভারত রক্ষা পাইবে। শক্তিবাদের প্রচার করিয়া ভারতকে রক্ষা করিবার সময়ও প্রায় শেষ হইয়াছে। তবুও প্রচার ও সাধনার চেষ্টা রাখিতে হইবে। যদি শক্তিবাদের প্রসার না হয়, তবে যে ভয়ঙ্কর অত্যাচার বাঙ্গলার আকাশ বাতাস বিষাক্ত ও রক্তাক্ত করিয়া ছিল সে আবার নামিয়া আসিবে। ইতি - সত্যানন্দ

৫।৮।৭৩ তারিখে লেখা চিঠি :

এখানে এমেরিকার এবং দক্ষিণ এমেরিকার আদিবাসীরা ভয়ঙ্কর দুর্দ্দশায় আছে। ইহারা ইণ্ডিয়ান বলিয়া পরিচিত। ইহারা নিশ্চয়ই ভারতবাসী। পালতোলা জাহাজে ইহারা যে আসিয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই। কানাডার মধ্যে যেটুকু স্থান ইউনাইটেড ষ্টেটস এর সঙ্গে সংযুক্ত সেই স্থানের মধ্যে ১০০ মাইল চওড়া স্থানই বাসোপযোগী এবং সমৃদ্ধশালী। এই স্থান হইতে এই আদিম বাসীরা বিতাড়িত। কানাডার যে সব স্থানে এরা বসবাস করে, সেখানে কোনও প্রকার চাষের ব্যবস্থা নাই। বৎসরের মধ্যে ৬ মাসের বেশী সময় বরফে ঢাকা থাকে। বাকী সময় এসব স্থানে মৎস্য ও বন্য পশুই ইহাদের প্রধান আহার্য্য। শুনিতেছি ইহাদের জীবন কাল ৩০ বৎসরের মত। অর্থাৎ ইহারা বেশীদিন বাঁচেনা। ইহাদের মোট জন সংখ্যা ২ লক্ষের কম। ইহারা নানা প্রকার দল ও দলপতির তত্ত্বাবধানে স্বয়ং শাসিত জাতি। কানাডা ইহাদেরই দেশ। কিন্তু ইহারা যে কনাদ ঋষির শিষ্য সম্প্রদায় ইহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই। মহর্ষি কনাদ বৈশেষিক দর্শন শাস্ত্রের প্রবর্ত্তক। দর্শন খানা বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়।

ইহা আমাদের ষড় দর্শনের একখানা। ইহা আমাদের দেশের প্রথম দর্শন শাস্ত্র। ইহা জড়বাদীয় দর্শন। আমি এই দর্শন শাস্ত্রখানার হিন্দি অনুবাদ ও সংস্কৃত মূল পাঠ করিয়াছি। ইহা ষোড়শ পদার্থবাদী, পদার্থ-শব্দ ও জড়বস্তু ও পদার্থ একার্থ বাচক। মনে হয় কনাদ ঋষির কোন শিষ্যই এই দেশে আগত প্রথম দলের নেতা ছিলেন। কনাদ ঋষির নামে এই দেশের নাম এরা দিয়াছিলেন কানাডা (কনাদ)। এরা ঈশ্বরকে বলেন অখণ্ড বা ও খণ্ড। ‘‘অখণ্ড মণ্ডলা কারো ব্যাপ্তং যেন চরাচরং’’ ইহা গুরু প্রণামের প্রথম অংশ। গুরুই ইহাদের ঈশ্বর। কাজেই ইহারা ঈশ্বরকে অখণ্ড বলে। এরা নির্যাতিত ও বিতাড়িত, ইহারা বনবাসী হইয়াছে। ইহাদের কোন আধুনিক সভ্যতা নাই। ইহাদের জন্য একটু ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। এই দেশের যেখানেই তাকাই সবই ফাঁকা ঘাস জঙ্গলের দেশ। মানুষও নাই, চাষও নাই। পশুও খুব কম। এখানকার বর্ত্তমান সরকার খুব দয়াবান। এঁদের কর্ত্তব্য এইসব ফাঁকা স্থানের মধ্যে এদের ১০, ২৫ ঘর করিয়া লোক ধরিয়া গৃহাদির ব্যবস্থা করিয়া বসাইয়া দেওয়া এবং ফলের চাষ করিয়া ইহাদিগকে মজুরীর কাজ দিয়া প্রচুর শস্য ও খাদ্য উৎপন্ন করিবার ব্যবস্থা করা। বৃহৎ চাষীরা চাষের মাধ্যমে ইহাদের দ্বারা আয়, খাদ্য, সভ্যতার প্রবর্ত্তন করিলে খুবই মঙ্গলের কার্য্য হইবে। এমেরিকার আদিম বাসীদের বিশ্বাস ইহাদের আদিম বাসীদের মধ্যে অনেক যোগী

মহাপুরুষ আছেন। তাঁহারা এমেরিকার বরফ ঢাকা পর্ব্বতে তপস্যায় মগ্ন আছেন। ইঁহারা হিমালয় ও তীব্বতের সাধু। কাজেই এমেরিকার ইণ্ডিয়ানরা ভারতের লোক ইহাতে সন্দেহ নাই। দক্ষিণ এমেরিকার অধিবাসীরা খুবই সভ্য জাতি ছিল। উহাদের বাড়ী ঘর ও প্রাচীন গৃহাদির কঙ্কাল এখনও বর্ত্তমান। স্পেনীশ ও অন্যান্য সব জাতিরা এদেশ কাড়িয়া লয়। উহারা দলে দলে অহিংসা বাদ গ্রহণ করে এবং স্পেনীশ যোদ্ধাদের সামনে জীবন দান করিতে থাকে। এবং অবশিষ্টরা বনে জঙ্গলে আশ্রয় লয়। ইহারা সর্ব্বপ্রকার সুখ ও সভ্যতা বর্জিত জাতি। এই ভাবে মুসলমানরাও ভারতে প্রবেশ করিয়া নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রথম আক্রমণ করে এবং তাদের তীব্র আক্রমণের সামনে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা দুর্ব্বলবাদ প্রভাবিত অহিংসার ধর্ম্মরক্ষার্থে দলে দলে জীবন দান করে এবং অবশিষ্টরা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করে। সেই হইতে ধীরে ধীরে মুসলমানরা রাজ্যবিস্তার করিয়া হিন্দু ও হিন্দু সভ্যতার ধ্বংস ও মুসলমান ধর্ম্ম বিস্তারে মন দেয়। বর্ত্তমান হিন্দু সম্প্রদায় সর্ব্বধর্ম্মের আশ্রয় লইয়া প্রকৃত জাতীয়তাবাদ ও সনাতন ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া ভারতবর্ষে কানাডার ন্যায় আদিম বাসী সম্প্রদায় ভুক্ত হইতে চলিয়াছে। কানাডায় আদিমবাসীদের ধারণা মনু রাজর্ষি ইহাদের সমাজ প্রবর্ত্তক। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ আপনাদিগকে সূর্য্যবংশীয় এবং কেহ কেহ চন্দ্রবংশীয় বলে। কানাডায়, এমেরিকায় এবং দক্ষিণ এমেরিকায় আদিম বাসীরা Unjust Race। সমস্ত পৃথিবীতে এবং ভারতে ইহাদের জন্য ব্যবস্থার অনুকূলে আন্দোলন হওয়া কর্ত্তব্য। সমস্ত পৃথিবীতেই হিন্দুরা নির্য্যাতিত। ভারতেও দুর্ব্বলপন্থী নেতারা হিন্দু সমাজের শত্রুতা না করিয়া ভারতকে শক্তিবাদের পথে গঠিত করিবার চেষ্টা করিলে ভাল করিত। ভারতীয়রা সর্ব্বত্রই এখানে মনুষ্যত্বহীন। আমি কি করিতে পারিব এখনও জানি না। ইহার কারণ আমার কাজের সহায়ক নাই। যাহারা সংস্পর্শে থাকে তাহারা পূর্ণ মনে কাজ করে না। অপুষ্টপন্থী। আমার চিন্তা ধারা ও সহযোগে যতটা জাগাইতে পারে সেই চেষ্টা। এখনও কোন ইনফ্লুয়েন্স শালী লোকের সংস্পর্শে আসি নাই। এদেশে সাধু সন্ন্যাসী বৈষ্ণব, হঠযোগী প্রভৃতি গণকে এদেশের ও এমেরিকার রাজশক্তি প্রচুর অর্থদানে ও প্রচারের মাধ্যমে কাজে ব্রতী করিয়াছিল। কিন্তু এখন তাহারা অসন্তুষ্ট। এখন তাহারা আর অর্থ দিবে না। ইহারা ভাবিয়া ছিল কম্যুনিজম বাধা পাইবে, সে আশা আজ ইহারা করেনা। আমি শক্তিবাদ সোসিয়ালিজমের প্রচার চাই, এবং যাহারা চায় তাহাদিগকে দীক্ষাও দিব। ইতি - সত্যানন্দ।

১১।৮।৭৩ তারিখে লেখা চিঠি:

পূর্ব্বে পত্রে তোমাদিগকে উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ নাগলোকের আদিম অধিবাসীদের কথা লিখিয়াছি। উত্তর মেরু হইতে দক্ষিণ মেরু পর্য্যন্ত বিস্তৃত এই বিশাল দেশের নাম নাগলোক। আমি এখন নাগলোকের উত্তর প্রান্তে আছি। ইহা উত্তর মেরুর নিকটবর্ত্তী স্থান। এখানে সূর্য্য প্রায় রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়। আমি সাধারণতঃ ৫টায় বাহির হই। অটোয়া নদীর ধারে যাই, বেড়াই। নদীর ধারে পাথরে বসিয়া সন্ধ্যা তর্পণাদি আরম্ভ করিয়াছি। আসন মন্ত্রের ঋষি মেরু পৃষ্ঠঃ অর্থাৎ মেরুর পৃষ্ঠ দেশে প্রতিষ্ঠিত ঋষি। এখানে নদীর ধারে কেহ পায়খানা প্রস্রাব করে না। কাজেই খুবই স্বচ্ছ স্থান। চুনারের কেল্লার ঘাটের মত পাথরের প্রাকৃতিক ঘাট। চুনারের ঘাট ২, ৫ বিঘা জমির উপর। এখানের ঘাট দিগন্ত বিস্তৃত, সবই পাথরে ঘাট। স্থানে স্থানে মাটিও আছে। সন্ধ্যা করিতে

বসিয়া আজ মাত্র একটা মানুষ দেখিয়াছি। মানুষ যেন এই নির্জ্জন তপঃ ভূমির কোথাও নাই। অনেক সময় মনে হয় এখানে কোন কাজ হইল না। অ্যানকনগুইন চার্চ্চের সভার পর এখানে একটা ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। নূতন চিন্তা নূতন সমাজবাদ নূতন ধর্ম্ম নূতন যোগসাধন কাজেই সামনে ভাল মানুষী এবং ভিতরে ভিতরে কুবিষ্ণুলীলা খুবই ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে। এ বাড়ীতে যাহারা আছে, তাহাদের চিন্তাধারা সেইরূপই চলিয়াছে। যে আসে সেই নূতন কথা শুনিয়া যায়। আমাকে বয়কট করিবার ব্যাপক চিন্তা চলিয়াছে। যাহাতে নিকটে কেহ না আসে এজন্যেও ষড়যন্ত্র। সব দেখি কিন্তু খুব বেশী বলি না। কেবল বলি, যদি বুঝিতে পারি কিছু হইবে, তবে এক বৎসর ভিসা বৃদ্ধি করিব এবং ৪০০ ডলার টিকিটের দরুণ জমা দিব। নয়তো চলিয়া যাইব। পত্রিকায় যিনি রিপোর্ট দেন তিনি কয়েকবার আসিয়াছিলেন। কাল তিনি সংবাদ পাঠাইয়াছেন। এবার তিনি কয়েক জন গোপীকে সঙ্গে আনিবেন। এবং তিনি ও তাঁহার গোপী স্বামীরা নানারকম প্রশ্ন করিবেন। আমি বলিয়াছি আমি আন্তরিকতার সহিত সকলকে স্বাগত জানাইতেছি। আসিবার পূর্ব্বে তাঁহারা যেন যত প্রশ্ন আছে সব লিখিয়া লইয়া আসেন। উত্তর লিখিবার মত স্থান যেন প্রশ্নের নিম্নে থাকে, যাহাতে উত্তরগুলিতে ভ্রান্তি বা বিস্মরণ দেখা না দেয়। রিপোর্টার একজন মহিলা। তাঁহার ইচ্ছা আমার সম্বন্ধে বড় প্রবন্ধ লেখেন। এইজন্যে দেরী হইতেছে। পরশু একজন বিদ্বান লোক আসিয়াছিলেন। আলোচনার পর বলিলেন, সবই নূতন কথা শুনিলাম। পূর্ব্বে জানিতাম গোপীরা সবই নিজ নিজ স্থানে লইয়া থাকেন। কিন্তু আপনার চিন্তা বিশ্বের সমাজের ও মানুষের কল্যাণের কথায় পরিপূর্ণ। আমি তাঁহাকেও বলিয়াছি যদি বুদ্ধিমান ও প্রভাবশালী লোক পাই তবে এক বৎসর থাকিব নয়তো মাত্র ৪ মাসের মধ্যেই চলিয়া যাইব। এবং এখানকার প্রধানমন্ত্রীকে পত্র দিয়াছি। যাহাতে তাঁহারা আমাকে বুদ্ধিমান ও প্রভাবশালী লোক দেন। কে কি ভাবিল বা বলিল বা করিল বা করিল না, সেইটা লইয়া আমি ভাবি না। সুবিধা পাইলেই শক্তিবাদের কথা বলিব। তোমরাও তাহাই করিবে। এবং উপার্জ্জনক্ষম হইয়া মঠে থাকিবে। বার বার শক্তিবাদের গ্রন্থাবলী পাঠ করিবে। ভারতবর্ষে ব্যাপকভাবে শক্তিবাদ প্রচার হওয়া চাই এবং প্রয়োজন। প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শক্তিবাদ ম্যানিফেষ্টো রাজনীতির অঙ্গরূপে পাঠ্য করুক। পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন করা হেড্‌মাষ্টার এবং কলেজের প্রিন্সিপ্যালের হাতে। সেখানে সরকার কি বলিবেন। ধর্ম্ম শিক্ষা পাঠ্য করা এবং ধর্ম্ম শিক্ষা প্রবর্ত্তন করা এক কথা নয়। শক্তিশালী সমাজও পাঠ্য করা যায়। পূর্ব্বে তোমাদের এমেরিকার হিন্দুদের কথা বলিয়াছি। এবার নিউগিনি ও অষ্ট্রেলিয়া বিষয়ে বলিব। নিউগিনীতে শিব উৎসবে শূকর বলি উৎসব অত্যন্ত প্রসিদ্ধ উৎসব। সেইখানে আদিবাসীদের মধ্যে একজন গৃহী মহাপুরুষের কথা আছে। এমেরিকার ষ্টানফোর্ট ইউনিভারসিটির প্রফেসর ফিলিপ এল. নিউম্যান একটি বই লিখিয়াছেন। বইখানার নাম গুরুরাম্বা। গুরুরাম্বার কথা পড়িলে মনে হয় তিনি ব্রহ্মনাড়ীর উপাসক। তিনি পরিষ্কার ও যুক্তিবাদ সহকারে বুঝাইয়াছেন শরীরের মধ্যেই সব আছে। শরীরকে জানিলে সব জানা যায়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব রহস্য শরীরের জ্ঞানের সঙ্গে সংযুক্ত। সবগুলি কথাই গীতার কথা। এরা কোনও প্রকারে লজ্জা নিবারণ করিয়া জীবন কাটায়। গাছের ছোট ছোট ডগা বাঁধিয়া একগুচ্ছ পেছনে ও একগুচ্ছ সামনে বাঁধিয়া চলাফেরা করে।

মেয়েরা যতটা পারে বন্য পশুর চামড়া দ্বারা যতটা পারে ঢাকা দেয়। নিউগিনির মাঝামাঝি স্থানে পাহাড়ের মধ্যে এদের বাড়ী। ১৫ হাজার ফুটের উপর টেবিল ল্যাণ্ডের উপর ইহাদের বাসস্থান। এরা হচ্ছেন নিউগিনির ইণ্ডিয়ান, অষ্ট্রেলিয়ার ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে ইহাদের সম্বন্ধ সূত্র রহিয়াছে। ভারতবর্ষ, লঙ্কা, ব্রহ্মদেশ, মালয়, জাভা, ফিলিপিন, নিউগিনি, অষ্ট্রেলিয়া সবই হিন্দুদের দেশ। হিন্দুরা নিজের দেশে শক্তিবাদ হারাইয়া নিজেদের পতন আনে এবং সমস্ত হিন্দু দেশগুলি নিজেদের অস্তিত্ব নষ্ট করিয়া শ্বেত জাতির পদানত হয়। স্থমিত্রা দশরথের স্ত্রী। ইনি স্থমাত্রার রাজকন্যা। পদ্মিনী সিংহলের রাজকন্যা। সব পৃথিবীই তখন ভারতের সঙ্গে নৌ জাহাজের সংযোগে সংযুক্ত ছিল। ঐদিকে তিব্বত, চীন, রুশিয়া, জাপান, ব্রহ্মদেশ, ইন্দুচীন, সবইতো হিন্দুর দেশ। কয়েকজন বিদ্যার্থী বিনা ভাড়ায় আশ্রমে থাকিতে পারিবে যদি তাহারা মঠের কাজে লাগে। ইতি - সত্যানন্দ

১৬।৮।৭৩ তারিখের লেখা চিঠি :

আমি এখনই কানাডায় ইণ্ডিয়া (জঙ্গলী) অফিস হইতে আসিলাম। আমার সঙ্গে আন্তরিকতা পূর্ণ ভাল ব্যবহার করিয়াছে। তাহারা ফটো প্রিন্টিং মেসিনে আমাকে আধ ঘণ্টার মধ্যে ২ কপি 'শক্তিবাদ ম্যানিফেষ্টো' ছাপিয়া দিয়াছে। এক কপি তাহারা নিজেদের জন্য ছাপিয়াছে। এর মধ্যেই আমি চলিয়া আসিলাম। খুব লম্বা ও হৃদ্যতাপূর্ণ আলোচনা হইয়াছে। খুব Strong আলোচনা হইয়াছে। আমি তাঁহাদিগকে আমার ইণ্ডিয়ান বন্ধু বলিয়া সম্ভাষণ করিয়াছি। ইহাতে তাঁহারা মুগ্ধ হইয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন আপনি ইণ্ডিয়ান আমাদিগকে নিজেদের লোক বলিয়া আপন করিয়া কথা বলিতেছেন ইহা হইতে স্থখের কথা কি হইতে পারে? আমাদিগকে এমন আপন করিয়া কেহ কথা বলে নাই। আমি বলিয়াছি আপনারা ইণ্ডিয়ার লোকেদের সাথে সংযোগ রাখুন। ইণ্ডিয়ান গভর্ণমেণ্ট হয়তো আপনাদের সঙ্গে গভীর সংযোগ রাখিবে না। জনসঙ্ঘ ও অন্যান্য দলের সঙ্গে সংযোগ রাখিতে পারেন। আমরা শক্তিবাদীরা আমাদের সঙ্গে মিলাইয়া লইয়াছি। আমরাও কোন শক্তিহীন ব্লক নই। সেক্রেটারী একজন দিল্লীবাসিনী মহিলা নাম স্থভাষ আপ্পল খুব ভাল মহিলা। আমি হিন্দীতে কথা বলিতে চেষ্টা করিয়া বিব্রত হইলাম। কারণ হিন্দী, ইংরাজী ও বাংলা মিশ্রিত হইতেছিল। শেষ পর্য্যন্ত ইংরেজী ভাষায়ই কথা বলিলাম। সব আলোচনা ইংরেজীতে হইল। দুইজন আফ্রিকাবাসী মুসলমান ছিল। সকলে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিল। সেখ দুইটী মাঝে মাঝে তর্ক করিতে চেষ্টা করিয়া হারিতেছিল। বলিল আপনার সঙ্গে তর্ক করিতে যাওয়াই অন্যায় কারণ আপনি অনেক বিদ্বান ও অভিজ্ঞ। যাহা হউক সেখ দুইজনেই তাহাদের গাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিয়া গেল। একদিন পরে হয় তো ভাল একটা সংস্পর্শ পাইলাম। অপুষ্ট বিষ্ণুর চক্করে অস্থির ছিলাম। ঐ দিকে মদনবাবুও বাঙ্গালীদের মধ্যে ব্যাপক বিরোধিতা চালাইয়াছে। আমি খুব সাবধানে কথা বার্ত্তা বলি। যেই আকৃষ্ট হয় সেই বাধা পায়। এই ভাবেই চলিয়াছে এখন হয়ত ভাল পরিস্থিতি সামনে আসিবে। অপ্পলের স্বামীকে ফোনে ডাকিব। এবং দেখি এইস্থানটা বাদ দেওয়া যায় কিনা। এই স্থানে আসিয়া খুব ক্ষতি হইয়াছে। আমার রঙ্গীন ফটো চাহিয়াছে সে কোনই কাজ দিবে না। আমি এখানে আরও সাধারণ মানুষ

হইয়া গিয়াছি। কোনই বেশ ভূষা নাই। ইণ্ডিয়ানদের সংস্পর্শ একটু গভীর হইলে কাজের সুবিধা হইবে। আমি কানাডা দেশের সব রাজনীতিকগণকেই হাতে পাইব। এমেরিকা, দঃ এমেরিকা, সকলকেই হাতে পাইব। ভারতকে এখানে বসিয়া ভালভাবে গড়িতে পারিব। আরও কয়েকটা দিন কাটিলে ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা দিতে অসুবিধা হইবে না। আজ এরা বলিতেছিল আপনার ইংরেজী ভাষা সুন্দর ও সতেজ। আমাদের বুঝিতে সুবিধাই হয়। হিন্দীভাষী মহিলা বলিতেছিলেন, আমরা সকলে আপনার যুক্তি পূর্ণ সতেজ আলোচনায় মুগ্ধ হইয়াছি। আমাদের প্রেসিডেণ্ট বলিয়াছেন তিনি শক্তিবাদ পাঠ করিবেন। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন আলোচনা সভায় আমাকে অনেকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। ভারতের ভয়ঙ্কর দুর্দ্দশার কথা আমরা শুনিতেছি। ভারত উহা অতিক্রম করিবে কি না? আমি বলিলাম, "দুর্ব্বল নীতিই ভারতকে ডুবাইয়াছে। শক্তিবাদ আসিলে বাঁচিয়া যাইবে। তোমার বালকের হাতে সংসার ছাড়িয়া দিলে সে সংসার চালাইতে পারে কি? ভারত রাজনীতি জ্ঞানে বালক নীতি গ্রহণ করিয়াছে। ইহা কাটিলে ভারতের দুঃখ কাটিবে।"

ইতি - সত্যানন্দ।

কানাডায় স্বামীজী ও সক্রিয় শক্তিবাদ সম্বন্ধে প্রচারিত মঠের পুস্তিকা

বৎসরাধিককাল স্বামীজী কানাডায় রহিয়াছেন। স্বামীজীর উপস্থিতির ফলে পশ্চিম গোলার্দ্ধে যে সব যুগান্তকারী ঘটনার সূত্রপাত হয় তাহার সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল। কানাডায় থাকাকালীন স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী কানাডার প্রধানমন্ত্রী ট্রুডোর সঙ্গে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পত্রালাপ করেন। কমন্ওয়েল্থ সম্মেলনে যোগ দিবার জন্য মুজিবর রহমান্ কানাডার রাজধানী অটোয়াতে আসিলে স্বামীজী বাংলাদেশে শক্তিবাদ প্রবর্ত্তনের বিষয়ে মুজিবরের সঙ্গে পত্রালাপ করেন। কানাডায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত স্বামীজীর সঙ্গে দুই ঘণ্টা ব্যাপী আলোচনা করেন। কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদিম অধিবাসীদের (রেড ইণ্ডিয়ানদের) মধ্যে স্বামীজী নবজাগরণ আনয়ন করিয়াছেন। ১৯৭৪ সালে আগষ্ট মাসে পাঁচ লক্ষ রেড ইণ্ডিয়ান এমেরিকার ''রোজ বাড্'' নামক স্থানে সমবেত হইয়া নিজেদের 'মনুর বংশধর' বলিয়া পরিচয় দিয়াছে। কলম্বাসের এমেরিকা আবিষ্কারের পর এই প্রথম রেড ইণ্ডিয়ানরা সমষ্টিগতভাবে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিলেন। শক্তিবাদের বিশ্ব-বিজয়ের পক্ষে এটা একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। শক্তিবাদকে অবলম্বন করিয়াই বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত, দারিদ্র-কবলিত ও হতাশাগ্রস্ত ভারত আবার জাগিয়া উঠিবে। দুর্বলবাদ ও অসুরবাদের কবলমুক্ত হইয়া শক্তিবাদের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভারত আবার শক্তিশালী ও সুসমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে। সমগ্র বিশ্ব শক্তিবাদের দ্বারা প্লাবিত হইবে।

স্বামীজীর কানাডায় প্রবেশ ও তৎপরবর্ত্তী ঘটনার তালিকা :-

১৩ই জুন ১৯৭৩ কানাডায় প্রবেশ।

২৪শে জুন ১৯৭৩ অলগন কুইন চার্চ্চে প্রথম বক্তৃতা।

জুলাই মাসে দ্বিতীয় সপ্তাহে তিনি নেটিভ ইণ্ডিয়ানদের (রেডইণ্ডিয়ানদের) অফিসে প্রবেশ করেন এবং ঘোষণা করেন নেটিভরা সকলেই হিন্দু এবং ভারতীয় সভ্যতার অংশ। ইহাতে মুগ্ধ হইয়া এক যুবক তাঁহাকে জড়াইয়া ধরেন এবং বলেন, ''আমাদিগকে কেহ মানুষই বলে নাই। আজ পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতায় প্রতিষ্ঠিত একজন হিন্দু তপস্বী আমাদিগকে ভারতীয় সভ্যতার শাখা, তাঁহাদের ভাই, তাঁহাদের বন্ধু এবং তাঁহাদের আত্মীয় বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। আজ আমরা ধন্য। আজ আমাদের মহান দিন।''

দুর্গাপূজার একমাস পূর্ব্বে তিনি অটোয়া হইতে টরেণ্টোতে চলিয়া আসিবার সময় বলিয়া আসেন - কস্‌মিক জগতে (Cosmic World) শক্তিবাদের জাগরণ আসিয়া গিয়াছে। ইহার এখন অবাধ গতি।

৪ঠা অক্টোবর '৭৩ তিনি কানাডার সর্ব্বপ্রথম দুর্গাপূজা করেন। স্বামীজী বলেন যে, ৫০৮ বৎসর ধরিয়া নির্য্যাতিত, নিপীড়িত, নিরক্ষর নীরব ও বন্য পশুর স্তরে আশার আলোহীন জীবনে অভ্যস্ত নেটিভরা (রেডইণ্ডিয়ানরা) জাগিবে। ইহাদের আত্মবিকাশের দিন সমাগত।

১৩ই জানুয়ারী, ১৯৭৪ টরেণ্টোতে স্বামীজীর জন্মোৎসব হয়। উৎসবে বহু দেশ এবং বহু জাতির লোকের সমাবেশ হয়। সকলে মুগ্ধ হইয়া শক্তিবাদ শুনেন এবং সমর্থন করেন।

১লা এপ্রিল '৭৪ হইতে টি ভি তে শক্তিবাদ প্রচারের সব ব্যবস্থা হয়। কিন্তু কোন অজ্ঞাত দৈব কারণে প্রচার বন্ধ হইয়া যায়। মে মাসে কানাডা সরকার হঠাৎ ঘোষণা করেন যে, ষ্ট্রাইকবাদীগণকে সহ্য করা হইবে না। ঘোষণার পূর্ব্বদিনও তাঁহারা ইহাদের তৈল মাখাইয়াছেন। এই তৈলমর্দ্দন নীতি বহু বৎসর ধরিয়াই চলিয়াছে। ইহাই পৃথিবীর সর্ব্বপ্রথম সরকারী নীতিতে স্ট্রাইকবাদের বিরোধিতা। আবার সঙ্গে সঙ্গে রটিয়া গেল যে ভারত কানাডার সাহায্যে এটম্‌ বম্‌ ফাটাইয়াছে। ইহাও শক্তিবাদ নীতি। জহরলাল বলিতেন, এটম্‌ বম্‌ ফাটিলে গর্ভস্থ সন্তানগণ বিকলাঙ্গ হইবে। এই ঘটনায় জহরের মুখে নিশ্চয়ই ছাই পড়িয়াছে। ভারতকেও স্ট্রাইকবাদ ভাঙ্গিতে হইবে।

১৯৭৪ মে মাসে নেটিভ ইণ্ডিয়ানদের (রেড ইণ্ডিয়ানদের) প্রেসিডেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন - ''আমরা সরকারের নিকট আর অর্থ সাহায্য চাই না। আমাদের জায়গা জমি দিয়ে দাও। আমরা নিজেরাই নিজেদের ব্যবস্থা করিব।'' ১৯৭৪ আগষ্ট মাসে ইহারা ৫০৮ বৎসর নির্য্যাতনের পর আমেরিকাতে প্রথম প্রকাশ্য সভায় মিলিত হইয়াছে। ইহাও শক্তিবাদ।

১৯৭৪ সালের জন্মোৎসবে স্বামিজী ''মরণের পর বিচার'' ও ''অনন্ত নরকের'' বিশ্বাসবাদকে সংশোধনের কথা বলেন। ইহা মিথ্যা ও অজ্ঞান কল্পনা। ইহা মানুষকে প্রেত অবস্থায় থাকিতে বাধ্য করে। স্বামিজী পৃথিবীর সকলকে শ্বাসে প্রশ্বাসে ওঁ জপ করিতে বলেন, 'হরি ওঁ' কীর্ত্তন করিতে বলেন। মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধ পিণ্ড ও তর্পণের নীতি প্রবর্ত্তন করেন। সকলকে অর্থ-সংযুক্ত বৈদিক নাম গ্রহণ করিতে বলেন। ইহাও সাদরে গৃহীত হইয়াছে। ইহকালের জন্য চার বিবি এবং বহিস্তবাসে ৭২ বিবির আশায়

‘উঠ বস্’ করিবার কসরৎ করিয়া লাভ নাই। এবং ৫০ হাজার বৎসর কবর বাসের পর অনন্ত বহিস্ত ও অনন্ত দোজক কল্পনা মিথ্যা কথা। এই বিশ্বাস লইয়া আর সময় নষ্ট করিয়া লাভ নাই। এখন লিঙ্গকাটা বন্ধ কর এবং ধ্যান ধারণায় মন দাও। শ্বাসে প্রশ্বাসে ‘ওঁ’ জপ কর। ‘হরি ওঁ’ কীর্ত্তন কর। কবরে নিপীড়িত আত্মীয়গণকে পিণ্ড ও তর্পণদানে উদ্ধার কর। বিশ্বের একমাত্র জাতীয় ভাষা সংস্কৃতে পূজাপাঠ প্রবর্ত্তন কর। সংস্কৃত ভাষায় অর্থযুক্ত নাম গ্রহণ কর। ভারতের বুকে এবং সমস্ত এমেরিকায় যে ভয়ঙ্কর অত্যাচার ও বর্ব্বরতা হইয়াছে, ইহার জন্য অনুতপ্ত হও। ‘ওঁ’ জপ ও ‘হরি ওঁ’ কীর্ত্তনে মন দাও।

ভারত ভাগের পরই শক্তিবাদ প্রবর্ত্তক স্বামিজী স্বাধীন পূর্ব্ববঙ্গ হিন্দু রাষ্ট্র ঘোষণা করিয়াছিলেন, জহরলাল সেই রাগে শক্তিবাদ সেক্রেটারী অরুণ ঘোষকে বন্দী করেন এবং শক্তিবাদ দমনের আদেশ দেন। এই ঘটনার পঁচিশ বৎসর পর ঠিক সেই তারিখেই মুজিব স্বাধীন পূর্ব্ববঙ্গ রাষ্ট্র ঘোষণা করেন। অসুরবাদী পাকিস্তান পূর্ব্ববঙ্গকে রক্তগঙ্গায় প্লাবিত করেন। সেই জহরলালের কন্যাই পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দু সেনা পাঠাইয়া পূর্ব্ববঙ্গ উদ্ধার করেন। ইহা জহরের মুখে কালিমা ও শক্তিবাদের বিজয়। ইন্দিরা যদি সিমলা শৈলে না যাইতেন তবে তাঁহার বিরুদ্ধে আমাদের বলিবার কিছুই ছিল না। এবার চিনি মক্কাবাদের জন্য চার বিবি বরাদ্দ বন্ধ করুন। নয়তো হিন্দুরা ভালভাবেই জন্মবৃদ্ধির কসরতে অগ্রসর হইতে বাধ্য হইবেন। হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হইবে কি সংস্কৃত রাষ্ট্রভাষা হইবে সেই বাঙ্গালীরাই প্রমাণ করিয়া দেন। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের নেতৃত্বে বঙ্গভাগ। সেটা শক্তিবাদের এবং সত্যানন্দের নীতি একথা পূর্ব্বেই বলা ছিল, তারকেশ্বরের সভায় তিনি ইহা ঘোষণা করিয়াছেন। মৃত্যুর পর ৫০,০০০ বৎসর কবর বাসের দুর্গতি ও অনন্ত নরক ও অনন্ত স্বর্গের কুকীর্ত্তি বিলোপের দিন এবার সমাগত। শক্তিবাদ দার্শনিকতা ও যুক্তিবাদের ভিত্তিতেই বিশ্বজয় করিবে। তাহাকে অস্ত্রধারণ করিতে হইবে না। মক্কাবাদের ‘cry’ দিয়া আর লুণ্ঠনের সুযোগ আসিবে না। ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ হইবে। অসুরবাদীরা যে সব অস্ত্রবলে বলীয়ান, শক্তিবাদী ভারত উহা গ্রহণ করিবে। মৃত্যুর পর ৫০,০০০ বৎসর কবর বাস, অনন্ত স্বর্গ ও অনন্ত নরক দ্বারা আত্মার প্রেতলোক প্রাপ্তি হয়, ইহা অজ্ঞানতামূলক ও অসুরবাদমূলক ভ্রান্ত নীতি। ইহা মানবকে সর্ব্বনাশে লইয়া যাইবে। তোমরা ওঁ জপ কর শ্বাসে প্রশ্বাসে। ‘হরি ওঁ’ কীর্ত্তন প্রবর্ত্তন কর। ইহা দ্বারা আত্মশক্তি বৃদ্ধি কর। মন ও স্বভাব সুন্দর ও বীর্য্যবান কর। বেদই পৃথিবীর আসল ধর্মগ্রন্থ। সকলেই গোত্র গ্রহণ কর। ঋষিরাই মানবের আদি পুরুষ - ইহারই নাম গোত্র। গুরুর গোত্র, পুরোহিতের গোত্র, শিক্ষকের গোত্র বা নেতার গোত্র গ্রহণ কর।

দিল্লীর অনীহায় শক্তিবাদের অনুকূলে এবারও পত্রিকাওয়ালারা সাহায্য করে নাই। আমরা দিল্লীতে ইন্দিরাকে বলিয়া রাখি, শক্তিবাদ প্রচার তাঁহাদিগকে করিতেই হইবে। স্ট্রাইকবাদ বন্ধ করিতে হইবে।

সরল সংস্কৃত ভাষার প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। নিজেদের মধ্যে শিষ্ট সম্ভাষণের আদান প্রদানের সময় সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার চালু করিতে হইবে। সভা সমিতিতে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করিবার পূর্ব্বে সংস্কৃত ভাষায় কয়েক মিনিট ভাষণ দিবার প্রথা

করিলে সর্ব্বত্র সংস্কৃত ভাষা দ্রুত প্রসার লাভ করিবে। ভারতীয় বেতার বার্ত্তায় সংস্কৃত ভাষায় সংবাদ পরিবেশনের সূত্রপাত শক্তিবাদের বিশ্ববিজয়ের ইঙ্গিত বহন করিতেছে। ইহার ফলে হিন্দী ভাষার প্রভাব ক্ষীণ হইয়া ক্রমে সংস্কৃত ভাষা রাষ্ট্রভাষায় পরিণত হইবে। ভারত রাষ্ট্রের শক্তির উৎসমুখ খুলিয়া যাইবে।

কানাডা হইতে স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী লিখিত কয়েকখানা চিঠির উদ্ধৃতি

তারিখ ২.২.৭৪ : আন্তরিক আশীর্বাদ। পত্রে মঠের উৎসবের সংবাদ পাইয়া সুখী হইলাম। যে সব সাধুরা, আমেরিকায় আসিয়া টাকা যোগাড় করিয়া চলিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের বিরুদ্ধে পত্রিকায় বেশ সমালোচনা হয়। খৃষ্টান ধর্ম্মের এখন বেশ ভাঙা হাট। চার্চে খুব ঘণ্টা বাজে, কিন্তু লোক হয় না। কেহ যিশুবাদ বিশ্বাস করে না। হিন্দু সাধুরাও অপ্রিয় হইয়া গিয়াছেন। ‘‘হরে কৃষ্ণ’’ সম্প্রদায় এখন বোবা সম্প্রদায়। ‘শক্তিবাদ’ কেহ জানে না। যিশু ধর্ম এখনও মিথ্যা কথার ভিত্তিতেই চলে। যিশুর ফাঁসী হয় নাই। ক্রুশেও মরে নাই। সবই মিথ্যা কথা। একটা মরা মানুষকে ক্রুশে ঝুলাইয়া দিয়াছিল। সেই মরাকেই কবরে দেওয়া হইয়াছিল। মিথ্যা কথা রটিয়া যায়। কাজেই কবর খোড়া হয়। ইতিমধ্যে মরাকেও শিষ্যরা সরাইয়া লইয়া যায়। এবং প্রচার হয়, যিশুকে গড শরীর সহ স্বর্গে লইয়া গিয়াছেন। যিশুকে ভারতে পাঠানো হয়। কাশ্মীরে তিনি হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম অধ্যয়ন করেন ১৮ বৎসর। পরে জেরুজালেমে যান এবং ধর্মও প্রচার করেন। পরে ভারতে আসিয়া মারা যান। একটা মিথ্যা কথার ধাপ্পাকে কেন্দ্র করিয়া কতগুলি অযৌক্তিক বিশ্বাসকে ধর্মের নামে চালাইয়া ২০০০ বৎসর চলিল। যিশুবাদ ও মক্কাবাদ পৃথিবীর ভয়ঙ্কর দুঃখের ও অশান্তির কারণ। অনেক চার্চে আর ক্রুশ চিহ্ন নাই। তোমরা সকলে ঘরে ঘরে মঙ্গলঘট স্থাপন করিবে এবং অন্যদেরও করিতে বলিবে। তবে আর অর্থের অভাব থাকিবে না। মা মঙ্গলময়ীই দিবেন। এই মঙ্গলঘটের অর্থ শক্তিবাদ প্রচারের জন্য আশ্রমে দিতে পার বা শক্তিবাদীয় যে কোন কাজে নিজেরাও খরচ করিতে পার অথবা শক্তিবাদের সংসার মনে করিয়া নিজেদের সংসারের জন্যও খরচ করিতে পার।

তারিখ ২৬.৬.৭৪ : আন্তরিক আশীর্বাদ। আপনি সংস্কৃত আন্দোলনে সাহায্য করিবেন জানিয়া সুখী হইলাম। আপনি একবার কালিঘাটের জ্যোতি বাবুকে বলিবেন, যাহাতে শক্তিবাদের কথা পঞ্জিকায় দিতে থাকেন। সংস্কৃতকে সামনে আনিবার ব্যাপারে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সাহায্য থাকা প্রয়োজন। বাঙ্গালী জাতের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সংস্কৃত ভাষা ভিন্ন দিল্লীকে কাবু করা যাইবে না। তিনি যেন স্পষ্ট বলেন যে, শক্তিবাদকে কেন্দ্র করিয়া সংস্কৃত ভাষার প্রভাব বৃদ্ধি হইবার লক্ষণ আছে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও জনতায় ইহার প্রভাব বৃদ্ধি হইবে এবং বাংলার প্রতিপত্তি ও সম্মান বৃদ্ধি হইবে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সংস্কৃত আন্দোলনে নামিয়া পড়া প্রয়োজন। সরল সংস্কৃত

এবং শুদ্ধ সংস্কৃত, আমরা দুইটাই চাই। পশ্চিমবঙ্গে আমার কাজ করা যথেষ্ট অসুবিধা। ইহার কারণ আমার জন্ম পূর্ব্ববঙ্গে। সেখানে বংশের প্রতিপত্তি, সম্মান ও প্রতিষ্ঠা ভালই ছিল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে আমার সেসব মূলধন নাই। তাহার উপর আমি আবাল্য বাংলার বাইরের লোক। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ হাতে ছিলেন। তাঁহাকে হত্যা করা হইল। ইহাতে আমি নানাভাবে বাধার সম্মুখে পড়িলাম। এখন ... প্রভৃতিরা যথেষ্ট সহায়ক হইয়াছে। কাজও অনেকটা হইয়াছে। আমি এখন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, জ্যোতিষ স্কুলের সংস্কৃত শিক্ষক ও সংস্কৃতকে যে ভালবাসেন এমন মহানুভবীদের সামনে আসিতে বলি। আমাদের শক্তিবাদ আছে। ইহা নিখুঁত মতবাদ। ইহাকে প্রসার করিতে জেল ফাঁসি নাই। ইহার ভিত্তি অতীব সুন্দর। বেদ, বেদান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত শাস্ত্রের সমর্থন আছে। সমস্ত জড়বাদকে এবং যবনবাদকেও আমরা গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছি। শুধু শক্তিবাদ প্রচার করুন আর সরল সংস্কৃতে কথা বলিবার অভ্যাস করুন। বাংলার সংস্কৃত আন্দোলনে সমস্ত চিন্তাশীলকে ও শিক্ষিতদের ডাকুন। দিল্লী কি করিয়া মুসলমানদের পায়ে তেল দিয়া এবং হিন্দুর সর্বনাশ করিয়া রাজ্য করে সেটা আমি দেখাইয়া দিব। শক্তিবাদ গ্রন্থাবলী পড়িতে দিন। বোকা হইলে আর চলিবে না। পূর্ব্ববঙ্গ মক্কাবাদকে ভয়ঙ্কর পদাঘাত করিয়াছে। আর ভারত সেখের পায়ে তেল দেয়। আমরা পূর্ব্ববঙ্গেও শক্তিবাদের প্লাবন আনিব। মক্কাবাদ পৃথিবী হইতে মিটাইয়া দিব। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে কাজে নামিতে বলুন। এখানে খুব ছোট আকারে শক্তিবাদ সমাজের ভিত্তি দিয়াছি। এখনও উচ্চস্তরের লোকদের পাই নাই। চেষ্টাও হয় নাই। কেবল বাধা, কেবল বাধা। তবু অনেক হইয়াছে। যাহারা শক্তিবাদ পাঠ করিয়াছে, সকলেই অনুগত ও সমর্থক। যাহা হইয়াছে আমার পক্ষে তাহা যথেষ্ট। আমি এখন উপরের স্তরের লোকের কথা ভাবিতেছি। তাহারা নামিয়া আসিলে কাজের সুবিধা হইবে। এখানকার প্রাচীন হিন্দুরা আগষ্টের প্রথম সপ্তাহে ''মনুর বংশ'' বলিয়া আত্ম পরিচয় দিয়া বিরাট সভা করিতেছে।

ইতি সত্যানন্দ

উদ্ধৃত তারিখ ৩.৯.৭৪। ৫০৮ বৎসর নীরব নির্য্যাতনের পর পশ্চিম গোলার্দ্ধের হিন্দুদের (নেটিভ ইণ্ডিয়ান) মধ্যে পূজার পরই (১৯৭৩) চেতনার আবির্ভাব দেখা দিয়াছে। পূজার পরই এরা কুইবেকে একটা ইলেকট্রিক প্রজেক্টে ২,০০০ প্রবেশ করে। এই প্রজেক্টে সরকার ২০০ কোটি ডলার ব্যয় করিয়াছিলেন। ইহাতে বহুশত মাইল বিস্তৃত অঞ্চল সংলগ্ন ছিল। ইহার পর কোর্টের বিচারে নেটিভরা জয়ী হন। ১৯৭৪ জুলাই মাসে কানোড়া নামক স্থানে একটা পার্ক ওরা অস্ত্রসহ দখল করেন। এইজন্যও মামলা হইবে। আগষ্ট মাসে ওরা আপনাদিগকে মনুবংশ বলিয়া পরিচয় দান করিয়া রোজবাট নামক স্থানে সভা করিয়াছেন (মনু বংশ বলা মানে হিন্দু বলা)। সম্প্রতি নেটিভরা বাংকুইভার নামক দ্বীপটিকে নিজেদের সভ্যতা সংস্কৃতি রক্ষার কেন্দ্র রূপে দাবী করিয়াছেন। সমস্ত পশ্চিম গোলার্দ্ধটাই হিন্দুদের দেশ। ইহারা এখন বিলুপ্তির পথে। শ্বেত জাতি ইহাদের সব লইয়াছে, সর্বপ্রকার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে শ্বেত জাতিরা আফ্রিকার ক্রীতদাসগণকে দঃ আমেরিকায় একটা রাজ্য স্থাপনের সুযোগ দিয়াছেন। হিন্দুদের এবং সভ্যতার কঙ্কাল রক্ষায় ইহাদের প্রতি দয়া করা কর্ত্তব্য।

১৯৭৪ সালের মার্চ পর্য্যন্ত কানাডা সরকার ষ্ট্রাইকবাদীদের পায়ে তৈলমর্দন করিয়াছেন। এপ্রিলে ঘোষণা করিয়াছেন আমরা ষ্ট্রাইক সহ্য করিব না। আগষ্ট মাসে ষ্ট্রাইক হইবার সঙ্গে সঙ্গে নেতাগণকে মোটা অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত করেন। এই ঘটনা ১৯৭৩ সালে কানাডায় প্রচারিত শক্তিবাদের প্রভাব - ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

এবার আমরা ভারতের কথা বলি। জাকির হোসেনকে প্রেসিডেণ্ট করিবার পরই ভারতে মুসলমানদের দ্বারা ১৭ হইতে ৩৫টী রায়ট দেখা দেয়। এই সব রায়টগুলি সব কয়টাই মুসলমানদের সুপরিকল্পিত ও সুচিন্তিত আক্রমণ। প্রেসিডেণ্ট গিরির সময় এই রায়টলীলা ও রায়ট কার্য্য বন্ধ হয়। ইন্দিরা এবার ফকিরুদ্দিনের অঞ্চল ধরিয়াছেন। আসাম হইতে হিন্দু নির্য্যাতন ও বিতাড়ণের মূল হইতেছেন ফকিরুদ্দিন। ইহা অনেকেই জানেন। ইন্দিরার লজ্জা জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। বাঙ্গালীর আত্মসম্মান অনেকদিন পূর্ব্বেই শেষ হইয়াছে। হিন্দুপ্রধান সিলেটকে ও পার্বত্য চট্টগ্রামকে জহরলাল পাকিস্তানে দেন, সে শুধু রাষ্ট্রভাষায় বাংলার দাবী দাবাইবার জন্য। আমরা মুজিবকে শক্তিবাদের সঙ্গে হাত মিলাইতে বলিতেছি। মরণের পর কবরে থাকিয়া লাভ নাই। আসুন, মক্কাবাদ ছাড়িয়া বেদবাদে আসুন। গীতা পাঠ করুন। বাংলা অক্ষরে সংস্কৃত ও সরল সংস্কৃতই আমাদের রাষ্ট্রভাষা। সরল সংস্কৃত, সংস্কৃত, পালি, বাংলা সব একই ভাষা। দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করুন, শক্তিবাদ ধরুন।

মক্কার শিব মন্দির হইতে পঞ্চায়েৎ ভাঙ্গা হইয়াছে। সে শুধু অজ্ঞানবাদকে চালাইবার জন্য। দাবী করুন, মক্কার শিব মন্দিরে পঞ্চায়েৎ স্থাপন করা হউক। আমরা জ্যোতির্ময় শিব ও বামন শিব দুইই মানি। আপনিও উহার মর্ম্ম বুঝুন। জিন্না, ইন্দিরা, জাকির, ফকরুদ্দিনের যুগ শেষ হইয়াছে। শক্তিবাদের যুগ আসিয়াছে। ইহার গতি কেহ রুদ্ধ করিবার শক্তি রাখে না। আমরা ফকরুদ্দিনকেও শক্তিবাদ বুঝিতে বলি।

ইতি - সত্যানন্দ

উদ্ধৃত চিঠির তারিখ ১২.৭.৭৪; বিজয় উৎসব ও জয়ডঙ্কা বাজাইবার কথা কেন লিখিয়াছি সেটা আপনাকে বিস্মিত করিয়াছে। এখানে জয় মানে শক্তিবাদের জয় এবং অসুর ও দুর্ব্বলবাদের পরাজয়। বৌদ্ধবাদ এক সময় ভারতকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। বুদ্ধদেব হিন্দুদেরই অবতার, সম্মানিত আপনজন। কিন্তু বৌদ্ধবাদীয় সমাজবাদে ''অহিংসা'' অধিক আপন এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ 'অন্যায়' পর্য্যায়ভুক্ত। বৌদ্ধবাদ বেদ বিরুদ্ধ ও যজ্ঞ বিরুদ্ধ। বৌদ্ধবাদ বেদবাদীয় সভ্যতাকে চাপিয়া দিয়াছিল। আচার্য্য শঙ্কর বৌদ্ধবাদ খণ্ডন করেন, বেদ ও বেদান্ত প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহাই ছিল শঙ্করের বিজয়বার্ত্তা। এই দেশ (কানাডা) হিন্দুর দেশ। শ্বেত জাতিরা ইহাদিগকে অস্ত্রবলে পরাজিত করিয়া এখন বন্যজন্তু করিয়া রাখিয়াছে। ৫০৮ বৎসর পর আমি এখানে আসিয়াছি। উত্তর মেরু হইতে দক্ষিণ মেরু পর্য্যন্ত বিস্তৃত দেশবাসী হিন্দুরা দুর্দশায় নিমজ্জিত। আমি আসিবার পর ইহাদের জাগরণ আসিয়াছে। ৫০৮ বৎসর পর ইহাই ইহাদের প্রথম জাগরণ। ইহাদের ভাষা নষ্ট করা হইয়াছে। বর্ণমালা ধ্বংস করা হইয়াছে। ইহাদের স্বর্ণমন্দিরগুলি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া লুট করিয়া ইউরোপের শ্বেতজাতিরা নিজেদের দেশে লইয়া গিয়াছে। ইহারা শত শত সন্ধি করিয়াও নিস্তার পায় নাই। ব্যাপক হত্যাদ্বারা ইহাদিগকে নির্বংশ করা হইয়াছে। আমি ইহাদিগকে হিন্দু বলিয়া

জাগাইয়া দিয়াছি। বিরাট পশ্চিম গোলার্দ্ধ ইহাদেরই দেশ। আমিই প্রথম ব্যক্তি, যে ইহাদের নেতাদের সঙ্গে সংযোগ করিয়া ইহারা যে মানুষ এই চেতনা জাগাইয়া দিয়াছি। ইহাদের জন্য হাট, বাজার, চাষ বা কাজকর্ম্মও নাই, বনের পশু হত্যা ভিন্ন জীবিকা নাই। আমি শ্বেতজাতির মধ্যে ইহারা যে মানুষ এবং ইহাদের সংগে মানবোচিত ব্যবহার যে মানুষের কর্ত্তব্য ইহার বোধ জাগাইয়াছি। হিন্দুধর্ম্মের শক্তিবাদ অংশকে ইহাদের সামনে ধরিয়াছি, শ্বেতজাতির সামনে আনিয়াছি। এইটা শক্তিবাদের বিজয়। এই বিজয়ের কথা আমার দেশে ঘোষণা করিবার প্রয়োজন আছে। আজ ৮০০ বৎসর ধরিয়া হিন্দুরা নির্য্যাতিত। মুসলমান, খৃষ্টান এবং বর্ত্তমানে কংগ্রেস কম্যুনিষ্টসহ সকলেই হিন্দু ধর্ম্মের শত্রু। আমি হিন্দু ধর্ম্মে শক্তিবাদের প্লাবন আনিতে চাই। আমি ভারতে শক্তিবাদের জাগরণ আনিতে চাই। এই দেশের প্রাচীন হিন্দুগণে শক্তিবাদের স্ফূরণ দেখিতে চাই। যাহারা অসুরবাদের আশ্রয় লইয়া ইহাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের বীজ দান করিতে চাই। ইহাই শক্তিবাদের বিজয়। এই বিজয় বার্ত্তার ডঙ্কা বাজাইবার প্রয়োজন আছে ভারতের আশু সর্ব্বনাশ রুদ্ধ করিবার জন্য।

কানাডা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ সালে লেখা স্বামীজীর বাণী

কানাডা হইতে ইংরেজী ২৭।৯।৭৪ তারিখে ফিরিবার সময় সেখানে উপস্থিত সমবেত দর্শনাথীদিগকে বলিলাম ‘‘তোমাদিগকে আন্তরিক আশীর্ব্বাদ তোমরা সুখে থাক। আমি নরক রাজ্যে যাইতেছি’’। দিল্লী নামিবার পরই প্রতিপদে নরকলীলা প্রত্যক্ষ করিতে করিতে কলিকাতায় পৌঁছিলাম ইং ১০.১০.৭৪ তারিখে।

ধর্ম ও বেদভূমিতে পঞ্চাশ বৎসরের অধিককাল শক্তিবাদ প্রচার করিয়াছি সব সময় মহামায়ার শ্রীচরণ নির্ভর করিয়া। চাঁদা ও ভিক্ষাবৃত্তি হইতে দূরে থাকিয়াছি, তবুও মঠের উপর আক্রমণ ও অত্যাচারের শেষ নাই। ভারতমাতা খণ্ডিতা, শক্তিবাদের একনিষ্ঠ সাধক ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ নিহত। বৌদ্ধভূমি তিব্বত নির্য্যাতিত। ভারতের চিরশত্রু মহাপাপ মক্কাবাদ প্রতিপদে তোষিত ও উল্লসিত। বেদবাদ প্রতিপদে নিষ্পেষিত। দেশ অন্নহীন, বস্ত্রহীন, দুগ্ধহীন, মনুষ্যত্বহীন।

কানাডায় এক বৎসর চার মাস ছিলাম। সেখানের প্রধান মন্ত্রী ট্রুডোকে আমি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল নেতা মনে করি। বিশ্বের ভবিষ্যৎ বিপ্লবকেন্দ্র যে শক্তিবাদ ইহা তিনি স্পষ্ট ঘোষণা করিয়াছেন এবং রাজনীতির মোড়ও সেদিকে ধীরে ধীরে ফিরাইয়াছেন। আমেরিকার এক বালিকা নিবেদিতা (নরমা) কানাডার বুকে নবীন সূর্য্যোদয়ে ঊষার আভাস শক্তিবাদের প্রভাব লক্ষ্য করিয়া এখানে শক্তিবাদ মঠে আসিয়াছেন। তিনি শক্তিবাদ প্রসার কল্পে ও শক্তিবাদীয় দুর্গাপূজার জন্য ১৬০০,০০ টাকা আমার হাতে দিয়াছেন এবং ফিরিয়া যাইবার সময় আরও কিছু সাহায্য দিবেন বলিয়াছেন। কানাডায় এক বৎসর চার মাস এবং ভারতের পঞ্চাশ বৎসরের শক্তিবাদ

প্রচার কার্য্য তুলনা ও বিচার করুন। শক্তিবাদের বিরুদ্ধে হীন বিদ্বেষ (জেলাসী) করিয়া ভারত কল্যাণ বা ব্যক্তি কল্যাণ নাই।

আমি বিশ্বের প্রত্যেকটি নেতা, কর্ম্মী ও শাসককে শক্তিবাদ অনুসরণ করিতে বলি। আমি মঠ হইতে কানাডা যাইবার পর যাঁহারা শক্তিবাদের প্রসারের জন্য দান ও পরিশ্রম করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমি আন্তরিক আশীর্ব্বাদ জানাই, তাঁহারা সফলতা লাভ করুন।

ভারত আজ ভয়ঙ্করভাবে দুর্দ্দশায় নিমগ্ন। মূর্খ নেতারা এজন্য সর্ব্বতোভাবে দায়ী। আমি সকলকে শক্তিবাদে আকর্ষণ করি। আমি বিশ্বের সামনে নির্ভয়ে ঘোষণা করি, মূর্খতার যুগ শেষ হইয়াছে। ''এরণ্ড বিদ্রুমায়তে'' - ভণ্ডামী আর চলিবে না। অসুরবাদ এবং অসুর তোষণে দুর্ব্বলবাদ আজ চলিবে না। শক্তিপূজায় কুষ্মাণ্ড বলি। অজাবলি ও মহিষবলি না হইয়া শক্তিবাদ মঠে ও অন্যত্র কুষ্মাণ্ড বলি কেন? উঃ - শক্তিপূজায় দুর্ব্বলবাদকে ধ্বংস করিতে হইবে, ইহাই অজাবলি। অসুরবাদকে ধ্বংস করাই মহিষবলি। যে দেশে নেতাদের চিন্তা শক্তি নাই সে দেশে কুষ্মাণ্ড বলির নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। কোন দেশে পেট্রীয়টরা মিথ্যা ধাপ্পার আড়ালে দেশ ভাগ করিবার সাহস পায়? ভারতের উত্তরস্থিত তিব্বতকে লাল চীনের হাতে দিবার ষড়যন্ত্রকে কুষ্মাণ্ড কাণ্ড ভিন্ন কি বলা যায়? দেশকে ভাগকারী মক্কাবাদকে পোষণ ও তোষণ করিয়া এবং প্রত্যেকটী মক্কাবাদীকে ভারতে সংখ্যা গরিষ্ঠ করিয়া দিবার জন্য আইনের সুবিধা দেওয়া ও হিন্দুগণকে সংখ্যালঘু করিবার চেষ্টা কি কুষ্মাণ্ড লক্ষণ নয়?

ওঁ নশ্যন্ত প্রেত কুষ্মাণ্ডাঃ রাক্ষসাঃ দানবাশ্চযে।

পিশাচাঃ গুহ্যকাঃ ভূতাঃ অভিষেকেন তাড়িতাঃ॥

যাহারা প্রেত ভূত এবং কুষ্মাণ্ড, রাক্ষস, পিশাচ, গুহ্যকাঃ (গোপনে দুষ্কার্য্যের উস্কানী দেয়) তাহারা শাক্তাভিষেকের প্রভাবে ধ্বংস প্রাপ্ত হউক। (শাক্তাভিষেক মন্ত্র ২২)।

নেতা ও জনতার যেভাবে সর্ব্বনাশকারী কুষ্মাণ্ডের দল বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাতে শক্তিবাদীদের মনোবল বৃদ্ধির প্রয়োজনে কুষ্মাণ্ড বলিকে অস্বীকার করা যায় না।

প্রশ্ন - গীর্জা ও মসজিদ নির্মাণ করিয়া দুর্গা ও কালী পূজার প্রাধান্যকে সর্বধর্ম সমন্বয়ের পথে যুবকদের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ বলিয়া আপনি মনে করেন কিনা?

উত্তর - সমাজের আদিগুরু শিব প্রবর্ত্তিত জাতীয় পূজায় সর্ব্বধর্ম বুঝাইবার জন্য জাতীয় চিন্তার বিকৃতি নিশ্চয়ই কুষ্মাণ্ড লক্ষণ ও ধ্বংসের কারণ। সর্বধর্ম এক করিয়া দিলে সমাজের বিকাশ পথ রুদ্ধ হয় এবং অসুর বিকাশের পথ সহজ হয়। বেদ গীতা চণ্ডী সম্পূর্ণভাবে অসুর শক্তির বিরোধী। - স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী

৭৫তম জন্মদিনে প্রবেশ প্রাক্কালে স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতীর বাণী

১। ৭৫ বৎসরে প্রবেশের আরম্ভে নিজের কথাই একটু বলি। ২০ বৎসর পূর্ব্বে শক্তিবাদ মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাড়ী জমি সম্পত্তি সবই আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। আমি চাঁদা বা ভিক্ষা করি না। একজন ভদ্রলোক নিজের বাড়ীতে যতটা সৎব্যবহারে থাকিবার অধিকারী সেইটা শত শত ঘটনায় লঙ্ঘন করা হইয়াছে। আমার উপর এবং আমার বাড়ীর উপর অনেক অনেক বার অত্যাচার ও অন্যায় ব্যবহার করা হইয়াছে। আমি আমার বাড়ীর নাম "শক্তিবাদ মঠ" দান করিয়া কোন অপরাধ করি নাই। একজন ভদ্রলোক এবং ভদ্রসন্তানগণ হইতে আমি এখনও ভদ্র ব্যবহারের আশা করি।

২। আমার "শক্তিবাদ" মতবাদ আছে। ইহা তপস্যা লব্ধ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সত্য বেদ ও শাস্ত্র সমর্থিত। ইহা যুক্তি, বিজ্ঞান ও দার্শনিক মতবাদ। সমস্ত পূর্ব্ব ও পশ্চিম গোলার্দ্ধের চিন্তাশীল ও শক্তিমানগণ দ্বারা সমর্থিত। আপনি যদি ইহাকে না জানিয়া অকারণ ইহার বিরোধী হন, তবে সেটা ঠিক হইবে না। অথবা মিথ্যা ও অযৌক্তিক মন্তব্য বা প্রচার করেন তবে সেটা ঠিক হইবে না।

৩। আমার বহু দিনের প্রত্যাশিত এটম্ বম্ ভারত গ্রহণ করিয়াছে। আমার বহু দিনের প্রচারিত সংস্কৃত ভাষা ভারতীয় শিক্ষা বিধানে একটা প্রধান ভাষারূপেই স্থান পাইয়াছে। সুনীতি চ্যাটার্জী আমাকে বলিয়াছিলেন "খুবই আশ্চর্য্যের কথা যে আপনি এই ভয়ঙ্কর যুগে এখনও বিশ্বাস করেন, সংস্কৃত ভাষা আবার উঠিবে।" যাহাতে সংস্কৃত ভাষা ও সরল সংস্কৃত ভাষা কথ্য ভাষারূপে প্রসার লাভ করিতে পারে এই জন্য নিত্য রেডিওতে ক্লাসের ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। আমি শক্তিবাদকে পাঠ্যপুস্তকরূপে রাজনীতির শিক্ষা বিধানে স্থান দিবার জন্য ভারত, কানাডা, পূর্ব্ববঙ্গ ও নেতাগণকে বহু অনুরোধ করিয়াছি। কানাডার প্রধান মন্ত্রী শক্তিবাদকে একটি সম্মানিক বৈপ্লবিক মতবাদ বলিয়া পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি ইহার অনুকূলে রাষ্ট্রনীতির মোড়ও ফিরাইয়াছেন। ভারতেও ইহার কিছুটা প্রভাব লক্ষিত হইতেছে। কানাডা ডেমোক্রেটীক রাষ্ট্র, কিন্তু সেখানে বহু জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার শক্তিবাদ নীতি প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। ভারত সেই পথের অনুসরণ করিতে পারে। গত ইলেকসনে ভারতে ডেমোক্রেটীক নীতি লঙ্ঘিত হইয়াছে। আমি বলি নায়ক যদি দুর্ব্বলবাদী না হন এবং অসুরবাদকে উচ্ছেদের জন্য সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেন তবে আমার দৃষ্টিতে ইহার ফল ভালই হইবে। কিন্তু ভারত সেই পথে যাইতে প্রস্তুত নহে। এখন গ্রামে গ্রামে দেবতা ও গ্রাম্য অবতারদের লুট চলিতেছে। ভারত শিক্ষা বিভাগে শক্তিবাদ ম্যানিফেষ্টো পাঠ্য করুন। ৩ মাসের মধ্যে গ্রাম্য গুণ্ডামীর লীলা খেলা বন্ধ হইয়া যাইবে। একটি রাষ্ট্রে শক্তিবাদ ম্যানিফেষ্টো পাঠের ব্যবস্থা হউক, এক বৎসরে সমস্ত বিশ্বে রাষ্ট্রবাদ সমস্যা শেষ হইবে। পশ্চিম গোলার্দ্ধে যাহারা রেড ইণ্ডিয়ান বলিয়া পরিচিত তাহারা সকলেই হিন্দু, তাহারা জন্মান্তরবাদী, টিকীধারী, শ্রাদ্ধ তর্পণ, পিতৃ পূজা, দিকপাল পূজা, চন্দ্র সূর্য পূজা, ষট্‌চক্র পূজায় রত। তাহারা এই বৎসর আপনাদিগকে মনুবংশ বলিয়া পরিচয় দিয়া বিরাট সভা করিয়াছে।

৪। শক্তিবাদে ১২ প্রকারের মনস্তত্ত্বের বিকাশ মানা হইয়াছে। উহার মধ্যে একটি আসুরিক এবং অন্যটি অপুষ্ট বিকাশ। এই দুইটিকে ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে এবং বাকী ১০টিকে বিকাশের সুবিধা দিতে হইবে। ভারত অসুরবাদ ও অপুষ্ট কলার দুষ্ট জনতাকে গ্রাম্য নবীন নেতাদের সহযোগে ভোটের মেশিনরূপে গড়িয়া লইয়াছে এবং সমাজকে উৎপীড়নের জাল প্রস্তুত করিয়াছে। ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে। এই সন্ধিক্ষণে শক্তি প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধি হওয়া প্রয়োজন।

৫। ভারতের নেতারা এতদিন গরীবী হটাও ভণ্ডামি করিয়া গদী ধরিয়াছে। এখন তাহারা ধর্ম্মের ধ্বজা উড়াইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে। শক্তিবাদীরা খুব দৃঢ় ভাষায় দুর্ব্বল ও অসুরবাদ ধর্ম্মের সমালোচনায় তৎপর হইলে ভারতের নেতাদের এই নবীন চাল ভাঙ্গিয়া যাইবে। পৃথিবীতে এখন দুর্ব্বল ও অসুর ধর্ম্মের দিনও ডেমোক্রেশী ও কম্যুনিজমের মতই শেষ হইয়াছে। ইহারা মরিয়া গিয়াছে, ইহারা এখন মরা ছাগলের সমকক্ষ হইয়াছে। ইহারা 'ঘাস খাইবার'ও শক্তি রাখে না, 'ভ্যাঁ' বলিবার সামর্থ্য রাখে না।

৬। বিহারের জয়প্রকাশ নারায়ণ সরকারী দুর্নীতি প্রতিকারে অগ্রসর হইয়াছেন। আমি জয়প্রকাশকে বলি তিনি কাশীর বিশ্বনাথ শিব মন্দিরের দুর্নীতির দিকে মন দিন। সেখান হইতে মিলিটারী পাহারা ভারত সরকার তুলিয়া দিন। মন্দিরের নন্দীটিকে এখনও হিন্দুরা পূজা করেন। মন্দিরেও শিব পূজা করিবার তাহাদের অধিকার নিশ্চয়ই যায় নাই। 'ওঁ নন্দীশ্বরায়চ মহাদেবায়' নন্দীশ্বরকে প্রণাম, মহাদেবকে প্রণাম। কাজেই হিন্দুদের মন্দিরে পূজার অধিকার নষ্ট করিবার জন্য মিলিটারী বসানো ভয়ঙ্কর দুর্নীতি ও বর্ব্বরতার প্রশ্রয়।

৭। চৈতন্যদেব প্রেমদ্বারা জগাই মাধাইকে সংশোধন করিয়াছিলেন। যদি প্রেম দ্বারা ইহাদের সংশোধন না হইত তবে তিনি কি করিতেন? গান্ধীজী জীন্নাকে অহিংসা দ্বারা বশীভূত করিতে পারেন নাই। তখন তাঁহার কী করা কর্ত্তব্য ছিল। আমি তাঁহাকে শক্তিবাদ ম্যানিফেষ্টো পাঠ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি উত্তরে লিখিলেন "আমি শক্তিবাদ পাঠ করিব না।" ফলে "ভারতভাগ"।

৮। লিঙ্গকাটা ধর্ম্ম ইহুদিরা আরম্ভ করেন। ইহুদিদের মধ্যে এখনও শক্তিবাদ ধর্ম্মের কঙ্কাল বিদ্যমান। ইজিপ্টের পীরামিড যে তান্ত্রিক ও শক্তিবাদ ধর্ম্মের পরামৃত পীঠের আকারে প্রস্তুত হইয়াছিল আমরা সেকথা অনেক স্থানে বলিয়াছি। পরামৃত পীঠ মস্তিষ্কস্থিত গুরু পাদুকা সাধনা ও ধ্যানের শেষ স্তর। মস্তিষ্কের ঐ শেষ প্রান্ত হইতে সদা অমৃত ক্ষরণ হইয়া চলিয়াছে। এই অমৃতই জ্ঞানের ধারা, ইহাই শিবের মাথায় গঙ্গার ধারা। ক্রমবিকাশ ৪র্থ খণ্ডে বিস্তারিত দ্রঃ। তান্ত্রিক ধর্ম্মের ষট্ কোণ যন্ত্রটার পূজা এখনও ইহুদিদের মধ্যে প্রবর্ত্তিত আছে। ইহুদি এখনও নিজেদের পূর্ব্ব পুরুষগণকে ঋষিদের মতনই মহামানব বলেন। আমি তাঁহাদিগকে লিঙ্গ কাটা বন্ধ করিতে বলি। খৃষ্টানরাও মক্কাবাদীদের ইহুদিদের নিকটই লিঙ্গ কাটার অভ্যাস আয়ত্ত করিয়াছেন। লিঙ্গকাটা ঈশ্বরীয় নিয়মের অবাধ্যতার লক্ষণ। ঋষিদের লিঙ্গকাটার অভ্যাস ছিল না। ষট্ কোণ যন্ত্রের একটু সামান্য রহস্য প্রকাশ করা হইতেছে। এই রহস্য জানিলে বৈদিক পঞ্চায়েৎ রহস্য জানা যাইবে। ইহুদিরা বীর, বুদ্ধিমান, স্বদেশ-প্রেমী, ধনী ও বৈজ্ঞানিক

জাতি। ইঁহাদের মধ্যে প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতি ও ভাষায় বিশেষ নিষ্ঠা রহিয়াছে। আমরা ইঁহাদিগকে শক্তিবাদ ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিতে অনুরোধ করি।

৯। ষট্ কোণ যন্ত্র রহস্য ও শক্তিবাদ।

(১) সৎ। (২) চিৎ। (৩) আনন্দ। ইহারই নাম সচ্চিদানন্দ-ব্রহ্ম। সগুণ ব্রহ্ম স্তরে সৎই জড়বাদ শিব। চিৎই চেতনা বা বিষ্ণু।

এবার ষট্ কোণ যন্ত্রের অন্য তিনটি কোণের ৪, ৫, ৬, এর কথা বলা যাইতেছে। সৎ + আনন্দ = সদানন্দ। ইনি গণেশ। চিৎ + আনন্দ = চিদানন্দ। চিদানন্দই সূর্য্য। ষট্ কোণের মধ্য বিন্দুই নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতীক, কাজেই দেখা যায় ইহুদিদের পূজা ষট্ কোণ যন্ত্র আমাদেরই নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্ম ব্রহ্ম যন্ত্র। এক যুগে সমস্ত বিশ্বেই ভৈরবী চক্রের শাখা ছিল। আমরা ইসরাইলকে অভিনন্দন জানাই কারণ তাহারা ১১টি আরব রাষ্ট্র দ্বারা বার বার আক্রান্ত হইয়াও ভাঙ্গে নাই। সমস্ত আফ্রিকাই হিন্দুবাদীয় শক্তিবাদ ধর্ম্মে প্লাবিত ছিল। ভয়াবহ মক্কাবাদীয় বর্ব্বরতার মাধ্যমে আফ্রিকার হিন্দু ধর্ম্মকে সংহার করে। এখনও যাহা আছে উহা হিন্দুধর্ম্মের রেখামাত্র। ইহুদি ভারতীয় শক্তিবাদ ধর্ম্মেরই শাখা। পূর্ব বঙ্গ হইতে আগত হিন্দুরা এদেশে পা দিবার সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দুত্ব ভুলিয়া যায় এবং কম্যুনিষ্ট হয় ও হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে কথা বলেন। তাঁহাদের মক্কাবাদ প্রীতি সীমাহীন। তবে কেন তোমাদের দেশ ত্যাগের বিড়ম্বনা?

১০। শুনিতেছি সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ও পরকালে ৭২ বিবির লোভে মত্ত হইয়াছেন এবং নমাজের জমায়েতে উপদেশ ও দীক্ষা দান আরম্ভ করিয়াছেন। ঈশ্বরীয় নিয়মে হস্তক্ষেপ করিয়া ছুন্নৎ কর। ঈশ্বর প্রাপ্তির কথা ছাড়িয়া দাও। বেহেস্তে বাহাত্তর বিবির সহযোগের আশায় দিনে ৫ বার উঠ বস কর। মৃত্যুর পর যাহাতে ৫০,০০০ বৎসরকাল কবরে থাকিতে কষ্ট না হয় এ জন্য কিছু যুক্তি ও তুক-তাক আয়ত্ত কর। ৫০,০০০ বৎসর কাটিলেই খুদার বিচার ও বেহেস্তে ৭২ বিবি। হাত ঘোরালেই নাড়ু পাবে নইলে নাড়ু কোথায় পাবে? খুব সহজ পথ। ঈশ্বরের ভক্তি, নাকি ঈশ্বরকে প্রতারণা? যাঁহারা ভক্তির নামে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরকে প্রতারণা করে তাঁহাদিগকে বিশ্বাস করিলে প্রতারণা অবশ্যম্ভাবী।

১০ই নভেম্বর ১৯৭৫ সালে প্রচারিত স্বামীজীর রচনা
"ইন্দিরা কি করিবে?"

আমি ২৮.৯.৭৫ দিনাঙ্কে কানাডা হইতে রওনা হইয়া দিল্লীতে নামিয়াছি ৩০.৯.৭৫। আমি একটু-একটু করিয়া আমার বক্তব্য বলিতেছি।

বাংলাদেশের কথা

১৫ই আগষ্ট ৭৫ সালে রাত্রি ২টায় প্রধানমন্ত্রী মুজীবর রহমানকে হত্যা করা হইয়াছে। আমি তখন কানাডায়। এই হত্যাকাণ্ডের নায়কেরা হইতেছেন বাংলাদেশের

সামরিক বাহিনী। খোন্দকার মুস্তাক আহমদকে প্রেসিডেণ্ট ঘোষণা করা হয়। তিনি বাংলাদেশকে ঐশ্লামিক রাষ্ট্র ঘোষণা করেন এবং আল্লা যে সর্ব্বশক্তিমান ইহাও জানাইয়া দেন। যদিও ঘটনাপরম্পরায় - সর্বশক্তিমান আল্লা - দুষ্কার্য্যকারীদের রক্ষা করার কোনই ব্যবস্থা করেন নাই। কয়েকদিনের মধ্যেই এই পটভূমির অনেকগুলি পরিবর্তন হইয়া গেল। আমরা তখন কানাডায় শক্তিবাদ কর্ম্মধারায় যবন যজ্ঞ আরম্ভ করিবার কথা ভাবিতেছিলাম। T.V. তে আমি স্পষ্ট ঘোষণা করিলাম "Muslims Are experts in abduction, in murder, in blood-shed, in loot and incediarism"। আমি আরও ঘোষণা করিলাম যে ভারতবর্ষে সাতশত বছরের মুশ্লিম ইতিহাস ও বাংলাদেশ আন্দোলন দ্বারা সমস্ত পৃথিবীতে ইহা ভালভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। T.V. তে আমার এইরূপ ঘোষণায় সেখানকার মুশ্লিম সমাজ বিক্ষুব্ধ হয় এবং T.V. তে ইহার প্রচারের প্রতিবাদ করিতে থাকে। কিন্তু ইতিমধ্যে সবংশে মুজিব-হত্যা হইয়া গেল এবং আমাদেরও যবন-যজ্ঞ যথারীতি প্রাথমিক ভাবে অনুষ্ঠিত হইল। মুজিব-হত্যার পর আমি ভারতবর্ষে আমার শিষ্যগণকে জানাইয়া দিলাম যে মুজিব যে ভাবে গিয়াছে, এইভাবে আরও অনেকে যাইবে। ইহা যবন যজ্ঞের ফল নয় - ইহা হইতেছে Muslim Culture এর পরিণতি।

Simla Pact এবং Secularism হইতেছে মুজিব হত্যার প্রধান কারণ। Simla Pact দ্বারা মুজিবের কণ্ঠ রুদ্ধ করা হইয়াছে। সে আর কিছু বলিতে পারিতেছিল না - কেননা সে কিছু বলিলেই উহা ইন্দিরার বিরুদ্ধে যাইত এবং ইন্দিরার বিরুদ্ধে গেলে তাহা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যাপারে ভয়ঙ্কর ক্ষতিকারক হইবে - ইহা মুজিব বুঝিত। গান্ধী হইতে আরম্ভ করিয়া জহরলাল, শাস্ত্রী এবং ইন্দিরা পর্য্যন্ত সব ভারতীয় হিন্দু নেতাদের ইহাই নীতি যে মুসলমানদের মধ্যে কোনওরকমে জাতীয়তাবাদের সঞ্চার হইলে এসব নেতারা তাহা সহ্য করে না এবং তাহাদের কণ্ঠরুদ্ধ করে। যাহারা ভারতবর্ষের সর্বনাশ চায় এমন মক্কাবাদীদের প্রশ্রয়দান করে। হিন্দুরা যাহারা দুর্বলবাদের পরিধির মধ্যে আবদ্ধ থাকে এবং মুসলমানদের মধ্যে যাহাতে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ না হয় এজন্য ভারতের এইসব নেতারা সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া আসিতেছে। মুজিবের প্রথম জীবন নিশ্চয়ই ভারত-বিরোধী ও আস্থরিক ছিল। কিন্তু তাহার শেষ জীবন সে রকম নয়। মুজিব জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে বাংলাদেশ রাষ্ট্র স্থাপন করে। ভারত তাহাকে এই কার্য্যে সর্বতোভাবে সাহায্য করিয়াছে। কিন্তু Simla Pact এবং Secularism মুজিবকে সর্বনাশের পথ দেখায়। আমি শক্তিবাদের ভিত্তিতে এই কথা স্পষ্ট ঘোষণা করিতে পারি যে ভারতের নেতারা politics বোঝে না। Islam এর ভিত্তিতে Secularism চলে কি? যে সব নবীন যুবক মুজিবের জাতীয়তাবাদের পতাকা তলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল - তাহারা Secularist ও হইতে পারে নাই, মক্কাবাদীও হইতে পারে নাই। ফলে মুজীব শক্তিহীন হইয়া গেল এবং সর্বনাশের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকিল। যে সব যুবক মুজিবকে জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে সাহায্য করিয়াছিল তাহারা Simla Pact এবং Secularism এর ফলে অসহায় হইয়া পড়িল। আমি এইসব লক্ষ্য করিয়া ৮.৮.৭৫ তারিখে ইন্দিরাকে প্রথম পত্র দেই। আমার খুব ইচ্ছা ছিল যে ইন্দিরার মধ্যে শক্তিবাদের কিছু চেতনা আসুক।

আমি ইন্দিরাকে পর পর আরও কয়েকখানি পত্র দিয়াছিলাম। আমি তাহাকে স্পষ্ট বলিয়াছিলাম যে, "তুমি ও ফকরুদ্দিন পদত্যাগ করিয়া সামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে ভারতের শাসনভার তুলিয়া দাও।" যতদিন পর্য্যন্ত ভারতের শাসকদল, বিরোধীদল, সামরিকবিভাগ ও যুবক সম্প্রদায় দুর্বলবাদ, অস্থরবাদ ও শক্তিবাদের তাৎপর্য্য না বুঝিবে ততদিন পর্য্যন্ত ভারতের সামরিক শাসন চালু থাকা বাঞ্ছনীয়।

যাহারা দেশভাগ করিল তাহারা এইদেশে থাকিবে কেন? যদি তাহারা এই দেশেই থাকে তবে দেশভাগ করা হইল কি জন্য? তাহাদের বংশ বৃদ্ধির জন্য চারটি করিয়া বিবির বন্দোবস্তই বা কেন? তোমরা কি ভাবিয়াছ যে হিন্দুরা এইভাবেই চিরকাল নির্য্যাতিত হইতে থাকিবে? তোমরা কি জাননা এই ভাবে একটা জাতিকে চিরকাল নির্য্যাতিত করা যায় না? মোগল পাঠানরা কি কম শক্তিশালী ছিল? হিন্দুদের চেতনা কি আসিবে না? Supreme Court এর verdict এর পরে ইন্দিরা ঘোষণা করিলেন যে তিনি বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর মত নির্লিপ্ত হইয়াছেন। এই নির্লিপ্ততার কথা আমরা গান্ধীর আমল হইতে অনেক শুনিয়াছি। গান্ধী, জহরলাল, শাস্ত্রী সকলেই খুব নির্লিপ্ত ছিলেন। যাহারা দেশভাগ করিয়াছে, তাহাদের দেশ হইতে বহিষ্কার করিয়া দিয়া এই দেশনেতারা নির্লিপ্ত হইলেই তো পারিতেন। তাহা হইলে তো ভারতের কোনই সমস্যা থাকিত না এবং তাঁহারা মনের আনন্দে থাকিতে পারিতেন। লিঙ্গকাটা সম্প্রদায়কে কোলে বসাইয়া এই দেশনেতারা যদি তাহাদের সংশোধন করিবার আশা পোষণ করিয়া থাকেন তবে তাহা আকাশ কুসুম কল্পনা মাত্র। আমি ইন্দিরাকে কয়েকখানা পত্রের সঙ্গে কয়েকটি প্রচার পত্রও পাঠাইয়াছিলাম। একখানা প্রচার পত্র ছিল কানাডার প্রধানমন্ত্রী ট্রুডোকে লিখিত ৫.৩.৭৫ তারিখের পত্রের হুবহু নকল। আমি অনুরোধ করি ইন্দিরা যেন সে পত্রখানা ভারতের সকলের হাতে বিতরণ করিবার বন্দোবস্ত করেন। আমি সে পত্রের উপরে হস্তলিখিত একটি বাণীও প্রচার করিয়াছিলাম। সে বাণীটি আমি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। "Soon after getting my letter prime minister gave a long declaration in Canadian Parliament. The news came in newspaper (9.4.75) in big headlines – Trudeau to Labour: Cut back strikes or risk your rights."

এদিকে তিব্বতের দালাইলামাও পালাইয়া ভারতে আসিয়া এক নবীন বুদ্ধদেব সাজিয়াছেন। তিনি বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে মাও-সে-তুং ও চৌ-এন-লাই বড় বড় মহাপুরুষ ও শ্রদ্ধার পাত্র। এদিকে বাংলাদেশে মুজীবের হত্যাকারীরা বলিতেছে - "আল্লা সর্বশক্তিমান"। সকলেই আসল কথা চাপা দিয়া নিজেদের "সর্বশক্তিমান" "বৌদ্ধসন্ন্যাসী" "বুদ্ধদেব" প্রভৃতি সাজিতেছে। আমরা বলি আগে শক্তিবাদ পড় - দুর্বলবাদ, অস্থরবাদ, অপুষ্টবাদ এবং শক্তিবাদ বুঝ। বড় বড় কথা বলিয়া দেশোদ্ধারের দিন চলিয়া গিয়াছে। আমরা জয়প্রকাশ নারায়ণকে শ্রদ্ধা করি। কারণ তিনি পৃথিবীকে প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে Communism এবং মক্কাবাদকে বাদ দিয়া হিন্দু এক হইতে পারে। তাঁহাকে আমরা আরও শ্রদ্ধা জানাই কারণ তিনি ইন্দিরাকে শাসনকার্য্যে Democracy ত্যাগ করিয়া সামরিক বিভাগকে ডাকিতে বাধ্য করিয়াছেন। আমরা ইন্দিরাকেও শ্রদ্ধা জানাই কারণ তিনি Atom bomb ফাটাইয়াছেন, সংস্কৃতকে উপরে তুলিবার চেষ্টা

করিয়াছেন। দুর্ব্বলবাদের ওকালতি করিলেও তিনি ধর্ম-বিষয়ে বক্তৃতা দিতে শুরু করিয়াছেন। তিনি যখন এতই করিলেন - তখন তিনি যদি শক্তিবাদকে সামনে আনেন - তাহাতে ক্ষতি কি?

আমি মুজীবকে অন্ততঃ ছয়খানা পত্র দিয়াছি। তাঁহার বিশিষ্ট সভাসদগণকে রেজিষ্টার্ড ডাকে শক্তিবাদ ম্যানিফেষ্টো পত্র পাঠাইয়াছি। তাঁহাদিগকে আমি শক্তিবাদ অনুসরণ করিতে বার বার অনুরোধ করিয়াছি। কানাডার প্রধানমন্ত্রী ট্রুডো শক্তিবাদের আলো পাইয়া যে সব Declaration বা পত্রাদি দিয়াছেন, আমি সে সব এখানে প্রকাশ করিবার প্রয়োজন অনুভব করিলাম না। বাংলাদেশের কলিকাতাস্থিত ডেপুটি হাই কমিশনার এবং কানাডাস্থিত বাংলাদেশের হাইকমিশনারের সঙ্গে আমাদের শক্তিবাদ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছে। তাঁহারা শক্তিবাদকে সমর্থন করিয়াছেন ও তাঁহারা মুজীবকে শক্তিবাদ সম্বন্ধীয় পুস্তকাবলী পাঠাইবেন বলিয়া উৎসাহ দেখাইয়াছেন। আমরা বলি ইন্দিরা যদি শক্তিবাদ প্রচারের চেষ্টা করেন, তাঁর ক্ষতি কি? সেনা বিভাগ তো শক্তিস্তরেরই কর্মবিভাগ।

দেশীয় রাজাদের রাজ্য কাড়িয়া নেওয়া হইল কার জন্যে? দেশীয় রাজ্যে তো দুর্ভিক্ষ ছিল না। জনসংখ্যার সমস্যাও ছিল না। দেশীয় রাজ্যের প্রজাগণকে ভারতবর্ষের মত দুর্ভিক্ষে নামাইবার কি প্রয়োজন ছিল? আমরা ইন্দিরাকে লিখিয়াছিলাম - যেখানে ব্রিটিশের শাসন হইয়াছে, সেখানেই দুর্ভিক্ষ ও জনসংখ্যার বাহুল্য। ইজিপ্ট, আরব, ভারত, শ্রীলঙ্কা, চীন - যে দেশেই ব্রিটিশ শাসন ছিল, সেখানেই জনসংখ্যার আধিক্য ও দুর্ভিক্ষ। ভারতের কংগ্রেস রাজত্ব যতদূর বিস্তৃত, সেখানেই দুর্ভিক্ষ ও জনসংখ্যা সমস্যা। ইজিপ্টের জনসংখ্যা ও দুর্ভিক্ষের সমস্যা লিবিয়াতে নাই - কেননা লিবিয়াতে ব্রিটিশের শাসন ছিল না। বৃটিশ শাসকবর্গ ও কংগ্রেস শাসকবর্গ - স্নেহহীন, স্বার্থপর, নিষ্ঠুর ও ধাপ্পাবাজ। আমি এসব কথা ইন্দিরাকে জানাইয়াছি। কংগ্রেসকে তাঁহার সংশোধিত করা উচিত ছিল। তিনি যতটুকু পরিবর্ত্তন দেখাইয়াছেন তাহা যথেষ্ট নয়। আমি ইন্দিরাকে ভারতের পঞ্চায়েৎ শাসনের দিকে টানিয়াছিলাম। দেশীয় রাজাদের রাজ্য ফিরাইয়া দিয়া সেই রাজ্যগুলিতেও পঞ্চায়েৎ শাসন প্রবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করিতে বলিয়াছিলাম। ভারতের নিম্নশিব, গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, উন্নত শিব ও শক্তিস্তর হইতে পঞ্চায়েৎ নির্ব্বাচন করিয়া বংশগত রাজ্যশাসক প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতে বলিয়াছিলাম। প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন দেশীয় রাজাদের মধ্য হইতে করিতে হইবে। নির্বাচিত প্রেসিডেণ্ট স্নেহশীল, স্পষ্টবক্তা, চরিত্রবান, অস্তরবিরোধী, বীর, নির্ভীক ও চিন্তাশীল হইবেন। নেপালকেও প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকার দিতে বলিয়াছিলাম।

পঞ্চায়েৎ কি ভাবে নির্ব্বাচিত হইবে, সে সম্বন্ধে আমি ইহাই বলিতে পারি যে যদি প্রত্যেক বিভাগের শ্রেষ্ঠ কর্মচারীকে পঞ্চায়েতের মধ্যে আকর্ষণ করিতে পারা যায় তবে দেশ গুণবান ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের দ্বারা শাসিত হয়। প্রত্যেক বিভাগে "শক্তিবাদ ম্যানিফেষ্টো" পাঠ করিতে হইবে যাহাতে দেশের ধর্ম্মে বৈদিক চিন্তাধারা প্রবর্ত্তিত হয় এবং গুণী ও শক্তিমান ব্যক্তিদের দ্বারা শাসনের ফলে দেশ শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ হয়। ইন্দিরা ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এই দিকে নজর দিন।

এবার আমরা যবন যজ্ঞ সম্বন্ধে কিছু বলিব। যবন যজ্ঞ জনমেজয়ের সর্প যজ্ঞের মত কোন অনুষ্ঠান নয়। ইহা একদল ভ্রান্ত বিশ্বাসবাদীদের সংস্কারের চেষ্টা করা মাত্র। যাহারা মনে করে যে, তাহারা সংশোধিত হইতে চায় না - তাহারা নিজেদের ইচ্ছামত চলিতে পারে। যাহারা Circumcised তাহারাই শক্তিবাদের মতে ঠিক যবন। লিঙ্গ কাটার (Circumcised) ও লিঙ্গকাটাদের সংস্পর্শ পাইয়া যে সব কন্যাদের সতীত্ব গিয়াছে, যাহারা এইসব পিতামাতার সন্তান, তাহাদের পক্ষে আত্মজ্ঞান লাভ অত্যন্ত কঠিন। আমাদের গীতা শাস্ত্র খৃষ্টানদের মধ্যে প্রায় দুইশত বৎসর প্রচলিত আছে। আমি গীতা পাঠক অনেক মহাত্মার লিখিত গীতা সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলী দেখিয়াছি। তাঁহাদের লেখায় আমি সূর্য্যস্তরের চিন্তাধারার বাইরে কোন আলো পাই নাই। আমাদের দেশেও অনেক গীতাবাদী মহাত্মা আছেন। তাঁহাদের মধ্যেও সূর্য্যস্তরের প্রভাব খুব বেশী দেখা যায়। পাঠক জানিয়া রাখুন সূর্য্যস্তর খুব উচ্চস্তরের দার্শনিকতা নয়। সৃষ্টির নিয়মে মোট আটটি শক্তি বিদ্যমান। এই আটটি শক্তির আটটি কেন্দ্র আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে নিহিত আছে। আমরা শক্তিবাদ গ্রন্থে - অ, ই, উ, ঋ, ঌ, ও, অং, অঃ - এই আটটি শক্তির কথা বলিয়াছি। পাঠক 'Shaktibad the World Conqueror' এর 'Creation Process' অধ্যায় দেখুন। ঃ বিসর্গ - কর্তৃত্ব শক্তি, পুরুষ-শক্তি, অব্যক্ত শক্তি। মস্তিষ্ক চিত্রে ১৬ কলা কেন্দ্র দেখুন। ং অনুস্বার - জ্ঞানশক্তি, পূর্ণবোধ শক্তি, মহত্তত্ত্ব। মস্তিষ্ক চিত্রে ১৫ কলা কেন্দ্র দেখুন। অ - ইচ্ছাশক্তি-ভালবাসা, সৃষ্টির বেগ। মস্তিষ্ক চিত্রে ৬ কলা কেন্দ্র (সূর্য) দেখুন। ই - বিজ্ঞান শক্তি, Science, সংযম। মস্তিষ্ক চিত্রে ৫ কলা কেন্দ্র (গণেশ) দেখুন। উ - শান্তি শক্তি। মস্তিষ্ক চিত্রে ৮ কলা কেন্দ্র (শিব)। ঋ - কর্মশক্তি - active force, মন। মস্তিষ্ক চিত্রে 'mind' কেন্দ্র। ঌ - প্রাণশক্তি life force, মস্তিষ্ক চিত্রে life centre. এই মস্তিষ্ক চিত্র ক্রমবিকাশের পথে গ্রন্থে পাওয়া যাইবে।

পুরুষের সম্ভোগ যন্ত্র ও কন্যাগণের সম্ভোগ যন্ত্রেও এই সব শক্তির কেন্দ্র আছে। লিঙ্গের আবর্তন আর (Fore-skin) ও কন্যাগণের সতীচ্ছদের সঙ্গে মস্তিষ্কের ১৫ কলা এবং ১৬ কলা কেন্দ্রের সংযোগ আছে। এই চামড়া যাহারা কাটিয়া ফেলে তাহারা মস্তিষ্কের সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্রের জ্ঞান হইতে বঞ্চিত। যে সব কন্যারা প্রথম সম্ভোগে লিঙ্গকাটাদের সংস্পর্শ পায়, তাহাদের মস্তিষ্কে ঐ দুইটি কেন্দ্র স্পন্দিত হয় না। তাহারা জীবনের মত নিজের ভিতরকার জ্ঞান ও ঈশ্বরীয় শক্তি হইতে বঞ্চিত থাকে। ইহাদের সন্তানগণেরও জ্ঞানশক্তি কেন্দ্র ও ঈশ্বরীয় শক্তি কেন্দ্র স্তব্ধ থাকে। লিঙ্গের মুখের উপরকার চামড়ার আবরণের পরে লিঙ্গের glens penis (সুপারীস্থান) এর সংযোগস্থলের নিম্নে ও কন্যাগণের সতীচ্ছদের ঠিক নিম্নে যে স্পর্শসুখ বিদ্যমান থাকে ইহা মস্তিষ্কের বিষ্ণু ও শিবকেন্দ্রের স্পন্দনের সঙ্গে জড়িত। লিঙ্গের ও যৌনাগ্রের অন্যান্য স্থানেও যে সব স্পন্দনসুখ উত্থিত হয় - উহার সঙ্গে মস্তিষ্কস্থিত প্রাণকেন্দ্র, মনঃ কেন্দ্র, সংযম কেন্দ্র (গণেশ) ও ভালবাসাকেন্দ্র তৃপ্তিলাভ করে। আমরা এখানে এ সব বিষয়ে বেশী আলোচনা করিতে চাইনা।

যৌবনে যৌনরসের স্ফুরণ হয় প্রত্যেক জীবের। যৌনরসের সর্বশ্রেষ্ঠ বোধের কেন্দ্র হইতেছে পুং যন্ত্রের অগ্রভাগের চামড়া ও কন্যাদের সতীচ্ছদ। সতীচ্ছদ যদি

পুংযন্ত্রের অগ্রভাগের স্পর্শ না পায় তবে তাহার গর্ভে উৎপন্ন সন্তানের মনে জ্ঞানের প্রবৃত্তি স্তব্ধ হয়। ইঁহাদের উচ্চ-জ্ঞান, উচ্চ-বিচার, উচ্চ-বোধ থাকে না। এরা অত্যন্ত দাম্ভিক, মিথ্যাবাদী ও নিষ্ঠুর হয় এবং জ্ঞানপথের বিরোধী হয়। কন্যাদের সতী আবরণভেদ কালে যদি পুং যন্ত্রের অগ্রবর্ত্তী চামড়ার স্পর্শ না পায় তবে তাহাদের গর্ভে উচ্চ বিকাশ সম্পন্ন সন্তান হইবার সম্ভাবনা থাকে না। পুং যন্ত্রের অগ্রভাগ ত্বক সম্পন্ন পুরুষ ও সতীচ্ছদ সম্পন্না কন্যার মিলনকেই হিন্দুশাস্ত্রে প্রজাপত্য বিবাহ বলে। এইজন্যই শাস্ত্রে বাল্যবিবাহের এত কদর ছিল। একটা সম্প্রদায়ের লক্ষ্য প্রজাপত্য সৃষ্টি ও আর একটা সম্প্রদায়ের লক্ষ্য কামজ সৃষ্টি। এই দুইটার লক্ষ্য এক হইতে পারে না। কাজেই যাহারা দেশ ভাগ করিয়াছে, তাহাদের দেশত্যাগ করিয়া যাওয়াই ভাল। নেতাগণেরও প্রজাপত্য সৃষ্টির অনুকূলে সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনের ভিত্তিদান করা কর্ত্তব্য। ঋষিস্তরের জ্ঞানী এখন দুর্লভ। ইহার মূল কারণ যে কি, এই সম্বন্ধে এই যবনযজ্ঞ অধ্যায়ে অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি অনেক কিছু জানিতে পারিবেন।

ম্লেচ্ছ নিবহ নিধনে কলয়সি করবালং
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্
কেশব ধৃত কল্কি শরীর জয় জগদীশ হরে॥

যদি পৃথিবী হইতে লিঙ্গকাটা উঠিয়া যায় তবে সেটা হইবে কল্কির প্রথম পাদ। ঈশ্বরীয় নীতিবিরোধী লিঙ্গকাটাদের পায়ে তেল দিবার নীতি বন্ধ হইলে ম্লেচ্ছ ও যবনবাদ শেষ হইবে এবং এইটাই হইতেছে কল্কির শাসন ও কল্কির শেষকার্য্য ম্লেচ্ছ নিবহ নিধন। লিঙ্গকাটারা এবার সংঘবদ্ধ হও। লিঙ্গকাটা কার্য্যটাই গডের ও আল্লাহর সৃষ্টি, নাকি লিঙ্গসহ সৃষ্টির কার্য্যটাই প্রকৃত সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টি, সেটা চিন্তা কর। মহম্মদ নিজে বলিয়াছেন ১৪শ শতাব্দীতে মোসলেমদের কয়ামত আসিবে। হিন্দুশাস্ত্রেও এসব কথার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। আমরা তরবারী ও রক্তপাত যুদ্ধ চাই না। মতবাদের যুদ্ধ সর্বত্র ছড়াইয়া যাইতেছে। তর্ক, বিতর্ক, কথা কাটাকাটির যুগ নামিয়া আসিতেছে।

ভারতভাগের পর পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের হিন্দুগণকে ধনে, মানে, প্রাণে ধ্বংস করিবার নীতি পাকিস্তান ও ভারত সরকার গ্রহণ করে। পূর্ববঙ্গ উদ্ধারকালে ইন্দিরা পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের জন্য বাংলাদেশকে ভাগ করেন নাই। হিন্দুদের ত্যক্ত লক্ষ লক্ষ টাকার মূল্যবান সম্পত্তি বিনা পয়সায় অধিকার করিয়া দুইটি পাকিস্তানের লিঙ্গকাটারা সমৃদ্ধশালী। তবু ইহাদের অর্থলোভ ভিক্ষাবৃত্তির শেষ হয় নাই।

কামদেব ভস্মীভূত হইয়াছিলেন শিবের অগ্নিদৃষ্টিতে। পরমযোগী শিব মহাতপস্বিনী সতীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিতে প্রথমটায় রাজী ছিলেন না। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত, বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শিব পার্বতীর মিলন ও সংযোগ বা যৌনক্রিয়া সতীচ্ছদের সীমার মধ্যেই বহুদিন পর্য্যন্ত নিহিত ছিল। ১৬ কলার স্তর (ঃ) এবং ১৫ কলার পূর্ণবোধস্তর (ং) সম্বন্ধে সব রহস্যই মহাযোগী শিব জানিতেন। যৌন স্পর্শ ওই দুইটি স্তরের সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিলে উহা ব্রহ্মজ্ঞানের সমতুল্য হয়। উহাতে বিন্দুপাত হয় না। ইহাই ঊর্দ্ধরেতা ভোগ। সম্ভোগ ভোগ এবং অন্তরজগতের অনুভূতির বোধবিজ্ঞান যে যোগী জানেন তিনি ঊর্দ্ধরেতা এবং তিনিই মহাদেব। তিনিই ব্রহ্মচারী এবং তিনিই ঠিক ঠিক শক্তিবাদী। পার্বতীর দুই পুত্র গণেশ ও কার্ত্তিক। কিন্তু ইহাদের জন্ম পার্বতীর গর্ভে হয়

নাই। আমি জানিনা সত্যই সতীর সতীচ্ছদ ভেদ হইয়াছিল কিনা। কিন্তু সতীচ্ছদ ভেদ হউক আর না হউক সম্ভোগভোগ পূর্ণভাবে হইলেও যে যোগীর ১৬ কলাস্তরের শক্তিরহস্য জ্ঞান আছে তাঁহার সম্ভোগভোগ বিন্দুপাতের স্তরে আসে না। এরূপ ভোগও ব্রহ্মানন্দতুল্য। মহাযোগী শিব সবরকম শক্তিরই তত্ত্ব জানিতেন। ইহা সবচাইতে বড় বিস্ময়ের কথা যে পার্বতীর পুত্রদ্বয় প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী এবং অসুরনাশক যোদ্ধা ও বীর ছিলেন। "মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ, ঊর্দ্ধ্বরেতা ভবেৎযস্তু সঃ দেবো নতু মানবঃ।" (জ্ঞান সংকলিনী তন্ত্র)

কানাডায় প্রথম বক্তৃতার দিন আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, "আপনি যোগ পথে Family Planning সম্বন্ধে কিছু জানেন কি?" আমার উত্তর ছিল "হ্যাঁ, জানি যাঁহারা শক্তিস্তরের রহস্য জানেন তাঁহারা বিন্দুপাতহীন যৌনমিলনের সব রহস্যই জানেন। কিন্তু আমি Demonstration এ যাইতে পারি না।" আমি বলিয়া রাখি, লিঙ্গকাটারা বা লিঙ্গকাটার স্পর্শে সতীত্বদানকারিণী কন্যাগণ অজ্ঞান বা জ্ঞাতসারে ঈশ্বরীয় বোধ হইতে বিচ্ছিন্ন আছে বা থাকিবে। ইহারা চেষ্টা করিলে গণেশ, সূর্য্য ও বিষ্ণুস্তরের জ্ঞান পাইতে পারে কিন্তু উচ্চস্তরের জ্ঞান বা শান্তিস্তরের জ্ঞান হইতে ইহারা চিরদিন বিচ্ছিন্ন থাকিবে।

ইন্দিরা Emergency র মাধ্যমে শাসকগণের দুর্নীতিদমন করুন না, তিনি তো বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে তিনি মহাত্মা গান্ধীর ও তাঁহার পিতা জহরলালের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছেন। দেশের এই দুর্দ্দশার জন্য তাঁহারাই কি প্রথম দায়ী নহেন? দেশ কি তাঁহারাই ভাগ করেন নাই? তাঁহারাই কি দেশভাগকারী দুর্জ্জনগণকে দেশে পুষিয়া ভারতকে চির দুর্ভিক্ষের দেশ করেন নাই? ইন্দিরাকে ও বিশ্বের জনতাকে আমরা শক্তিবাদ পাঠ করিতে বলি। দুর্দ্দশা ও দুর্ভিক্ষের দেশে প্রতিটি মুসলমানের জন্য চারটি করিয়া বিবি রাখিবার প্ল্যান ইন্দিরাজীর কুকীর্ত্তি নয় কি? এখন তিনি ভালভাবে সেখ আবদুল্লার ছুরির নীচে ঘাড় দিয়াছেন। ইন্দিরাজী আপনার জন্য শক্তিবাদ ভিন্ন আর পথ নাই। বাংলার সিদ্ধার্থ ভালভাবেই লিঙ্গকাটাদের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন এবং কুরবানীও বৃদ্ধি করিয়াছেন। আমরা বলি যতই যা করুন তিনি শীঘ্রই দেখিতে পাইবেন শক্তিবাদহীন বাঙ্গালীজাতির অসীম দুর্দ্দশার কারণ হইয়াছেন।

শিক্ষামন্ত্রী আজাদ রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনের শিরোনামা হইতে "সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্" বাণীটি কাটিয়া দেন। ইহার অর্থ - তিনি (শিব) সত্যস্বরূপ, তিনি মঙ্গলময়, তিনি সুন্দর। ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে ইহা হইতে মহান উক্তি এই পৃথিবীতে প্রচলিত আছে কি? আজাদ ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না কেন? প্রেসিডেণ্ট জাকির হোসেন দিল্লির রাষ্ট্রপতিভবনে বসিয়া সমস্ত ভারতবর্ষের বিশিষ্ট মুসলমানগণকে ডাকিয়া সভা করেন এবং প্রতিটি মুসলমানের জন্য চারখানা করিয়া বিবি দিবার প্রস্তাব করেন। তিনি কি জানিতেন না চার সতীনের ঘর করা মেয়েদের পক্ষে কত ভীষণ নির্য্যাতনকর ব্যবস্থা? তিনি কি জানিতেন না - ভারতভূমি দুর্ভিক্ষপীড়িত এবং জনসংখ্যার ভারে নিপীড়িত? শিক্ষামন্ত্রী হুমায়ুন কবির রামেশ্বরে বিবেকানন্দের স্মৃতিমন্দির নির্মাণের কাজ বন্ধ করিবার চেষ্টা করেন। তিনি কি জানিতেন না বেদান্তবাদের তুল্য উচ্চ মতবাদ এবং উচ্চ চিন্তাশীলতা আর কোন মতাবাদেই নাই

এবং বিবেকানন্দ এই মহান চিন্তাশীলতাকে সমস্ত বিশ্বে প্রতিষ্ঠা দিবার চেষ্টা করিয়া ভারতের সম্মান উজ্জ্বল করিয়াছেন? মৌলানা আসফআলী - আমেরিকায় ভারতের রাষ্ট্রদূতের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তখন ভারত আমেরিকা হইতে আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করিয়াছিল। আশফ আলী এই অস্ত্রগুলিকে করাচীবন্দরে ডেলিভারী দিবার জন্য আদেশ দেন। পণ্ডিত জহরলাল তাহাকে সামরিক আদালতে সমর্পণ না করিয়া ভারতের বুকে গভর্ণরের পদে অধিষ্ঠিত করেন।

লিঙ্গকাটাদের কুকীর্ত্তি সমস্ত বিশ্ব সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছে। আমরা বলি, যাহারা লিঙ্গকাটে এবং যে সব কন্যাগণ লিঙ্গকাটাদের স্পর্শে সতীত্ব দান করে এবং যে সব সন্তানগণ তাদের সংস্পর্শে জন্মগ্রহণ করে, তাহাদিগকে চিনিয়া রাখা প্রয়োজন। জিন্না ভারতকে ভাগ করিয়া ভাল কাজ করিয়াছেন কি?

শক্তিবাদ আসিয়াছে। এখন ধর্ম, রাষ্ট্র, সমাজ, শিক্ষা সমস্ত বিষয়ে মানুষকে নূতন করিয়া চিন্তা করিতে হইবে।

ইং ১৯৭৬ সালের জন্মোৎসবের বাণী

(ইং ১৯৭৬ সালের মকর সংক্রান্তির দিন ১৪ই জানুয়ারী স্বামীজী ৭৬ বৎসর হইতে ৭৭ বৎসরে পদার্পণ উপলক্ষ্যে তাঁহার প্রচারিত বাণী)

ইন্দিরা এখন স্পষ্টভাবে শেখ আবদুল্লার ড্যাগারের নীচে আসিয়াছেন। আমি ইন্দিরাজীকে ৭ই আগষ্ট হইতে ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ পর্য্যন্ত অনেক পত্র দিয়াছি। তাহার কিছুটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কিন্তু অনেকটা প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন হয় নাই। ইন্দিরা তাঁহার পুত্র সঞ্জীবকে রাজনীতিতে আনিয়াছেন। আমি তাঁহাকে শক্তিবাদ, অস্থরবাদ, দুর্বলবাদ ও অপুষ্টবাদের কর্মবিজ্ঞান বুঝিতে বলি। শক্তিবাদ ধর্মের অভাবে হিন্দুরা সহস্র বৎসর অনেক অত্যাচার সহ্য করিয়াছে এবং পৃথিবীর মানব সভ্যতার সর্বনাশ এবং দুর্দ্দশার কারণ হইয়াছে। আমি হিন্দুগণকে সর্বপ্রকার দুর্বল ধর্মের খাতাপত্র এখন শিকায় তুলিয়া রাখিয়া শক্তিবাদ অনুসরণ করিতে বলি। দেশীয় হিন্দুরাজাগণকে রাজ্য এবং প্রতিষ্ঠা ফিরাইয়া দিবার জন্য আমি ইন্দিরাকে বার বার অনুরোধ করিয়াছি। ইন্দিরা অনেক বিষয়েই বিশ্বের দরবারে নিন্দিত। হিন্দুরাজা নেপাল সর্বদেশে প্রশংসিত ও সম্মানিত। ইহা আমি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিতেছি।

আমি মুজিবকে এবং তাহার গণ্যমান্য মন্ত্রী ও রাষ্ট্রদূতগণকে বাংলাদেশে শক্তিবাদ আনিতে বলিয়াছিলাম, এবং খুব সহজে শক্তিবাদ আনিবার ফর্ম্মূলাও বলিয়াছিলাম। অস্থরবাদ অপুষ্টবাদ আনিবার ফল ভাল হইবে না। ইহাও বার বার বলিয়াছিলাম। কিন্তু তাহারা ইচ্ছাপূর্বক শক্তিবাদ আনে নাই। শক্তিবাদ ধর্ম্মের কেন্দ্র পূর্ববঙ্গ আমার জন্মস্থান। আমার বংশের মহালক্ষ্মীর মূর্ত্তিকে শক্তিবাদ ধর্ম্মের কেন্দ্র করিবার জন্য অধিকার, সমর্থন ও ন্যায্য প্রাপ্য কিছু জায়গা জমির অধিকার আশা করিয়া কয়েকখানা পত্র দিয়েছিলাম। লিঙ্গকাটা মহাপাপীরা ইহা শুনে নাই। আমি সমস্ত লিঙ্গকাটাগণকে ঈশ্বরীয় নিয়মে হস্তক্ষেপ বন্ধ করিতে বলি এবং শক্তিবাদ অনুসরণ করিতে বলি। আমার এই আবেদনই

যবনযজ্ঞ। আমার যবনযজ্ঞের প্রধান শক্তিকেন্দ্র হইতেছেন মা ছিন্নমস্তা মহাদেবী। আমি তাঁহার স্নেহ ও আশীর্বাদ কামনা করি। আমরা নবগ্রহমন্দিরের দ্বারে প্রস্তর ফলকে উহারও লক্ষ্য খোদিত আছে। আমার লক্ষ্য যে ব্যর্থ হয় নাই বাংলাদেশ উহার সাক্ষী।

বাংলাভাষাকে অপ্সনাল সাবজেক্ট করা হইয়াছে। ইহার লক্ষ্য লিঙ্গকাটাগণকে হিন্দিভাষার নামে উর্দু ভাষার পদতলে আনা এবং মুসলমান ছাত্রগণকে বাংলাভাষা পড়িতে বাধাদান করা এবং এইভাবে বাংলার স্থায়ী সর্বনাশ করা। এইসব কার্য্যের যাহারা কর্ত্তা সেইসব নেতাগণকে এখনই বাংলাদেশ হইতে বহিষ্কার করা প্রয়োজন।

ইহুদিরা লিঙ্গকাটা বন্ধ করুন এবং স্পষ্টতঃ বিশুদ্ধ শক্তিবাদ ধর্মের অনুসরণ করুন। তাহারা ষট্‌কোণ যন্ত্রের উপাসক। ইহা যে নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মের প্রতীক ইহা আমি অনেকস্থানে বলিয়াছি। লিঙ্গকাটিলেও ইহাদের চিন্তাধারা কতকটা শক্তিবাদের অনুকূল। আমরা তাহাদের মঙ্গল কামনা করি। আফ্রিকা হিন্দুর দেশ। সেখানেও লিঙ্গকাটা ধর্ম গুণ্ডামীর মারফৎ প্রবেশ করিয়াছে। উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্দ্ধ সবই হিন্দুর দেশ। আমরা ভারতীয় হিন্দুরা তাহাদের দুর্দ্দশায় ব্যথিত। ইজিপ্টের পিরামিড, মিশরের পিরামিড, রুশিয়ার বৃহৎ ঘণ্টা, চীনের টিকিধারণ, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার টিকিধারণ, পশ্চিম গোলার্দ্ধের রেড ইণ্ডিয়ানদের টিকিধারণ ও জন্মান্তরবাদ, মক্কার কৈবল্য শিব, কোন্‌টা হিন্দুধর্ম নয়? ভারত, শক্তিবাদে আইস, সময় নষ্ট করিও না। শক্তিবাদের পতাকাতলে সমস্ত বিশ্ব এক মহান ও বৈজ্ঞানিক সভ্যতায় প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। এই লক্ষ্যে আমি বহু সাহিত্য প্রকাশ করিয়াছি এবং বহুস্থানে কার্য্যকেন্দ্র স্থাপন করিয়াছি। আমার প্রধান কেন্দ্র এই শক্তিবাদ মঠ।

ইন্দিরা শিশুদিবস পালন করিতেছেন। শিশুরা কিরূপ সমাজ ব্যবস্থা চায় তাহাও জানিতে চাহিয়াছেন। ইহার উত্তরে আমি বলিতেছি শিশুরা এমন এক সমাজ চায় যেখানে শিশুকালে তাহাদের লিঙ্গকাটা হয় না। বর্ত্তমানে মহাসমারোহে আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ উদ্‌যাপিত হইতেছে। নারীদের পক্ষ হইতে শক্তিবাদের দাবী যে লিঙ্গকাটাদের সংস্পর্শে তাহাদের সতীত্ব ছিন্ন করিলে, তাহাদের মস্তিষ্কস্থিত জ্ঞান ও শক্তিকেন্দ্র অকেজো হইয়া যায়। ইহার ফলে তাহাদের জ্ঞানশক্তি বিকাশে বাধা দেওয়া হয় এবং তাহাদিগকে সম্পূর্ণ কামুকরূপে পরিণত করা হয়। ইহাতে মনুষ্যসমাজে উচ্চবিকাশে বাধা দেওয়া হয়। কাজেই তাহাদেরও দাবী বালকদের লিঙ্গকাটা বন্ধ করা হউক।

ইতি - সত্যানন্দ

১৯৭৮ সালের ১৮, ১৯, ও ২০শে মার্চ আয়োজিত বালুরঘাট ধর্ম্মসভায় সভাপতি স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতীর ভাষণ

জীব এবং জগৎ দুই-ই শক্তির দ্বারা গঠিত। ইহা হিন্দু শাস্ত্রের মত। চণ্ডীতে আছে "যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিৎ বস্তু সদসৎ বা অখিলাত্মিকে তস্য সর্বস্য যা শক্তিঃ" (অর্থ) হে অখিলাত্মিকে মহাশক্তি জীব এবং জগৎ মহাশক্তির দ্বারা গঠিত।

সৎ মানে চেতনা, অসৎ মানে জড় জগৎ। জড়শক্তি এবং চেতনা শক্তি উভয়েরই অনুশীলন করিতে হইবে এবং উভয় শক্তিকেই বিশ্বের কল্যাণ ও অসুরনাশের জন্য প্রয়োগ করিতে হইবে। প্রাচীন ভারত দুই-এরই অনুশীলন করিয়াছিল। শক্তিবাদের ইহাই মূল বক্তব্য। জড়শক্তির অদ্ভূত গবেষণা বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকগণ করিয়াছেন। জড় ও চেতনা উভয় শক্তির উচ্চ বিকাশ ভারতীয় সভ্যতায় স্থান পাইয়াছে। ভারতীয় সমাজ ঐ বিজ্ঞানেই গঠিত। ভারত যে দিন হইতে ঐ নীতি ত্যাগ করিয়াছে, সেই দিন হইতেই ভারতের পতনের যুগ আরম্ভ হইয়াছে।

১ কলায় উদ্ভিৎ-এর গণ, ২ কলায় স্বেদজের গণ, ৩ কলায় অণ্ডজের গণ, ৪ কলায় জরায়ুদের গণ, ৪৷৷০ কলায় সাধারণ মানবের গণ, ৫ কলায় গণেশের গণ (বিচারক, স্থপতি, বৈজ্ঞানিক), ৬ কলায় সূর্য্যস্তরের গণ (শিক্ষা, কলা, চিকিৎসা), ৭ কলায় বিষ্ণু (শাসক ও সমাজ বিভাগীয় গণ), ৮ কলায় শিব (ঋষি, যোগী ও আত্মজ্ঞানী)। ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, অবতারের গণ, ১৫, ১৬, পূর্ণকলা। আদিগুরু মহাদেব শঙ্কর ও শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণ কলা বলা হয়। এইভাবে সৃষ্টির বিকাশের ১৬ কলার বিকাশ। ষোড়শ কলাকে লয় কলার ১৫টি কলার সমান বলা হয়।

হিন্দু শাস্ত্রমতে এই ত্রিশকলা সমষ্টিই ত্রিশ প্রকার গণ, হিন্দু সমাজ এই ত্রিশটি গণ লইয়া গঠিত। সব কলাতেই সমাজ রক্ষার উপাদান রহিয়াছে। এবং ক্ষতি কারক অংশও আছে। ধানের ক্ষেতে ঘাস জন্মায়। ভাল ধান্য পাইতে হইলে ঘাসগুলি নিশ্চয়ই উপড়াইয়া ফেলিতে হইবে যদিও ইহাদেরও প্রাণ আছে। শরীরের মধ্যে কৃমি আছে, আমাদের জীবন রক্ষা করে। কিন্তু আর এক ধরনের কৃমি জন্মায়, যাহা আমাদের জীবন নাশ করে। স্বাস্থ্য ও জীবন রক্ষার জন্য ক্ষতিকারক কৃমিগুলি নিশচয়ই মারিয়া ফেলিতে হইবে। কিন্তু মূর্খতাই যে দেশের শাসনের নীতি, সেখানে সমৃদ্ধি অসম্ভব। আজকাল একদল লোক যাহারা আপনাদিগকে গণবাদী বলেন তাহাদের খুব আস্ফালন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা গণবাদ বলিতে কি বুঝায় তাহা বিশ্লেষণ করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে কয়েকটি উচ্ছৃঙ্খল যুবক ও কয়েকখানি মূর্খ পরিচালিত পত্রিকা ইহাদের প্রধান উপাদান। ইহারা কোনরকমে আইনের শক্তি নিজেদের আয়ত্তে আনে এবং সমাজে একটির পর একটি সর্ব্বনাশ সাধন করে। রাজা জমিদার সম্পন্ন লোককে নিঃস্ব করিবার দরুন ৭ কলার বিকাশকে উচ্ছেদ করা হইয়াছে। অথচ সমাজের ৪ (চার) কলার সম্পদ পশুদের ঘাসের জন্য গোচর ভূমির ব্যবস্থা করা হয় নাই। ফলে দেশে দুধ ঘি নাই। পশুপালন করিয়া যাহারা জীবিকা অর্জ্জন করে তাহাদের কার্য্য ও খাদ্য নাই। তাহারা এখন স্পষ্টতঃ চৌর্য্যবৃত্তি ও নিষ্ঠুর বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। এই জন্য খাটী ঘী ও দুধ নাই, গরু মহিষকে ইনজেকসন দিয়া দুধ দোহন করে। আরও কয়েকবার দুধ দানের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অল্পমূল্যে গরু ও মহিষগণকে ভারত বিদ্বেষী যবনদের সস্তায় খাদ্যদান করিবার জন্য বিক্রয় হেতু গো বংশ ধ্বংস করে। সরকারী দুধগুলি আরও নিকৃষ্ট স্তরের হইয়াছে। কিছুদিন পূর্বে বাড়ী বাড়ীতে মুরগী পুষিবার কেন্দ্র করা হইয়াছিল। খাদ্য দানের অব্যবস্থায় আজ কোথাও একটিও মুরগী নাই। পক্ষীরাও ৩ কলার গণ।

৫ কলায় বিজ্ঞান কলা, ৬ কলায় শিক্ষা কলা, ৭ কলায় শাসন কলা। দুগ্ধহীন ভারতে ইহাদের মস্তিষ্ক পুষ্টির কোন উপাদান নাই। এই জন্য মস্তিষ্ক প্রধান কোন কর্ম্মবিভাগে সৎ লোক নাই। কোটি কোটি একর জমি কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে; কিন্তু কোথাও শত একরও গোচারণ ভূমি করা হয় নাই। ঘাস চাষেরও ব্যবস্থা করা হয় নাই। ৭৷৷০ কলার বিকাশেই অসুর কলার বিকাশ। ৪৷৷০, ৫, ৬ ও ৭ কলা পর্য্যন্ত বিকাশে দৈবকলা ও অসুর কলা দুইই বিকশিত হইতে পারে। মক্কাবাদ ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া অসুর বাদকে প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে। ৪৷৷০, ৫, ৬ ও ৭ কলার বিকাশে দৈব পক্ষ এবং অসুর পক্ষ দুইদিকেই হইতে পারে। ৭৷৷০ কলার প্রভাবে এসব কলার লোকেরা গড়িয়া উঠিলে ইহাদিগকে অপুষ্ট কলা বলে। ইহারা অসুর কলা হইতে বিপজ্জনক। পঃ বঙ্গে এই স্তরের গুণ্ডামি অত্যন্ত ব্যাপক ভাবে চলিতেছে। দেখা গিয়াছে এই সব দুষ্কার্যে সর্ব্বত্র পুলিশ বিভাগ নিশ্চেষ্ট রহিয়াছে। চোর, ডাকাত, বদমাইস, গুণ্ডা, মিথ্যাবাদী, ইহারা সকলে এই অপুষ্ট কলার বিকাশ। অসুরকলা এবং ইহাদের দাস এইসব অপুষ্ট কলার লোকেরা কখনও ৮ কলায় যাইতে পারে না। এইদিকে প্রকৃতি মানবের বিকাশকে ১৬ কলায় লইয়া যাইতে চায়। অসুরবাদ প্রকৃতির এই নিয়মকে সহ্য করিতে চায় না। ইহাই দেবাসুর যুদ্ধের প্রাকৃতিক কারণ। মক্কাবাদ ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া গান্ধীবাদের প্রভাবে ভারত ভাগ হইল। কিন্তু মক্কাবাদীগণকে পাকিস্থানে বহিষ্কার করা হইল না। ইহার কারণ ৬ কলার বিকাশ, ৭৷৷০ কলা এবং তাহাদের দাস অপুষ্ট কলাকে শাসন করিবার শক্তি রাখে না। কাজেই ভারতব্যাপী অসুর পোষণ ও তোষণ ভালভাবে চলিয়াছে।

আধুনিক কালে গণবাদীদের ভারতব্যাপী খুব আস্ফালন দেখা যায়। ভারতকে ভাগ করিয়া ধানের দেশ পূর্ববঙ্গ এবং গমের দেশ পশ্চিম ভারত মুসলমানগণকে দেওয়া হইয়াছে। ইহা ভিন্ন প্রতি শতে দুই পার্সেণ্ট জমি পাকিস্তানকে অধিক দেওয়া হইয়াছে। তবু পাকিস্তান বাসীরা খণ্ডিত ভারতবর্ষে চার বিবি ও ৭২ বিবির লীলাখেলা করে কেন? ইহার উত্তর পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। উহার সংক্ষেপে উত্তর ৫ কলার কম্যুনিজম এবং ৬ কলার গান্ধীবাদ মক্কাবাদী গণকে শাসন করিবার ক্ষমতা রাখে না।

ভারতের সমাজ শক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এইজন্য শক্তির পূজায় ত্রিদশগণাবৃতাং, রক্ষমাংত্রিদশেশ্বরী ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

শক্তিবাদ সমাজকে তিনভাগে ভাগ করিয়াছে। দুর্ব্বল সমাজ, অসুর সমাজ, এবং শক্তিবাদ সমাজ এক কথা নহে। দুর্ব্বল, অসুর ও শক্তিবাদী মানব একস্তরের মধ্যে নয়। দুর্ব্বল রাষ্ট্র, অসুর রাষ্ট্র এবং শক্তিবাদ রাষ্ট্র এক নয়। দুর্ব্বল সমাজের লক্ষ্য অসুরের দাসত্ব, শক্তিবাদ সমাজের লক্ষ্য অসুরবাদ উচ্ছেদ। অসুরবাদ ও দুর্ব্বল বাদের লক্ষ্য হইতেছে শক্তিবাদকে ভাঙিয়া দেওয়া।

যুধিষ্ঠিরের দুর্ব্বলবাদিতায় মহাভারতের যুদ্ধ এবং ভারতের ক্ষাত্র শক্তির অধঃপতন দেখা দেয়। গান্ধীর অহিংসাবাদী শিষ্যরা ভারতকে ভাগ করে এবং মক্কাবাদী ৭৷৷০ কলার অসুরবাদকে সর্ব্বরকমে পুষ্ট করিবার দুর্নীতি গ্রহণ করে। দেশ ভাগকারীগণকে পাকিস্তানে যাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য। নয়তো ভারত বাঁচিতে পারে না।

আমার পূর্ব্ব বক্তাগণ যেরূপ বক্তৃতা করিলেন, তাহাদের মধ্যে পণ্ডিত ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্ত্তীর বক্তৃতা ভিন্ন কাহারও বক্তৃতা দুর্ব্বল স্তরের চিন্তাকে অতিক্রম করে নাই। যাঁহারা চিন্তাশীল এবং বিদ্বান ও ভারতহিতৈষী নেতা তাঁহারা যদি আমার সঙ্গে একটা আলোচনা সভায় যোগদান করিয়া শক্তিবাদ আলোচনা করেন তবেই শক্তিবাদ মতবাদের একটা দৃঢ় ভিত্তি গড়িয়া উঠিতে পারে।

সর্ব্বত্র ব্যায়াম সঙ্ঘ, উপাসনা কেন্দ্র এবং শক্তিশালী সমাজ শাখা স্থাপন করিয়া নরনারী, বালক, বৃদ্ধ সকলের মধ্যে শক্তিশালী চিন্তা ছড়াইবার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। শক্তিশালী সমাজ, উপাসনা কেন্দ্র ও শক্তিবাদ গ্রন্থাবলী আপনাদিগকে সাহায্য করিবে। জানিয়া রাখিবেন, হিন্দুদের জাতীয় জীবনে ইহা অত্যন্ত বিপজ্জনক সময়। সকলে সকলকে শিক্ষিত করিয়া শক্তিশালী করুন। সংস্কার দ্বারাই সমাজ জীবন শক্তিশালী হয়। যাঁহারা মনো বিজ্ঞান, শক্তি বিজ্ঞান, শব্দ বিজ্ঞান, কর্ম্মবিজ্ঞান, ধর্ম্ম বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান ও রাজনীতি বিজ্ঞান জানিতে বা বুঝিতে চাহেন তাঁহারা শক্তিবাদ গ্রন্থাবলী পাঠ করুন।

প্রত্যেক স্তরের অনুভূতি, কর্ম্ম ও চরিত্রের লক্ষণ জানিয়া সজ্জন, দুর্জ্জন, কর্ম্মী, সাধক বা যে কোন মানুষের চরিত্র বুঝিতে চেষ্টা করুন। এবং মানব ধর্ম্মের নিগুঢ় মর্ম্ম বুঝুন।

জীবনের উদ্যমের সময় ইহা পাঠ করিয়া জীবনকে কর্ম্মঠ ও সুখময় করিতে পারিবেন। সকল সম্প্রদায়ের মানুষই লাভবান হইবেন।

উদ্বাস্তু হিন্দুর প্রতিশোধ - ১৯৭৮

(১)

আমরা মরিচঝাঁপির রেফিউজিরা একটি ছোট্ট এলাকায় ভারতের অনুকূল এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুকূল রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। ভারত ভাগ হইয়া যাইবার পর আমাদের উপর যে সব অত্যাচার হইয়াছে এবং দক্ষিণবঙ্গ হইতে যে নির্যাতনের মাধ্যমে বহিষ্কার করা হইয়াছে সে সব কথা আমরা ভুলি নাই। জ্যোতি বসু ও তাহার সরকার, মোরারজী দেশাইয়ের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার, উভয়েই যে সব অমানুষিক অত্যাচার, গৃহদাহ, নির্যাতন, নারীর অপমান ও মনুষ্যত্বের অপমানজনক কার্য্য করিয়াছে ইহার তুলনা নাই। আমরা আজ পূঃ বঙ্গ হইতে বিতাড়িত, পঃ বঙ্গ হইতে বিতাড়িত, দণ্ডকারণ্যেও অবহেলিত ও নির্য্যাতিত হইয়াছি ও হইতেছি, আমাদের সেখানে জল, স্থল, খাদ্য, বাসস্থান, যানবাহন কোন কিছুরই সুবিধা নাই। সুতরাং হিন্দু জনসাধারণকে বলিয়া রাখি, জ্যোতি বসু ও তাহার দলকে তোমরা বিশ্বাস করিও না। বিশ্বাসঘাতক জওহরলাল ও তাহার বংশধর ইন্দিরা সম্বন্ধে সাবধান। আমরা দেশভাগকারী মুসলমানগণকে হিন্দুভারতে কিছুতেই বরদাস্ত করিব না। হিন্দুরা যেভাবে পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ হইতে মুসলমান দ্বারা নির্য্যাতন ও রক্তপাতের মাধ্যমে বহিষ্কৃত হইয়াছে, সেই রক্তপাতের মাধ্যমেই হিন্দুরা মুসলমানদের বহিষ্কৃত করিবে।

হিন্দু ভারত জাগো! মরিচঝাঁপির অবহেলিত হিন্দুদের আবেদন মঞ্জুর করো। রক্তের বদলে রক্তপাত, খুনের বদলে খুন, অত্যাচারের বিনিময়ে অত্যাচারের মাধ্যমেই তাদের অপমানের প্রতিশোধ হিন্দুরা এখনো লয় নাই। খণ্ডিত ভারতে যবনদের সহ্য করিব না। গোহত্যা সহ্য করিব না। মুসলমানদের বেশ্যাপুত্রতুল্য জ্যোতি বসু ও মুসলমানের বেশ্যাতুল্য ইন্দিরার অপশাসন আর আমরা সহ্য করিব না। আমরা যদি সমস্ত মসজিদ ওদের মত লুণ্ঠন করি, মুসলমানের ঘর বাড়ী ওদের মত জ্বালাই, তাহাদের বাজার হাট বিষয় সম্পত্তি ধ্বংস করি, তাহাদের রমণী ও বালিকাদের লাম্পট্যবাদের হাত থেকে মর্য্যাদা ফিরাইতে হরণ করি তবে কেহ দোষ দিতে পারিবে না। হাজার বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাস যে রক্তপাত, হিন্দুমন্দির লুণ্ঠন, নারীর সতীত্ব হরণ ও ভয়ঙ্কর অত্যাচারের মাধ্যমে কলঙ্কিত হইয়াছে, সেই রক্তপাতের মধ্য দিয়াই আমরা মাতৃভূমিকে যবনমুক্ত করিব।

(২)

সুন্দরবনে হিন্দু রাষ্ট্র (দক্ষিণ রাষ্ট্র) - ১৬ই আগষ্ট, ১৯৭৮

১৯৭৮ সালে অক্ষয়তৃতীয়াতে এই রাষ্ট্র ঘোষিত হইল। এই রাষ্ট্রে কেবলমাত্র হিন্দুরাই থাকিবে। এই রাষ্ট্রে ভারতভাগকারী যবণগণকে এবং তাহাদের পদে তৈল মর্দনকারী মূর্খ নেতাগণকে থাকিতে দেওয়া হইবে না। দক্ষিণবঙ্গের হিন্দুরাষ্ট্র বর্তমানে কেন্দ্ররাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করিল। ইহার মতবাদ হইতেছে শক্তিবাদীয় গণবাদ। ভারত ভাগ হইবার পর পাকিস্থানকে বাদ দিয়া সমস্ত ভারতই হিন্দুদের বাসভূমি বলিয়া আমরা জানি এবং সমস্ত পৃথিবী জানে। আমরা ৩০ বৎসর পূর্বে পূর্ববঙ্গ হইতে মুসলমানদের নিষ্ঠুর অত্যাচারে বহিষ্কৃত হইয়াছি। খণ্ডিত ভারতে ভারতভাগকারী যবণগণের অবস্থানের কোনই অধিকার নাই। এই কথা যাহারা সত্য মানে একমাত্র তাহারাই আমাদের বন্ধু। পূর্ববঙ্গ এবং পাকিস্থান রাষ্ট্রে যে সব হিন্দু যবণদের অত্যাচারে উৎপীড়িত ও নির্যাতিত আছ তাহারা আমাদের দক্ষিণবঙ্গের রাষ্ট্রে এসো। এখানে আমাদের মতই অনন্ত দুঃখ কষ্টে বাঘ, ভাল্লুক ও বন্য পশুদের মধ্যে বাস করিতে পারিবে। আমরা ভারতভাগকারী যবণগণকে বন্যপশু হইতেও হীন পশু বলিয়া জানি। ইহাদের পদে তৈলমর্দনকারী হিন্দু নেতাগণকেও আমরা ৩০ বৎসর চিনিয়াছি। ইহারা ধনসম্পদে বিত্তবান নরপশু মাত্র। ইহা আমরা ৩০ বৎসর দেখিয়াছি। আমরা শক্তিবাদ ধর্ম্মপ্রবর্তক সত্যানন্দ স্বামীর আশীর্বাদ পত্র কামনা করি। আমরা শক্তিবাদের চিন্তাধারা সর্বতোভাবে সমর্থন করি।

(৩)

কেন?

ভারতভাগ হইবার পর দুর্ভিক্ষ পীড়িত খণ্ডিত ভারতে যবনগণ ৪ বিবি ও ৭২ বিবি লইয়া লীলা খেলা করে কেন? কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরে মিলিটারী পাহারা বসাইয়া যবণদের উঠ বোস লীলা চালাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে কেন? এখনও লক্ষ লক্ষ মন্দির রহিয়াছে যেখানে যবনরা মসজিদ করিয়াছে। সেখানে বর্বররা দেব মূর্ত্তির উপর প্রস্রাব করে বা পা ধোয় কেন? যেখানে যেখানে মুসলমানদের বস্তি আছে সেখানে নিত্য হিন্দু যাত্রীদের উপর আক্রমণ, ছিনতাই ও চুরি, কন্যাহরণ চলে কেন? ভারতে সর্বত্র বিশেষ করিয়া দণ্ডক অরণ্যে যুবতী কন্যাগণকে বাহির করিয়া আনিয়া আরবীয় রাষ্ট্রে চালান ও পাচার করিবার ব্যবসা মুসলমানরা বিনাবাধায় করে। ইহা কেন? ভারত রাষ্ট্র ইহা সহ্য করে কেন? হিন্দু কন্যাগণকে মুসলমান বর্বরগণ বাহির করিয়া লইয়া গেলে ইহার প্রতিকারের জন্য পুলিশ নিশ্চেষ্ট থাকে কেন? ইহার প্রতিকারের জন্য কেহ বলিলে তাহার উপর সরকারের নির্য্যাতন চলে কেন এবং ইহার কারণ কি?

২৫, ২৬, ও ২৭শে জানুয়ারী ১৯৭৯ সালে প্রয়াগ মহাতীর্থে অনুষ্ঠিত বিশ্ব হিন্দু সম্মেলনে ১৪২ সংখ্যক আনন্দমঠাধীশ ও শক্তিবাদ প্রবর্ত্তক স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতীর শক্তিবাণী

পণ্ডিত ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী ১০.১২.৭৮ দিন স্বয়ং উপস্থিত হইয়া আমাকে ২৫, ২৬, ও ২৭ তারিখে ধার্য্য বিশ্ব হিন্দু মহাসম্মেলনে একটি বাণী পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, তিনি মহাসম্মেলনের ভাইস প্রেসিডেণ্ট । তিনি আরও বলিলেন যে তিনি এখন এই শক্তিবাদের লাইনেই কাজ করিয়া চলিয়াছেন। কারণ এখন ইহা ভিন্ন আর অন্য কোন পথ নাই।

তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করা আমার কর্তব্য। সমস্ত সাধু মহাত্মা, হিন্দু নেতা, ও হিন্দু জনতার নিকট আমার বিশেষ অনুরোধ যে তাঁহারা ঘোষণা করুন যে ভারতমাতাকে ভাগ করা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর রকমের দুষ্কার্য ও আসুরিক কার্য্য হইয়াছে। ইহার ফলে পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে হিন্দুরা যবন ও বর্ব্বরগণ দ্বারা সর্ব্বরকমে নির্যাতিত হইয়া নিঃস্ব হইতেও নিঃস্ব অবস্থায় পাকিস্তান হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে। বিভক্ত ভারতের নপুংসক নেতারা যবণদের সঙ্গে আরও একটি পাকিস্তান করিবার ষড়যন্ত্রে মত্ত হইয়াছেন। এ সব কথা কোন দেশীয় ভাষার পত্রিকায় প্রকাশ পায় না। হিন্দুভাবাপন্ন মহাপুরুষ ও নেতাগণকে অনুরোধ তাঁহারা যেন ভারতভাগকারী যবণগণকে ভারত হইতে বহিষ্কার করিয়া পাকিস্তানে পাঠাইবার জন্য প্রস্তুত হন। তাঁহারা যেন কোন যবণকে বা যে কোন নির্ব্বাচনে ভোট প্রার্থী যবণতোষক মূর্খ হিন্দুকে আর ভোট না দেন। ভারতের প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে প্রত্যেক গৃহে এই শক্তিবাণী পৌঁছিবার ব্যবস্থা যেন করা হয়।

-স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী

চৌদ্দশ হিজরী (২২.১১.৭৯) মক্কাবাদীয় ইমান খতম্ প্রসঙ্গে স্বামী সত্যানন্দ

চৌদ্দশ হিজরীতে মক্কামন্দিরে আদি পুরোহিত বংশজগণ মক্কার মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছেন এবং আর্যবিধানে শিবের পূজা পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। ঐ তারিখ হইতে শিব এখন ম্লেচ্ছবাদ হইতে মুক্ত হইলেন। চুম্বনের নোংরামি হইতে তিনি এখন মুক্ত। শিব প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন যে তিনি কিছুকাল যবণের নিকট অবরুদ্ধ থাকিবেন। শিব সেই দুর্দ্দশা হইতে এখন মুক্ত। প্রাচীন পুরোহিত বংশগণকে আমরা শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ জানাই। শীঘ্রই ঐ দিন আসিতেছে যখন দেখা যাইবে মক্কার মন্দিরের পূজায় আর্য্যাচার ও চুম্বন পাশাপাশি চলিতেছে। আমরা জানি মুক্তিলাভ করিয়াছেন শিব এবং তিনি মক্কা ছাড়িয়াছেন। খারিজী সম্প্রদায়কে ভারতীয় মূর্খেরা ও পত্রিকাগুলি কট্টর মুসলমাণও বলে, আবার মন্দিরকে অপবিত্রকারীও বলে। আল্লার গোঁড়া-ভক্ত, তাহারা মন্দিরকে অপবিত্র করিলেন কি করিয়া এই কথাই কেহ বলেন না। কেহ কেহ বলেন, সেখানে মশা মাছি মারা চলে না, অর্থাৎ রক্তপাত করা সেখানে পাপকার্য, সেখানে খারিজীরা প্রবেশ করিয়া রক্তপাত করিয়াছে। কাজেই অপবিত্রকারী বলা হইয়াছে। ইহা হইতেছে কোন কোন বিদ্বানের ব্যাখ্যা।

আমরা জানি "খারিজ" মানে অধিকার হইতে বহিষ্কৃত। মামলা "খারিজ" হইয়া যায়, মানে মামলার পক্ষকে খারিজ করিয়া দেওয়া। মহম্মদ সাহেব প্রাচীন পূজারী বংশকে মক্কায় প্রবেশ করিবার অধিকারকে "খারিজ" করেন। সেই পুরোহিত বংশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি পরিবার সহ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া আর্য্যাচারে শিবের পূজা করিতেছেন, অর্থাৎ থুথু মাখাইয়া শিবকে পূজা না করিয়া ফলফুলসহ প্রাচীন আচারে পূজা করেন। অনেকের মতে ইহার নামই মন্দির অপবিত্রকরণ। এই কথাটা ঢাকিবার জন্যই মশামাছি মারা বা রক্তপাতের কথা আসিয়াছে। আমরা তো জানি সহস্র সহস্র পশুকে নিষ্ঠুরের মত ভয়ঙ্কর কষ্ট দিয়া হত্যা করা হয়, সেইটাতেও মন্দির অপবিত্র হয় না। যাহা হউক মক্কার শিব এবার ফলেফুলে পূজা পাইতেছেন অর্থাৎ নিজের প্রদত্ত বাণী হইতে মুক্ত হইলেন। এবার কীর্ত্তিমালিনী ভারতবর্ষ মনের সুখে বিজাতীবাদী মুসলমানগণকে বহিষ্কার করুক। মক্কার শিব এখন থুথুদানকারী ম্লেচ্ছগণকে আর রক্ষা করিবেন না। মহম্মদ সাহেব ৩৬৫ খানা শিব মন্দির যাহা মক্কেশ্বর শিব মন্দিরের চারিদিকে নির্ম্মিত ছিল, সবগুলিই ভাঙিয়া দিয়াছেন। ভারতকে খণ্ডিত করিয়াও ভারতের বুকে মুসলমানগণের এত তোয়াজ করিয়া পোষণ কেন? ভাইয়ে ভাইয়ে সম্পত্তি ভাগ হইবার পর এক ভাই যদি অন্য ভাইয়ের ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়া থাকে তাহার সব পরিবারের লোকসহ, তবে সেই ভাইয়ের দুর্দ্দশা দিন দিন বৃদ্ধি হইবে না কি? সে এইসব বোঝা সহ্য করিয়া কদিন বাঁচিবে? গুরু গোবিন্দ সিংহের শিষ্যগণ পাঞ্জাব হইতে মুসলমাণগণকে বিতাড়িত করিয়াছেন। আসামও মুসলিম বিতাড়ন আরম্ভ করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ বিহারসহ সমস্ত ভারত এবং পূর্বভারতকেও এই নীতি অবিলম্বে গ্রহণ করিতে হইবে, নয়তো ভারত

বাঁচিতে পারে না, ভারতের শাসকগণ যদি এই নীতি মানিতে না পারেন তবে তাঁহাদের আর ইলেকসনে নামা ঠিক হইবে না।

এখন যদি মুসলমানগণদের হিন্দুর ঘাড়ে চাপাইতে চাও, তবে তোমরা ভয়ঙ্কর মার খাইয়া যাইবে। ইহার কারণ মক্কাবাদ এখন শিবহীন, শিব এখন নিজের বাক্য হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। তোমরা যদি ভাবিয়া থাক ঐ ভাবে মুসলমাণ পুষিয়া ভারতের সর্ব্বনাশ করিবে এবং কোটি কোটি টাকার অধিপতি হইয়া আরামে গদিয়ানী করিবে সেটা আর সম্ভব হইবে না।

হিন্দুর ভোট লইয়া তোমরা ভারতবর্ষের কর্তা হইয়াছিলে, তোমরা হিন্দুর দেশ ভারতকে ভাগ করিয়াছিলে। (১) "তোমরা পূর্ব্ব ও পশ্চিমভারতের সর্ব্বনাশ করিয়াছ।" (২) "তোমরা কিরূপ ভয়ঙ্কর হিন্দু বিরোধী সেটা মরিচঝাপিতে আগত দণ্ডকারণ্যবাসী রেফিউজীদের সঙ্গে বর্ব্বর অত্যাচার ও দুর্ব্ব্যবহারে দেখিয়াছি। সমস্ত পৃথিবী দেখিয়াছে।" (৩) "হিন্দুধর্ম্মের উপর তোমাদের কিরূপ বিদ্বেষ সেটাও দেখা গিয়াছে - এক বৎসরের মধ্যে শতাধিক হিন্দু শিব ও কালীমন্দির ভাঙার মধ্য দিয়া।" (৪) "তোমাদের যদি একটুও নীতিজ্ঞান থাকে তবে তোমরা এখনই লোকবিনিময় কর এবং ইলেকসন বন্ধ রাখো।" (৫) "যদি লোকবিনিময়ের ইচ্ছা তোমাদের না থাকে তবে তোমরা ইলেক্সনে করিবেটা কি?" (৬) "আমরা গ্রামে গ্রামে শক্তিপূজা ও ঝাড়ুমার যজ্ঞ করিতে বলি যাহাতে তোমাদের মনোবল ভাঙিয়া যায়।"

স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী

শক্তিবাদ মঠে মক্কেশ্বর মহাদেবের পূজা

ইং ১৮-১০-৮০ তারিখে মহানবমীর দিনে মঠ মন্দির পরিক্রমা কালে মক্কার কাবা মন্দির হইতে তাং ২১.১১.৭৯ মুক্তিপ্রাপ্ত শিবকে পূজা ও জলদান করা হইবে। শিবের কাছে আমাদের প্রার্থনা "তুমি হিন্দুজাতির মধ্যে বীরত্ব, কর্ম্মশক্তি ও অসুরনাশের প্রেরণা দাও। তাহাদের জন্য ধন, সম্পদ, গৃহ ও সচ্ছলতার বিধান কর। যবনরা তোমাকে ১৩ শত বৎসর কাবার মন্দিরে আবদ্ধ রাখিয়া মুখের দুর্গন্ধযুক্ত থুথুদ্বারা তোমাকে অপদস্থ রাখিয়াছিল। উহার প্রতিশোধে তুমি সমস্ত পৃথিবীর যবনগণকে ছিন্ন ভিন্ন কর। যে সব ভারতীয় হিন্দুরা যবনের পদে তৈল মাখাইয়া লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জনের লোভে ভারত ও হিন্দুজাতির সর্ব্বনাশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, তুমি তাহাদের জন্য যথোচিত দুর্দশার বিধান কর।"

হে মহাদেব -

আমরা যেন সর্ব্বদা ও প্রতিদিন তোমার স্মরণ ও সেবা পূজায় আনন্দ পাই।

১৯৮১ সালে স্বামীজীর লেখায় "ভারতীয় হিন্দু ছাত্রশক্তি"

মহম্মদ সাহেব নিজের জীবনের শেষ তীর্থযাত্রা মক্কায় ১০ম হিজরীতে সম্পন্ন করেন। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি অসুস্থ হন, এবং মদিনাতে তাঁহার নিজের কন্যা আয়েসার[1] বাড়ীতে অবস্থান করেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র[2] বকর এবং ওমর তাঁহার সেবা করিতে ছিলেন, সেই অবস্থায় তিনি মারা যান। মৃত্যুর পর তাঁহার বাড়ীর দরজা খুলিয়া দেওয়া হইল। ভক্তগণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একদল বলিতে লাগিলেন "মহম্মদ মারা গিয়াছে এ কথা বলা চলিবে না। যে বলিবে তাহাকে হত্যা করা হইবে।" এই অবস্থাতে বাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল, এবং মৃত শরীরটি গায়েব্ করিয়া দেওয়া হইল এবং মিথ্যা প্রচার করা হইল যে তাঁহাকে জেরুজালেমের মন্দিরের দেওয়ালের ওপর দেখা গিয়াছে, আর কিছু জানা যায় নাই। ওমর মিথ্যা কথা বলার পক্ষে ছিলেন কিন্তু বকর্ সত্য কথা প্রকাশ করিবার পক্ষে ছিলেন।

দিল্লীর রাজনীতির সঙ্গে এই ঘটনার মিল আছে। তাহাদের মতে ভারত ভাগ হইয়াছে, মুসলমানরা পাকিস্তানে যাইবে এবং মুসলমানরা ভিন্নজাত এইসব কথা বলা চলিবে না। যে এইসব কথা বলিবে তাহাকে কম্যুনাল্ বলা হইবে এবং তাহার বিরুদ্ধে 'MISA' কানুন প্রয়োগ করা হইবে। পুলিশ তাহাদিগকে যখন ইচ্ছা ধরিয়া জেলে লইয়া যাইতে পারিবে এবং যতখুশী অত্যাচার ও নির্যাতন এবং অধিক কি মৃত্যুও ঘটাইতে পারিবে। পাকিস্তানস্থিত হিন্দুগণকে অত্যাচার, নির্য্যাতন, নারীর অসম্মান ও সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাদিগকে বহিষ্কার করা হইয়াছে এবং ভারত বিভক্ত হইয়া মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান হইয়াছে, এ সমস্ত কথা বলাই চলিবে না।

এখন ভারতের শাসন এমনভাবে চালানো হইতেছে যে খণ্ডিত ভারতে হিন্দুদের জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে এবং ভারতকে মুসলমানের রাষ্ট্র করিবার জন্য ইন্দিরা সরকার দ্বারা ব্যাপক ষড়যন্ত্র চলিয়াছে। ইহার প্রতিবাদে আসাম মাথা তুলিবার সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার হিন্দুগণকে নিষ্পেষিত করা হইতেছে। মিলিটারী বসাইয়া সেখানে নিত্য হিন্দুদের রক্তগঙ্গা প্রবাহিত করা হইতেছে।

হিন্দু ছাত্র ও যুবকগণ সংঘবদ্ধ হও। আসামকে বাঁচাও, ভারতকে বাঁচাও। ইন্দিরা এখন প্রকাশ্যভাবে মুসলমানের বেশ্যারূপে পরিণত হইয়াছে। তাহাকে জুতাইয়া সোজা করার প্রয়োজন হইয়াছে। মুসলমান তোষক হিন্দু নেতাগণকে ও মুসলমানগণকে পাকিস্তানে বহিষ্কার না করিলে ভারতবর্ষ বাঁচিতেই পারে না। যুবকরা মুসলমান, মুসলমান তোষক হিন্দু নেতা ও ইন্দিরাকে মুসলমানের মতই ভারতের শত্রু মনে কর এবং সাবধান হও।

---

[1] প্রকাশকের নিবেদন - হজরত মহম্মদের কন্যার নাম ছিল ফতিমা। আয়েসা ছিলেন তাঁর স্ত্রী।

[2] প্রকাশকের নিবেদন - ওমর ও বকর ছিলেন মহম্মদের শ্বশুর।

১৪ জানুয়ারী ১৯৮১ সালে স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী লিখিত "জন্মোৎসবের বাণী"

১। পূর্ণ মানবিকতার পীঠস্থানগুলি মস্তিষ্কের মধ্যে বিদ্যমান। ইহাদের মোট সংখ্যা ২৯টি। ইহাদের মধ্যে ৫টিকে আমরা শক্তিবাদ অনুশীলনের জন্য বলিয়াছি। (১) সত্য, (২) প্রেম (অহিংসা), (৩) অভয়, (৪) শান্তি, (৫) তেজ (অসুরের বিরুদ্ধে শক্তির পূর্ণভাবে প্রয়োগই "তেজ" নামে খ্যাত), মস্তিষ্ক চিত্র দ্বারা সবগুলি দৈবী সম্পদেরই কেন্দ্র নিরূপণ করা হইয়াছে।

গণেশ কেন্দ্রের দৈবী সম্পদ (৫ কলা গণেশ) :

(১) অভয় (Fearlessness)
(২) দম (Self-Control)
(৩) তপঃ (Austerity)
(৪) সত্য (Truth)
(৫) ত্যাগ (Renunciation)
(৬) নাতিমানিতা (Modesty)

সূর্য্য কেন্দ্রের দৈবী সম্পদ (৬ কলা সূর্য্য) :

(১) স্বাধ্যায় (Study of the Vedas)
(২) আর্জ্জব (Absence of Guile)
(৩) অহিংসা (Love, Affection)
(৪) মার্দ্দব (Compassion)
(৫) শৌচ (Purity)
(৬) অদ্রোহ (Lack of Malice)

বিষ্ণু কেন্দ্রের দৈবী সম্পদ (৭ কলা বিষ্ণু) :

(১) দান (Charity)
(২) যজ্ঞ (To Worship the Devas by Offerings to the Fire Gods)
(৩) মৃদুতা (Mildness of Action against Wrong-Doers)
(৪) নাতিমানিতা (Self-Control)
(৫) দয়া (Mercy)
(৬) হ্রী (Sense of Shame, sense of propriety)
(৭) অচাপল্য (Absence of Fickleness)
(৮) ধৃতি (Fortitude)

(৯) ক্ষমা (Compassion)

শিব কেন্দ্রের দৈবীসম্পদ (৮ কলা শিব) :

(১) অভয় (Fearlessness)

(২) সত্বসংশুদ্ধি (Pure Intellect)

(৩) জ্ঞান (Wisdom)

(৪) যোগনিষ্ঠা (Steadiness in Yoga)

(৫) সত্য (Truth)

(৬) অক্রোধ (Absence of Anger)

(৭) অলোভ (Absence of covetousness)

(৮) শান্তি (Calmness of Mind)

(৯) অপৈশুনম্ (Not to Propagate Lies)

শক্তি স্তরের দৈবী সম্পদ (১৬ শক্তি কলা) :

(১) তেজ (Force Against Brutality)

সবগুলি দৈবী সম্পদই মস্তিষ্কে বিদ্যমান। আজকাল ভারতবর্ষে মানবিকতা শব্দটির খুব প্রয়োগ শুনা যায়। ভারত ভাগকারী এবং বেআইনীভাবে মুসলমাণগণকে হিন্দুর দেশ ভারতে পোষণ করিবার জন্য অসুর তোষণ করিয়াও ভারতের হিন্দুদের ঘাড়ে পোষণ করা ও এইসব বদমাইসদের ভোট লইয়া রাজত্ব করিয়া কোটি টাকার মালিক হওয়া ভিন্ন এইরূপ মিথ্যা প্রপাগাণ্ডার মধ্যে অন্য কোন মানবতার লক্ষ্য নাই। ভারতকে বিভক্ত করিবার পর আসামকে পাকিস্থান করিবার জন্য মুসলমান C.P.I.M. স্বার্থবাদী ও হিন্দুসভ্যতার শত্রু মূর্খ হিন্দু নেতাদের মুখে এইরূপ মানবিকতার ভণ্ডামি কথার ধ্বনি সর্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়। অসুর চরিত্র সম্বন্ধেও গীতায় আলোচনা আছে। মস্তিষ্কের মধ্যে অহংকার কেন্দ্রটি শিব কেন্দ্রের একটু সামান্য অংশে বিদ্যমান। (শিবের ষষ্ঠমুখ, ষড়ায়ায় মুখ) সবরকম ভণ্ডামি, ছলনা ও আসুরিকতার ইহাই কেন্দ্র। দম্ভ, দর্প, অহংকার, ক্রোধ ও নিষ্ঠুরতার মূল সমস্ত কার্য্য অসুরবাদের অভিব্যক্তি। ইহারা মিথ্যাবাদী, শুচিহীন, সংযমহীন ও চরিত্রহীন।

সম্প্রতি "বিশ্ববিজয়ী শক্তিবাদ" পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। উহার ভিত্তিতে পঠন পাঠন ও আলোচনা করিয়া জন্মদিনের পূজা, যবণযজ্ঞ, বলিদান ও পরিক্রমা কর। অন্যান্য বৎসর যেইভাবে সব অনুষ্ঠিত হয় সেইভাবেই কর। জন্মোৎসবের ইহাই শক্তিবাদ প্রবর্তক সত্যানন্দের বাণী। এমেরিকার পত্রিকাতে আমাকে শক্তিবাদ স্বামী নাম দিয়েছে। কানাডার C.B.C. স্তোত্র আমারই কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত করিয়া এবং T.V.তে সেই কথাটির ছাপ প্রকাশ করিয়া সমস্ত পৃথিবীতে শক্তিবাদের মহিমা প্রচার করিয়াছে। ভারতে আমাকে লক আপে দিয়াছে। আমি শক্তিবাদ নীতিতে প্রতিশোধ লইয়াছি। ভারত রাষ্ট্র এখন সমস্ত আসাম ও ভারতকে ট্রেসপাসার্স মুসলমানদের রাষ্ট্র করিতে চায়। আমি

উহার প্রতিবাদে আসামকে সৎ উপদেশ দিয়াছি। এই জন্যই মঠের জন্মোৎসবের মহান অনুষ্ঠানে যোগদানে বিরত রহিলাম। ভারত ও বঙ্গীয় সরকারের পুলিশ, এই সুযোগে অনুষ্ঠানে যোগদানকারীগণকে মলিন মুখে বাড়ীতে ফিরিতে বাধ্য করিবে ইহা আমার মনকে কতটা ব্যথিত করিবে সেটা ভাবিয়াই আমি দূরে থাকিলাম। শক্তিস্তরের ইন্দ্রিয়তেই শক্তিবাদ পরিচালিত হইয়াছে। শক্তিস্তরের মহান অনুভূতিতে প্রবেশ করিয়াছে এমন মহাপুরুষ খুবই কম। শক্তিবাদীরা শক্তিস্তরের অব্যক্ত ভূমিতে থাকিয়াই ভারত ও পৃথিবীর কল্যাণের কার্য্যে নিযুক্ত থাক। অব্যক্ত স্তরই দশ মহাবিদ্যার লীলাভূমি। সেই ভূমি যুগ যুগান্তরই "Under ground" ভূমি। সেক্ষেত্রে থাকিয়াই বর্ব্বর তোষকদের ও বর্ব্বরদের প্রতিশোধ লওয়া যায়। সেই ঘটনা শক্তিবাদীরা "ইন্দিরা ও ফকরুদ্দিনের পতনকালে" প্রত্যক্ষ করিয়াছে। মায়ের কৃপাতেই আসামের মঙ্গল আসিবে। ভারতেও ছাত্রযুব শক্তির অভ্যুদয় হইবে। মিথ্যা মানবিকতার নামে যে সব মিথ্যা ও ছলনার কথা শাসকদল প্রচার করিতেছেন সেটা হইবে তাহাদেরই সর্ব্বনাশের কারণ।

-শক্তিবাদ স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী

স্বতন্ত্র "বীরবঙ্গ" পরিকল্পনা ও বাঙ্গালীর মুক্তি যুদ্ধ ১৯৮১

শক্তিবাদী ভারতের অমর নেতা মহাযোগী মহাবীর হনুমান। ইনি এখনও অনেক যুবকের অন্তরে জাগ্রত আছেন। যুবকরা খণ্ডিত ভারতে যবন ও যবনতোষক নেতাদের বহিষ্কার করিবার জন্য অগ্রসর হউন। ১৯৪৭ সন হইতেই যবণতোষক হিন্দুনেতারা সম্পূর্ণ ভারতকে পাকিস্তান করিবার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছে। ইহারা ধনলোভী, ঘুষখোর, মিথ্যাবাদী ও কালাকানুনবাজী। ইহাদের একজনকেও বীর হনুমানের সমকক্ষ বলা যায় না। রামরাবণের যুদ্ধের নেতা, কুরুক্ষেত্রে কপিধ্বজ রথের নায়ক ছিলেন বীর হনুমান। যুবকরা বীর হনুমানকে নেতৃস্থানে রাখিয়া বিপ্লবাত্মক নীতিতে উদ্বুদ্ধ হও। সমস্ত হিন্দুরা বনবাসী, গিরিবাসী, আদিবাসী, বিষ্ণুক্রান্তা বাসী, যে যেখানেই থাক সকলেই নিজের নামের সঙ্গে "সিংহ" পদবী ধারণ করিয়া এক অখণ্ড হিন্দুজাতিতে পরিণত হও এবং সিংহ বিক্রমে শত্রু নাশে প্রবুদ্ধ হও।

নেহেরু বংশের ষড়যন্ত্র হইতেছে প্রথম আসামকে পাকিস্তান করা এবং ধীরে ধীরে সমস্ত ভারতকে মুসলমান রাষ্ট্র করা এবং হিন্দুগণকে গোলাম প্রস্তুত করিয়া রাখা। ফকরুদ্দিনকে রাষ্ট্রপতি করিয়া আসামকে পাকিস্তান করিবার ষড়যন্ত্রকে শক্তিশালী করা হইয়াছে। এবার আসামের মত পাঞ্জাবকে ধ্বংস করিবার জন্য সেখানেও মুসলমান বসাইবার পরিকল্পনা করা হইয়াছে। সমস্ত পশ্চিমবঙ্গে ও পূর্ববঙ্গের পূর্ব চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম লইয়া "বীরবঙ্গ" দেশ গঠিত হইবে। বাঙালী মুসলমাণগণের নিকট আমাদের এই অনুরোধ - তোমরা সমস্ত পঃ বঙ্গ ছাড়িয়া চলিয়া যাও এবং পূর্ববঙ্গের দিনাজপুর, রংপুর, মৈমনসিংহ, ঢাকা, কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম হইতেও চলিয়া যাও। ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গ এবং বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ "বীরবঙ্গ"

দেশ হইবে। ইহাতে হিন্দু বাঙালীরা থাকিবে। আজ ৪০ বৎসর ধরিয়া বাঙালী হিন্দুরা পূর্ব্ববঙ্গে, পশ্চিমবঙ্গে, আসামে, ত্রিপুরায় সর্ব্বত্র অপমানিত ও লাঞ্ছিত অবস্থায় কাটাইতেছে। পৃথিবীর মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গীয় বাঙালী হিন্দুরা একটা উচ্চ সভ্যতা ও উচ্চ সম্মানিত জাতি। এত অপমান এবং নির্য্যাতন সহ্য করিয়া ইহাদের পক্ষে বাঁচিয়া থাকা আর সম্ভব নয়। এইদিকে দিল্লীর শাসক ও বাংলার C.P.M. দের মধ্যে বাঙালী হিন্দু নির্য্যাতনের নূতন রূপ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ইহারা চায় পূর্ব্ববঙ্গীয় হিন্দুদের এক মোটা অংশকে পঃ বঙ্গ হইতে বিতাড়ন করিয়া বিহারে, উড়িষ্যা ও দিল্লীতে পাঠায় এবং আসাম হইতে মুসলমানদের পশ্চিমবঙ্গে বসায়। মুসলমানদের ক্ষেপাইয়া হিন্দুনির্য্যাতনের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। দেখা যায় মুসলমানেরা বিপুল সংখ্যায় একত্রিত হইয়া পঃবঙ্গে হিন্দুগণকে আক্রমণ করে এবং পঃ বঙ্গ সরকার ও স্থানীয় গ্রাম্য নেতারা মুসলমাণগণকে অস্ত্রশস্ত্র ও পুলিশ দ্বারা সাহায্য করে। ইহাদিগকে এখন সংঘবদ্ধ হইতে হইবে। আন্দোলন করিতে হইবে ও অস্ত্রধারণ করিতে হইবে এবং সমস্ত ভারত হইতে বিজাতীবাদী ও ভারতভাগকারী মুসলমাণদের বহিষ্কার করিতে হইবে। মুজিবের নেতৃত্বে পূর্ব্ববঙ্গ পশ্চিম পাকিস্তানের বর্ব্বর বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। মুক্তিলাভের পর বহু বাঙালী হিন্দু পূর্ব্ববঙ্গে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাদিগকে নির্য্যাতন, গুপ্ত হত্যা ও ব্যাপক লুট ও ডাকাতের সাহায্যে বিতাড়ন করা হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গীয় হিন্দুদের জন্য "হোমল্যাণ্ড" চাই এবং সমস্ত ভারতের মুসলমানদের বহিষ্কার চাই। বিজাতীবাদী মুসলমানদের পুষিলে ইহাদের আক্রমণে ও অত্যাচারে বীর বাঙালীরাও বাঁচিতে পারিবেন না। সমস্ত ভারতের হিন্দুগণের নিকট আমাদের দাবী, বিজাতীবাদী মুসলমানদের পাকিস্তানে যাইবার জন্য দাবী করো। মুসলমানদের নিকট হিন্দুদের গোলাম করিয়া রাখিবার এবং মুসলমাণগণকে হিন্দুর গলায় ঝুলাইবার জন্য যে সব মূর্খ ও পাগল হিন্দুনেতারা প্রস্তুত হইয়াছে তাহারা সাবধান হও। আমরা বীর বাঙালীরা সমস্ত ভারত হইতে মুসলমান বিতাড়কগণকে সর্ব্বপ্রকার সহায়তা দিব। তোমাদিগকেও প্রতিশোধের সম্মুখীন হইতে হইবে।

আজও ভারতে সহস্র সহস্র দেব মন্দিরকে মুসলমানেরা অপবিত্র অবস্থায় রাখিয়াছে। সেইগুলিকে উদ্ধার করিয়া হিন্দুর হাতে দিবার কোনই ব্যবস্থা নাই। অধিক কি কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরটি সম্পূর্ণ রূপেই হিন্দুদের দখলে থাকা সত্ত্বেও পণ্ডিত জওহরলাল মুসলমানদের উঠবোস করিবার ব্যবস্থা কায়েম রাখিয়াছে। কোটি কোটি টাকা সরকারী অর্থে ভারতের সর্ব্বত্র মসজিদ নির্মাণ চলিয়াছে, কিন্তু একটি দেব মন্দিরকেও উদ্ধার করিবার ব্যবস্থা নাই।

আসামকে পাকিস্তান করিবার জন্য দিল্লীর নেতারা ও পঃবঙ্গের নেতারা ও জৈল সিং-এর মত শিখ নেতা যে সব ষড়যন্ত্র করিয়াছে, তাহাতে জাতীয়তাবাদী হিন্দুরা কিরকম ব্যথিত হইয়াছে সেটা একটা স্মরণীয় ঘটনা।

দেশভাগকারী মুসলমাণগণকে কিছুতেই ভারতে পোষা চলিতে পারেনা। ভারতভাগকারী বিজাতীবাদী ৪ বিবি ও লিঙ্গকাটার ধর্ম্মকে মানিলে ভারতের কিছুতেই মঙ্গল হইতে পারে না।

আশ্চর্য্যের কথা মুসলমানেরা যেখানে যেখানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় বসবাস করিতেছে সেখানেই হিন্দুদের মূর্ত্তিপূজা, ও ধর্ম্মানুষ্ঠান একরকম নিষিদ্ধ হইতেছে। ইহার প্রতিবাদ করিলেই পঃ বঃ সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের পুলিশ বিভাগ হিন্দুদের উপর উলটা নির্য্যাতন ও আক্রমণ করে।

স্তরাং ভারতের হিন্দুরা মহাবীর হনুমানকে নেতা মানিয়া সংঘবদ্ধ হও ও সামনের ইলেকশনের জন্য প্রস্তুত হও।

সরকারী ধাপ্পাবাজীর ৩৪ বর্ষ - ১৯৮১

গত ২.৮.৮১ তারিখে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র হইতে প্রচারিত সমীক্ষাতে শ্রী নির্মল সেনগুপ্ত মহাশয়ের ঈদ্‌লফেতরকে কেন্দ্র করিয়া বক্তব্যটি খুবই মর্মস্পর্শী। প্রতিবেদক এত স্তন্দরভাবে তাঁহার প্রতিবেদনটি সম্পূর্ণ করিয়াছেন যে উহা বহুদিন মনে রাখিবার মত। আমরা আশা করি যে অচিরেই উক্ত প্রতিবেদকের নিকট হইতে এ বিষয়ে আরও কিছু জানিতে পারিব।

প্রতিবেদকের বক্তব্য :- "বোধ হয় সব ধর্মের মূল কথাই এক। ঈদ্‌লফেতর এবং দুর্গাপূজাতে কোন তফাৎ নাই। দুর্গাপূজাতে হিন্দুরা সকলে আনন্দ উপভোগ করে থাকে বিশেষ করে বিজয়া দশমীতে পরস্পরকে আলিঙ্গন ও গুরুজনদের প্রণাম ইত্যাদি দ্বারা আনন্দ উপভোগ করে থাকে। ঠিক তেমনি ঈদের বেলাতেও মুসলমান ভাইরা একমাস কঠোর আত্মসংযমের ও উপবাসের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়গুলিকে দমন করে এবং রোজা পালনের শেষে খুশির জোয়ার বয়ে যায়। প্রত্যেক মুসলমান সাধ্যমত শ্রেষ্ঠ পোষাকে সজ্জিত হয়ে স্তবাসিত গন্ধে, ও খুশির জোয়ারে নিজেদের নতুন ভাবে ফিরে পায় ও দরিদ্রদের দান করে।" ইহা হইল রোজা সম্বন্ধে নির্মলবাবুর বক্তব্য। এখন দেখা যাক যে রোজা সম্বন্ধে কোরান কি নির্দেশ দেয়।

"রোজার রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রী সম্ভোগ বৈধ করা হইয়াছে। তারা তোমাদের পোষাক এবং তোমরা তাদের পোশাক। আল্লাহ জানতেন যে তোমরা আত্মপ্রতারণা করছ। তাইত তিনি তোমাদের প্রতি সদয় হয়েছেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করেছেন। অতএব এখন তোমরা তোমাদের পত্নীদের সঙ্গে সহবাস করতে পার এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা (সন্তান) লিখে রেখেছেন তা কামনা কর। আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ রাত্রির কৃষ্ণরেখা হতে ঊষার শুভ্র রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়। অতঃপর রাত পর্য্যন্ত রোজা পূর্ণ কর।" সূরা ২, আঃ ১৮৭। এই হইল রোজা পালন। এবার স্ত্রী সম্ভোগের ব্যাপারটি একটু আলোচনা করা যাইতে পারে বা প্রয়োজন। এই স্ত্রী কারা। এ সম্বন্ধে কোরানের বক্তব্য হইল, "কোন বিশ্বাসী নারী নবীর নিকট (বিশ্বাসী পুরুষ) নিজেকে নিবেদন করলে এবং নবী তাকে বিবাহ বৈধ করিতে চাইলে সেও বৈধ - এ বিশেষ করে তোমার জন্য। অন্য বিশ্বাসীদের জন্য নয়। যাতে তোমার কোন অস্তবিধা না হয়।" সূরা ৩৩, আঃ ৫০।

তাহা হইলে রোজা যে সারারাত্রিব্যাপি অফুরন্ত পানাহার ও অবৈধ নারী সম্ভোগের উৎসব ইহা বুঝিতে কোন অসুবিধা হয় কি? ইহা ছাড়াও আরও বহুরকম সদুপদেশ কোরান বহন করে যেমন, "হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা নেশার অবস্থায় নমাজের নিকটবর্ত্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা কি বলছ, তা বুঝতে পার এবং অপবিত্র অবস্থাতেও নয়। যদি তোমরা পথচারী না হও, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তোমরা স্নান কর। আর যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে (প্রবাসে) থাক অথবা তোমাদের কেহ পায়খানা (শৌচস্থান) হতে আসো অথবা তোমরা নারীসম্ভোগ কর এবং পানি না পাও তবে মাটি দ্বারা "তায়াম্মুম" (তৈয়ম্মুম) করবে (মুখে ও হাতে বুলিয়ে নেওয়া)। নিশ্চয়ই আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।" সূরা ৪, আঃ ৪৩। আরও একটি বিখ্যাত আয়াত, যেটি উল্লেখ না করিলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকে সেটি যৌন সম্ভোগের সীমারেখা সম্বন্ধে আল্লার নির্দেশ। "অবৈধ তোমাদের জন্য তোমাদের মায়েরা, আর তোমাদের কন্যারা, আর তোমাদের বোনেরা, আর তোমাদের পিতার বোনেরা, আর তোমাদের মায়ের বোনেরা, আর তোমাদের ভাইয়ের মেয়েরা, আর তোমাদের বোনের মায়েরা, আর তোমাদের দুধ মায়েরা, আর তোমাদের দুধ বোনেরা, আর তোমাদের স্ত্রীদের মায়েরা, আর তোমাদের সৎ মায়েরা যারা তোমাদের অভিভাবকত্বে আছে আর তোমাদের স্ত্রীদের কন্যা, যে স্ত্রীদের সঙ্গে সহবাস করেছ। কিন্তু যদি তাদের সঙ্গে সহবাস করে না থাক তবে তোমাদের অপরাধ হবে না। আর তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীরা, আর একসঙ্গে দুই বোন, অবশ্য যা হয়ে গেছে তা ভিন্ন, আল্লাহ নিঃসন্দেহে ক্ষমাশীল ফলদাতা।" সূরা ৪, আঃ ২৩॥ এ সমস্ত কথা ঘটা করে শেখানোর অর্থ কি পরোক্ষে এ সব কার্য্যে অনুপ্রাণিত করা নয়? নতুবা এত উপদেশের পর "যা হয়ে গেছে তা ভিন্ন, আল্লাহ্ নিঃসন্দহে ক্ষমাশীল, ফলদাতা" এ কথার অর্থ কী? এই সমস্ত মহান উপদেশ সমূহের কাছে গীতার নির্দ্দেশ -

"ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।

ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে।" পঞ্চমোধ্যায়, সন্ন্যাসযোগ। ১৪॥

টীকা:- প্রভু কাহারও কর্ত্তৃত্ব বা কর্মফল সৃষ্টি করেন না। তিনি কাহারও কর্মফলের সহযোগও করিয়া দেন না। সব কার্য্যই প্রাকৃতিক নিয়মে সম্পন্ন হয়।

"নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং চৈব সুকৃতং বিভুঃ।

অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।" পঞ্চমোধ্যায় সন্ন্যাসযোগ ১৫॥

টীকা:- বিভু (ব্যাপক ঈশ্বর) কাহারও পাপ গ্রহণ করেন না। কাহাকেও পুণ্যফলও দেন না। অজ্ঞান দ্বারা যাহাদের জ্ঞান আবৃত তাহারা ঐ রূপ ভাবে মুগ্ধ থাকে॥ এই সমস্ত শ্লোক সত্যই বড় বেমানান এবং দৃষ্টিকটু। আচার, নিষ্ঠা, সংযমের বালাই যখন প্রতিবেদক নিজেই তুলিয়া দিয়াছেন। তখন প্রতিবেদকের মা, বোনকে আমরা পতিতা পল্লীর কোন রমণীর সহিত নিশ্চয়ই তুলনা করিতে পারি। কারণ প্রতিবেদকের মা, বোনও মহিলা আর পতিতাপল্লীর রমণীও মহিলা। ইহা যদি সব দিক দিয়া সঠিক বিবেচ্য হয়, তবে নিশ্চয়ই দুর্গাপূজা ও ঈদের মধ্যে বা রোজার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। আল্লাহর এত আস্পর্ধা যে তিনি সূ ১৪ ১৬ নং আয়াতে পরিষ্কার বলিয়াছেন

মূর্ত্তিপূজক এবং অবিশ্বাসীদের মুখে গলিত পুঁজ ঢালিয়া দিবেন ও তাহাদের দোজখের আগুনে পুড়াইয়া মারিবেন। কই আমাদের গীতার কোথাও মুসলমান প্রসঙ্গে এরকম কথা আছে কি? "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা, মা গৃধঃ কস্যস্বিৎ ধনম্" এ রকম কথা ঈশোপনিষদ হইতে বাহির করিতে হইল কারণ কোরাণে কোথাও এসব কথা নাই। মুসলমানরা এসব মানে না। আল্লাহ এত পুঁজ কি আরব দেশ হইতে আমদানী করিবেন, না কি এখন হইতে জমাইতে ব্যস্ত হইয়াছেন তাহা আমরা জানিতে চাই না। আমরা বলি কেহ যদি বিবিভোগের স্বপ্ন দেখেন তো ছুন্নৎ করিয়া পালের গরু পালে যান। কিন্তু হিন্দুধর্মকে পিশাচ উপাসনার সহিত মিলাইবেন না। কারণ মোক্ষ লাভ, নির্বাণ লাভ ও বিবি লাভ এক জিনিষ নয়। সর্বধর্মবাদীদের লজ্জা হওয়া উচিত যে ইহারা চোখে না দেখিয়া কোরানকে বিচার করে শুধুমাত্র ভাবাবেগে। ইহাদের চাবকাইয়া সর্বধর্ম করা বন্ধ করানো হইবে। ইসলাম কথার অর্থ শান্তি হইলে বিবেকানন্দের "ধর্মের নামে ইসলাম এত রক্তপাত করিয়াছে যে একটা ছোট খাট নদী হইতে পারিত" এ কথা কি মিথ্যা? বৃদ্ধ বয়সে শুনিয়াছি বুদ্ধি ছাড়া সব কিছুই একটু আলগা হইয়া যায়। প্রতিবেদকের বৃদ্ধ বয়সে সবই ঢিলা হইয়া গিয়াছে। যদি অপমান এড়াইতে চান তবে ২.৮.৮১ সমীক্ষাকে বাতিল করিয়া পুনরায় এ সম্বন্ধে নতুন ভাবে বক্তব্য রাখুন।

১৯৮১ তে মেদিনীপুর জেলা অন্তর্গত নস্করপুর গ্রামে আয়োজিত মা ছিন্নমস্তার পূজা ও মূর্তির প্রসঙ্গে স্বামীজী

মা ছিন্নমস্তা রাহু গ্রহের দেবী। রাহু ও কেতুকে পাপগ্রহ বলা হয়। ভিন্ন ভিন্ন গ্রহ হইতে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ পৃথিবীতে আসিয়াছে। রাহু হইতে মক্কাবাদ ও কেতু হইতে কমিউনিজম্ মতবাদ আসিয়াছে। "ব্রহ্ম হইতে ব্রেণ" ব্রহ্মবাদ অর্থাৎ শক্তিবাদ ধর্মের প্রবর্ত্তক শিব। মা কালীই ব্রহ্মময়ী। নির্গুণ ব্রহ্মরূপী শিব। মা কালীই সৃষ্টি স্থিতি, লয় ও কারণ রূপিণী মহাশক্তি। সর্বধর্ম বাদ ও গান্ধী বাদের ভিত্তি দুর্ব্বল বাদ হইবার দরুণ রাহু ও কেতু দুই অসুরবাদের আক্রমণে সমস্ত ভারতীয় সভ্যতা ধ্বংসের পথে চলিয়াছে। রাহু ও কেতু একই গ্রহ কিন্তু খণ্ডিত। রাহু ও কেতুর প্রভাবেই ভারত ভাগ।

এক তরফা রিফিউজি জন সংখ্যা বৃদ্ধি সমস্যা। প্রতিনিয়ত যেন কোটি কোটি খণ্ড খণ্ড রাহু কেতু রূপী জনতা ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করিতেছে। রাহু ও কেতুর প্রভাব হইতে ভারতকে মুক্ত করিবার জন্য এবং মলিন ও দুর্দশাগ্রস্ত ভারতবাসীকে শক্তিবাদী করিবার জন্য ভারতের প্রতিটি ধর্মস্থানকে কেন্দ্র করিয়া মা ছিন্নমস্তার আরাধনা ও মায়ের মূর্ত্তি রহস্য আলোচনা করিয়া অসুর বিরোধী মনোবল জাগ্রত করিতে ভারতের প্রতিটি হিন্দুর কর্ত্তব্য নিজের নাম ও পদবীর শেষে সিংহ শব্দ যুক্ত করা। সংঘ শক্তিই মা দুর্গা এবং মা দুর্গা সিংহ বাহিনী। ভারতবাসী মাত্রই সিংহীর সন্তান। যে কোন জাতি ধর্মাবলম্বী যদি সিংহ শব্দ যুক্ত করে তবে সে নিশ্চয়ই হিন্দু।

এই ভাবেই হিন্দুরা প্রথম বীর্যবানের ধর্মে প্রবেশ করিবে। ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব আদি গুরু, কিন্তু সকলের গুরু শিব। ভারতের প্রত্যেক ধর্মস্থানে শিব প্রতিষ্ঠিত থাকিবে।

২১.১১.৭৯ তারিখে মক্কা হইতে মুক্তি প্রাপ্ত শিবকে সকলে জল ফুল দান করিবেন ও প্রার্থনা করিবেন। শিবহীন ধর্মই অধর্ম ও অসুরবাদ। শিবহীন ধর্মস্থান মানেই পিশাচ উপাসনার কেন্দ্র। "যাহারা শিবকে ভাঙ্গিয়া পিশাচ উপাসনাকে শ্রেষ্ঠ মনে করিবে তাহাদের স্থান ভারতে নাই।" যাঁহারা হিন্দুধর্ম ও মক্কেশ্বর শিবের মুক্তি ভালভাবে বুঝিতে চান তাঁহারা শক্তিবাদ গ্রন্থাবলী পাঠ করুন। শক্তিবাদই ভারতের মতবাদ, মতবাদহীন কোন জাতিই বাঁচিতে পারে না। মতবাদকে হারাইয়াই ভারত আজ রাহু গ্রস্ত মলিন। দেবরাজ ইন্দ্র ও রামচন্দ্র দুর্গা পূজা করিয়াই অসুর ধ্বংস করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে দুর্গা স্তোত্র পাঠ করাইয়া ছিলেন। বর্ত্তমান ভারতের নেতারা কি দুর্গামূর্ত্তি ভগ্ন করিয়াই সভ্যতা রক্ষা করিবেন?

আমরা বলি, "না।" সিংহীর সন্তান সিংহ বিক্রমেই ছিন্নমস্তা রূপ ধারণ করিয়া ম্লেচ্ছবাদ ধ্বংস করিবে।

জনসংঘ প্রধান শ্রীবলরাজ মাধোককে স্বামীজীর উপদেশ

গত ২৮শে এপ্রিল ১৯৮১ তারিখে সকাল ৮.৩০ ঘটিকায় জনসঙ্ঘের সভাপতি শ্রীবলরাজ মাধোক শক্তিবাদ প্রবর্ত্তক ও ১৪২ সংখ্যক আনন্দ মঠাধীশ স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী মহারাজকে কলিকাতার গড়িয়াস্থিত শক্তিবাদ মঠে জিজ্ঞাসা করেন "ভারতের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের কর্ত্তব্য কি সেটা এক কথায় বলুন।" স্বামীজী প্রত্যুত্তরে দৃঢ়তার সহিত বলেন, "পাঞ্জাবের মত ভারতে এবং পাকিস্তানে লোক বিনিময় করা ভিন্ন ভারতের কোন সমস্যারই সমাধান হইবে না। আপনারা মুসলমানগণকে অনুরোধ করুন যে তাহারা পাকিস্তানে চলিয়া যাক। হিন্দুদের মধ্যে এক জাতীয়তা পুনর্জীবিত করিবার জন্য তাহাদিগকে বলুন যে প্রত্যেক হিন্দু সময় নষ্ট না করিয়া তাহারা নিজ নিজ নাম ও পদবীর শেষে বেদ নির্দিষ্ট "সিংহ" শব্দ সংযোগ করুন এবং বেদ যেরূপ বলিয়াছেন সেইরূপ সিংহ চরিত্র আয়ত্ত করিয়া দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্ম রক্ষায় আত্মনিয়োগ করুন। হিন্দু নেতারা যদি এখনও অন্ধকারে থাকিতে চান তবে তাঁহারা অন্ধকারেই ডুবিয়া যাইবেন।"

সিংহ সম্বন্ধে বেদের প্রমাণ -

রাজার আসনকেই আর্য্য শাস্ত্রে সিংহাসন নাম দিয়াছে।

সিংহ্যসি সপত্নসাহী দেবেভ্যঃ কল্পশ্চ॥ ১

সিংহ্যসি সপত্নসাহী দেবেভ্যঃ শুদ্ধশ্চ॥ ২

সিংহ্যসি সপত্নসাহী দেবেভ্যঃ শুম্ভস্য॥ ৩

শুক্ল যজুর্ব্বেদ। পঞ্চম অধ্যায়, দশম কণ্ডিকা।

(১) তুমি সিংহের মত শক্তিসম্পন্ন শত্রু বিমর্দ্দনে সমর্থ ও দেবকল্প।

(২) তুমি সিংহীর মত শক্তিসম্পন্ন শত্রু বিমর্দ্দনে সমর্থ ও দেবতার মত শুদ্ধ।

(৩) তুমি সিংহীর মত শক্তিসম্পন্ন, শত্রু বিমর্দ্দনে সমর্থ ও দেবতার মত শোভাসম্পন্ন।

সিংহ্যসি স্বাহা (১)॥ সিংহ্যস্যাদিত্য বণি স্বাহা (২)॥ সিংহসি ব্রহ্ম বণিঃ ক্ষত্রবণিঃ স্বাহা (৩)॥ সিংহসি সুপ্রজাবণিঃ রায় স্পোষবণিঃ স্বাহা (৪)॥ সিংহস্যবহ দেবান্ যজমানায় স্বাহা (৫)॥ ভূতেভ্যস্ত্বা (৬)॥

শুক্ল যজুর্ব্বেদ॥ ৫ অধ্যায়। ১১ কণ্ডিকা।

(১) তুমি সিংহীর মত শক্তিমান। তুমি যজ্ঞে তৃপ্ত হও॥ (২) সিংহীর মত শক্তিমান এবং আদিত্যের মত তেজস্বী। তুমি যজ্ঞে তৃপ্ত হও॥ (৩) তুমি সিংহীর মত শক্তিমান, ব্রাহ্মণের মত তেজস্বী ও উদার এবং ক্ষত্রিয়ের মত যোদ্ধা। তুমি যজ্ঞে তৃপ্ত হও॥ (৪) তুমি সিংহীর মত অরিনাশক কার্য্যে শক্তিমান। তুমি উদার ও প্রজা সৃজন করিতে সমর্থ, তুমি ঐশ্বর্য্যবান, যজ্ঞে আহুতি দ্বারা তুমি তৃপ্ত হও॥ (৫) তুমি সর্বভূতের কল্যাণের কারণ। যজ্ঞে আহুতি দ্বারা তুমি তৃপ্ত হও।

ব্রহ্মবণি, ক্ষত্রবণি, রায় স্পোশবণি, আদিত্যের মত তেজস্বী, দেবতার মত শুদ্ধ ও শোভামান ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা সিংহগণকে প্রশংসা করা হইয়াছে। সিংহ বর্ত্তমান ভারতের সমস্ত ক্ষত্রিয়দের সাধারণ পরিচয়জ্ঞাপক শব্দ। ব্রহ্মবণি, ক্ষত্রবণি প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা বেদে প্রত্যেক দেবতাকেই স্তুতি করা হইয়াছে। অর্থাৎ জ্ঞান, যুদ্ধের বীরত্ব, ধনসম্পদবানত্ব ও সমাজ সেবা একই ক্ষেত্রে বিকশিত হওয়া সম্ভব। বৈদিক যুগের সমাজবাদের এক মহান আদর্শ ছিল। বৈদিক যুগের সভ্যতার সঙ্গে স্মার্ত্তবাদীয় সভ্যতার ইহাই সনাতন ভেদ যে বেদ ব্রহ্মজ্ঞান, ক্ষত্রিয়ত্ব, ধনবানত্ব ও সমাজ সেবা একই মানবে বিকাশিত হওয়াই শ্রেষ্ঠ মানবের লক্ষণ বলিতেন। ফলতঃ এইরূপ মানবই বৈদিক যুগের দেবতা।

কোল ভিলাদি জাতিকে ইংরেজগণ এবং আমাদের ঐতিহাসিকগণ বৃথাই হিন্দু হইতে অন্য জাত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। শাস্ত্রমতে এখন বৈবস্বত মনুর মন্বন্তর চলিয়াছে। ইনি পূর্ব্বজন্মে মহারাজ সুরথ ছিলেন। চণ্ডী বর্ণিত মহারাজ সুরথ সত্যযুগে কোল, ভিল, সাঁওতালাদি প্রাচীন জাতিদের রাজা ছিলেন। তিনি অন্য রাজার সঙ্গে যুদ্ধে কোল, ভিলাদি দেশের আধিপত্য হারান। ইহার পর তিনি মেধস মুনির আশ্রমে আশ্রয় লন এবং মহাশক্তি দুর্গার সাধনা করিয়া আবার যুদ্ধ করিয়া রাজ্য উদ্ধার করেন।

"বভূবুঃ শত্রবো ভূপাঃ কোলাবিধ্বংসিনস্তথা" (দ্রঃ চণ্ডী মন্ত্র ৫)।

হিন্দু নেতারা হিন্দু ধর্মের যে কি সর্বনাশ করিয়াছেন তাহা মানুষের নিকট পরিষ্কার হইতে আর দেরী নাই। শক্তিবাদ ভালোমত প্রচার হইলেই ইহাদের মূর্খতা প্রকাশ হইয়া যাইবে।

১৯৮২ সালে স্বামীজী রচিত রুদ্রাভিষেকে মঠের প্রচার পুস্তিকা

শক্তিবাদ প্রবর্ত্তক স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী কণাদমুনির তপোভূমি কানাডায় অবস্থানকালে তাঁর ১৪ই জানুয়ারী জন্মোৎসবে যবণযজ্ঞ (শুদ্ধি) অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞ প্রথম অনুষ্ঠিত হয় টরেণ্টো শহরে Indian Crescent Road-এর ধারে। ইহার লক্ষ্য ছিল "যবণরা পাকিস্তানে যাও, যবণতোষক নেতারা দোজখে যাও।"

টরেণ্টোতে যবণযজ্ঞ অনুষ্ঠানের পর আরেকটি যবণযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় আমেরিকা ও কানাডার সীমান্তবর্তী অঙ্গিরা অঞ্চলে। অঙ্গিরা ঋষির তপোভূমিই অঙ্গিরা অঞ্চল। অঙ্গিরা অঞ্চলের এক অংশেই নায়াগ্রা নামক জলপ্রপাত অবস্থিত। ঐ অঞ্চলের নিকটে Brook University অবস্থিত। Brook University বিজ্ঞান বিভাগের Head of the Department কয়েকদিন স্বামীজীর সঙ্গে শক্তিবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং Universityর মস্তিষ্ক বিভাগের Electrionic যন্ত্রে তাঁর মস্তিষ্কের ক্রিয়া সম্বন্ধে পর পর ৩ দিন পরীক্ষা করেন। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী স্বামীজীর দীক্ষা গ্রহণ করেন। "জ্যু" জাতীয় লোক, দীক্ষার পর তাঁহারা বলিলেন যে আমাদের বংশে আর সন্তান সন্ততিগণকে ছুন্নৎ করা হইবে না। তাঁহারা জুহ (Jew), যযাতির পুত্রগণ হইতে জুহ জাতির উদ্ভব। মহারাজ যযাতি নিজের পুত্রগণ হইতে বেদাচার বহিষ্কার করিবার জন্য লিঙ্গ মুণ্ডন করাইয়া দিয়াছিলেন। এইভাবেই যবণ জাতির সৃষ্টি হয়। মহারাজ যযাতি অবাধ্য পুত্রগণকে এইভাবেই হিমালয়ের পশ্চিমে নির্বাসন করিয়াছিলেন। মহম্মদ সাহেব এই ছুন্নৎনীতি পরবর্তীকালে নিজের শিষ্যদের মধ্যে প্রবর্তন করেন। ইহাকে ম্লেচ্ছাচারী কর্ম্ম বলা হয়। ম্লেচ্ছাচারী যবণরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবার পর হইতে ইহাদের দ্বারা হিন্দুগণ নানাভাবে নিষ্পেষিত ও অত্যাচারিত হইয়া চলিয়াছে। শিব সমাধিভঙ্গের পর যবণভক্তদের নিকট এরূপ বরদান করিয়া ভুল করেন। সমাধির পর প্রত্যেক যোগীরই কিছু সময় পর্য্যন্ত পৃথিবীর লোকচরিত্র সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান জাগ্রত থাকে না। ইহার ফলে দুষ্ট বুদ্ধি সম্পন্ন অসুরগণ শিব হইতে বরদান বাক্য আদায় করেন এবং সমাজের উপর অত্যাচারের পথ করেন। কৈকেয়ী রাণী কোন সুবিধাজনক পরিস্থিতিতেই দশরথ হইতে "বরদান" বাক্য আদায় করিয়া ছিলেন যাহার ফলে রামের বনবাস। ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে শিবের এরূপ অস্বাভাবিক বরদান ও অসুরের অত্যাচারের কথা আনেক আছে। শিব অসুরবাদীকে বরদান করিয়া বহুস্থানে নিজেই নিষ্পেষিত ও অপমানিত হইয়াছেন। মক্কার কাবা মন্দিরে এরূপ একটি বরদানের ফলে মক্কার মন্দিরে শিব ১৩ শত বৎসর ধরিয়া জলের বদলে থুথু লেপন সহিয়াছেন। হাজি সাহেবরা মক্কার শিবকে থুথু লেপন করাইয়া (হজ করিয়া) ফিরিয়া আসেন। দেশে ফিরিয়া অনেক হাজিই ঝাড়ফুকের বিদ্যা আরম্ভ করেন। অনেক মূর্খ হিন্দু রোগ নিবারণের আশায় হাজি সাহেবের শরণাপন্ন হইলে হাজিসাহেব "বিসমিল্লাহ রহামান আর রহীম" বলিয়া গ্লাসের জলে ফু দেন। বিশ্বাসবশে অনেক হিন্দু মহিলাও জল পান করিয়া আসেন, ইহা আমরা অনেক প্রত্যক্ষ করিয়াছি। বর্তমান হিন্দু নেতা, জনতা ও ঊর্দ্ধস্তন রাজকর্ম্মচারীদের যবণতোষণ ও যবণপোষণের চিন্তাধারার মধ্যে হাজী সাহেবদের প্রভাব অস্বীকার করা

যায় না। মধ্যযুগের মুসলমাণগণ শাসনকালে এই থুথুলীলা যে ভাবে হিন্দুজনতাকে নির্য্যাতন কার্য্যে প্রয়োগ হইত প্রয়োজন হইলে আমরা উহার প্রমাণ দিব। (এই থুথু বিচার পদ্ধতি কোরাণের আল্লার বিচারের মধ্যে রহিয়াছে)।

গান্ধী ও জওহরলালবাদী হিন্দুনেতাদের মূর্খতায় ভারত ভাগ হইল ১৯৪৭ সনে। ইহার পর পাকিস্তান হইতে হিন্দুরা নির্য্যাতিত ও বহিষ্কৃত হয়। পাঞ্জাবে শিখ নেতারা ইহার প্রতিশোধে মুসলমান বহিষ্কার করেন এবং পাঞ্জাবকে রক্ষা করেন। কিন্তু ভারতের অন্যান্য প্রান্তের হিন্দুনেতারা এই স্বাভাবিক প্রতিশোধ নীতি গ্রহণ করে নাই। জওহরলাল কেন্দ্রীয় সরকারে "সেকুলার নীতি" আইন প্রবর্তন করেন এবং মুসলমান পোষণ ও তোষণের পথ করেন। এই ৩৪ বৎসরে মুসলমানরা ভারতে যে বিরাট বিরাট দাঙ্গা করিয়াছে উহাদের সংখ্যা ৩০০০ এরও বেশী। কিন্তু হিন্দুনেতাদের এইজন্য কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। পার্লামেণ্টে ও Assembly তে যখনই মুসলমানের দুর্নীতি পোষণ ও হিন্দুনির্য্যাতনের কোন বিল আসে তখনই সদস্যরা লক্ষ লক্ষ টাকার ঘুষ খাইয়া সেই বিলে সম্মতি দেন। হিন্দু নেতাদের ইহা একটা ভাল ব্যবসা।

সম্প্রতি দক্ষিণভারতে কর্ণাটক রাজ্যে গোমতী তীরে মহা মস্তিষ্ক অভিষেক সম্পন্ন হয়। শিবকে দুগ্ধ, ঘৃত ও মধু ও সহস্রাধিক কলসী জলে স্নান করান হয়। শিব ১৪শ হিজরীতে কাবা হইতে (২১-১১-৭৯) মুক্তি লাভ করিয়াছেন। যবণের বর্ব্বরোচিত অত্যাচার হইতে শিবের মুক্তিদাতা ভক্তগণ নিষ্ঠুরভাবে হত হইয়া মোক্ষ লাভ করিয়াছেন। ভারতে তাঁহাদের স্থান ও বৈদিক মন্ত্রে অভিষেক এক ঐতিহাসিক ঘটনা। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী Helecopter-এ চড়িয়া মস্তিষ্কে জল ও ফুল ও নৈবেদ্য দান করিয়াছেন। আমরা বলি শিব-ই মস্তিষ্ক। এই মস্তিষ্কের অভিষেককে বেদে রুদ্রাভিষেক বলা হইয়াছে। আমাদের শক্তিবাদ পুস্তকে বহু স্থানে শাস্ত্রের প্রমাণসহ ও যুক্তিসহ ইহার আলোচনা করা হইয়াছে।

১৯৮১ সালের ১৪ই জানুয়ারী জন্মোৎসবে মকরসংক্রান্তির দিন স্বামীজী তাঁহার এই বৎসরে বাণীতে মস্তিষ্কস্থিত ২৯টি দৈবী সম্পদ ও আসুরিক দুষ্কৃতি ও দুষ্কার্যের কেন্দ্রগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। মহম্মদ প্রাচীন হিন্দুধর্ম্ম ভাঙ্গিয়া ধর্ম্মের নামে যাহা প্রবর্তন করিয়াছেন উহা অত্যন্ত বর্ব্বর স্তরের আসুরিক ধর্ম্ম। মস্তিষ্কের তামস কেন্দ্রে ইহারও স্থান আছে। শক্তিবাদ গ্রন্থাবলী দ্রঃ। রুদ্রাভিষেক বৈদিক ধর্ম্মের কথা। রুদ্র শিব জ্যোতির্লিঙ্গ মহাদেবেরই নাম। শিব ও মস্তিষ্ক একই কথা ও একই রূপ। শাস্ত্র প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াই ইহা প্রমাণ করা হইয়াছে। শক্তিবাদ ভাষ্য গীতায় ২৯টি দৈবী কেন্দ্রের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। সেইসব কেন্দ্র অনুশীলন করিতে হইলে সাত্ত্বিক আহার, দিব্যাচার ও ব্রহ্মচর্য্যের অনুশীলন করিতে হয়। যাঁহারা মল মূত্র আহার করিয়া সাধনা করেন তন্ত্রশাস্ত্রে তাঁহাদেরও স্থান আছে। কিন্তু তোমরা ভালই জানিয়া রাখিও, বেদ বেদান্ত ও দার্শনিকতা কখনও মল মূত্র আহারকারীদের দ্বারা লিখিত বা প্রচার হয় নাই। প্রধানমন্ত্রী দেশাই যখন পূর্ববঙ্গকে গঙ্গার জল দান করেন এবং মুসলমানগণকে ভারতের অর্থে দুইবার করিয়া মক্কায় পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন এবং জনতা পার্টি ভাঙিবার দুষ্কার্য করেন তখন ইহা স্পষ্ট বলা হইয়াছিল যে মূত্রাহারের ফলে আয়ু বৃদ্ধি পাইলেও চিন্তাশক্তি ও মস্তিষ্কের ক্রিয়া তামস হয়। ইন্দিরা মহামস্তিষ্কের অভিষেকে সম্মিলিত হইয়াচেন, ইহা

ভাল কথা। তিনি রুদ্রাভিষেকে সামিল হইবার পর এখন ২৯টি বা উহার মধ্যে প্রধান ৫টি দৈবী বৃত্তির অনুশীলনে মন দিন। ভারতভাগকারী যবণগণকে পাকিস্তানে যাইতে বলুন, আসাম হইতে মিলিটারীর অত্যাচার বন্ধ করুন। তাঁহার নিজের মস্তিষ্কে তামস বৃত্তির অনুশীলন রুখিয়া রুদ্রাভিষেকে যোগদান কতটা ফলদায়ক হইবে সেটা সন্দেহজনক। জীবের মস্তিষ্কে জ্যোতির্ম্ময় মহাদেবের সঙ্গে তামস কেন্দ্রও বিদ্যমান। পবিত্র জলে অভিষেক দ্বারা জ্যোতির্ম্ময় শিব জাগ্রত হন এবং তামস শিব বা তামস কেন্দ্রগুলি দুর্ব্বল হয়। ১৪শ হিজরির ২১-১১-৭৯ দিনাঙ্কের পর স্বামীজী নিজে কাশীর বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা তীর্থের মহন্তগণকে শিবরাত্রির দিনে একটা বৃহৎ শিব পূজা অনুষ্ঠানের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ব্যর্থ হয় নাই। ১ বৎসর ৩ মাস পরে সেই রূপ একটা অনুষ্ঠান দক্ষিণ ভারতে পবিত্র গোমতী তীর্থে সাড়ে ৫৭ ফুট দীর্ঘ শিব মূর্ত্তিতে লক্ষ লোকের সমাগমের মধ্যে সম্পন্ন হইল, ইহা ভারতের পক্ষে শুভ লক্ষণ।

তন্ত্রশাস্ত্রে দিব্যাচার, বীরাচার এবং পশ্বাচারের কথা আছে। দিব্যাচারী যোগীরা আহারে ও সাধনায় শুদ্ধাচারে থাকিয়া যোগানুশীলন করেন। বীরাচারীরা পঞ্চমকারের আশ্রয় লয়, পশ্বাচারীরা সাধারণ হিন্দু সমাজভুক্ত শক্তিভক্ত মাত্র। ইহারাই মহা সমারোহে কালী, দুর্গা ও শক্তিপূজায় আত্মনিয়োগ করেন। হিন্দুদের সমাজ-জীবনেও এই তিনপ্রকারের শক্তিসাধনার ধারা চিরদিন ছিল, ভবিষ্যতেও থাকিবে। তবে দিব্যাচারী সিদ্ধসাধকের সংখ্যা খুবই কম। অসুরদের দ্বারা ভারতভাগ হইবার পর ভারত হইতে অসুরগণকে বহিষ্কার করিবার জন্য এই তিন স্তরের গৃহী, ব্রহ্মচারী, বাণপ্রস্থী ও দিব্যাচারী সন্ন্যাসীর চেষ্টা থাকা প্রয়োজন।

সম্প্রতি ইন্দিরা "মিসা" আইন করিয়াছেন। ইহার অন্তর্নিহিত লক্ষ্য যে কি সেটা কিছু লোকের মনে দানা বাধিয়াছে। ভারত রক্ষার জন্য আসামে বিদেশী বিতাড়ন আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। ইন্দিরার ধারণা সমস্ত ভারতেই যবণ শোষকের বিরুদ্ধে একটা "অন্তর বিপ্লব" দেখা দিবার সম্ভাবনা। "যবণরা পাকিস্তানে চলিয়া যায়" - এই মর্ম্মে বিপ্লব যাহাতে ভারত সরকার, প্রাদেশিক সরকার, জনতা ও পুলিশে দেখা না দেয় সেইজন্যই এই মিশা আইন। ভারতবাসীর উপর প্রথম আঘাত - ভারত ভাগ, দ্বিতীয় আঘাত খণ্ডিত ভারতে যবন তোষণ, তৃতীয় আঘাত পাকিস্তান হইতে হিন্দুর বহিষ্কার, ৪র্থ আঘাত পাকিস্তান হইতে মুসলমাণদের ভারতে প্রবেশ। ৫ম আঘাত পোষিত ও তোষিত মুসলমাণগণ দ্বারা ব্যাপকভাবে পাকিস্তানী অস্ত্রদ্বারা ভারত আক্রমণ। রুদ্রাভিষেক দ্বারা কি ভারতকে ঘুম পাড়ানো সম্ভব হইবে?

১৯৮২ সালে পাটুলি উন্নয়ন সমিতির শক্তিবাদীয় দুর্গাপূজা প্রাঙ্গণে স্বামীজীর প্রচার পত্র

এই বৎসর দুইমাস দুইবার দুর্গাপূজা লইয়া নানা সমস্যা দেখা দিয়াছে। আমরা নবীণ মতে মহামায়া মহাশক্তির পূজা করিবার সিদ্ধান্ত লইয়াছি। শ্রীরামচন্দ্রের ও রাবণের দুর্গাপূজা ও পূজার পরিণামই আমাদের ভালভাবে শিক্ষা দিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। গহনা কর্ম্মণা গতিঃ (গীতা) অর্থাৎ প্রত্যেক কর্ম্মেরই গতি আছে এবং তার পরিণতিও আছে। রামের দুর্গাপূজার পরিণাম বিজয় এবং রাবণের পূজার পরিণাম ধ্বংস।

এক লক্ষ পুত্র তার সোয়ালক্ষ নাতি।
এক জনও না রহিল বংশে দিতে বাতি॥
হায় রাবণ হায় মেঘনাদ॥
মক্কেশ্বরের পঞ্চায়েত ভঙ্গে নির্ব্বংশ হইল।
অবশিষ্ট দুই নাতি ছাতি ফেটে মল॥
হায় হাসান হায় হোসেন॥
শিব রহিত যজ্ঞে দক্ষের ছাগমুণ্ড হল।
ধর্ম্মহীন পঞ্চায়েতের মাথা কাটা গেল॥
মস্তিষ্ক বিহীন রাজ্য চলিবে কেমনে।
সকলে মিলিয়া ডাক কল্কি ভগবানে॥

কাজেই দেবতার দুর্গাপূজা আর অসুরের দুর্গাপূজা কখনও এক ফল দেয় না। রাবণের দুর্গাপূজা একমাস দেরী ছিল বলিয়াই তিনি রামের দুর্গাপূজায় চণ্ডী পাঠের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে সমর্থ হন। দেবতাদের যে কোন অনুষ্ঠানের নিন্দা করা এবং অকাল অনুষ্ঠান বলিয়া যুদ্ধে নিজপক্ষের মনোবল বৃদ্ধি করাই অসুরের একমাত্র কাজ। তাই রামের পূজাকে রাবণ অকালবোধন বলিয়া প্রচার করেন।

স্বর্ণমন্দিরে ইন্দিরার সেনা প্রবেশ করিয়াছে। ইন্দিরা, কম্যুনিষ্ট এবং মুসলমান জিতিয়াছে। আমি স্বর্ণমন্দিরে অস্ত্র রাখিবার পক্ষপাতি ছিলাম। হিন্দুদের প্রত্যেক দেবতার মন্দিরে অস্ত্র রাখা হয়। গণেশ, বিষ্ণু, শিব এবং সব শক্তি মন্দিরগুলিতে অস্ত্র রাখা হয়। এইসব অস্ত্র দ্বারা অসুরবাদকে ধ্বংস করিবার জন্য বলিদান প্রথা এখনও প্রত্যেক মন্দিরে বিদ্যমান। লঙ্কায় যুদ্ধকালে মহীরাবণের রাজধানীতে কালিমন্দিরে খড়্গদ্বারা হনুমান কর্ত্তৃক রাবণ পুত্র মহীরাবণকে বধ করা হইয়াছিল। শিখদের মন্দিরে অস্ত্র রাখার নীতি চিরদিনই প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভবিষ্যতেও থাকিবে। ভারতভাগের পর মুসলমাণগণকে পাকিস্তানে বহিষ্কার করা উচিত ছিল। সেইটা ভোটের লোভে করা হয় নাই, বরং পাকিস্তান এবং অন্যান্য মুসলমান রাষ্ট্র হইতে আরও মুসলমান আনিয়া ভারতে বসাইয়া ধন, অস্ত্র ও চারবিবি দানে পুষিয়া তুষিয়া হিন্দুদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করিবার নীতি নিত্যই এবং বেশ ভালভাবে চলিয়াছে। এক কথায় ভারত এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরাষ্ট্র না হইয়া গুণ্ডাবাদী মুসলমানদের রাষ্ট্র হইয়াছে। দুইদিন বাদে শিখরাও প্রাকৃতিকভাবেই মুসলমানের অত্যাচারের রাষ্ট্রাধীনে চলিয়া যাইবেন। শিখরা ইহা ভালভাবেই বুঝিয়াছে। কাজেই স্বর্ণমন্দিরে প্রচুর অস্ত্র রাখা এবং ভারত ভাগকারী

মক্কাবাদের ভৃত্যদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার নীতি আমি অসমর্থন করিতে পারি নাই। মুসলমান ভারতে প্রবেশ করিয়া হাজার বৎসরেরও বেশি বৎসর ধরিয়া হিন্দুদের উপর নিষ্ঠুরতা, লুঠ, নারীহরণ, নির্য্যাতন এবং নারীধর্ষণ, মন্দিরধ্বংস, গৃহদাহ প্রভৃতি অত্যাচার করিয়াছে, এবং আজও সেই বর্ব্বরতার ধারা অব্যাহত রহিয়াছে। শিখদিগকেও এই নির্য্যাতনের সামিল শীঘ্রই হইতে হইবে, ইহা শিখরা বেশ ভালভাবেই বুঝিয়াছে। এখন শিখদের প্রয়োজন মুসলমানদ্বারা অধিকৃত হিন্দু মন্দিরগুলি উদ্ধারের জন্য সনাতনী হিন্দুদের সহিত হাত মেলানো এবং সমস্ত ভারতে প্রবল প্রচার দ্বারা প্রমাণ করা যে কম্যুনিষ্ট, কংগ্রেস এবং মুসলমান, খণ্ডিত ভারতীয় হিন্দুরাষ্ট্রের জন্য এবং হিন্দুদের জন্য একটা বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছে। এসব দলগুলিকে আর ভোট দেওয়া চলিবে না।

বিশ্বহিন্দু একাত্ম সঙ্ঘকে হিন্দুরা ইলেকশনে ভোট দিবে এবং ভারতের শাসন শক্তি নিজেদের হাতে লইয়া আসিবে। ইহার পর মিলিটারী পুলিশ যুবক-শক্তিগুলি সকলে একত্র হইয়া মুসলমানদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবে। মক্কাবাদী মুসলমানরা যেভাবে হত্যা নির্য্যাতনের মাধ্যমে পাকিস্তান হইতে হিন্দুদের বিতাড়িত করিয়াছে, ঠিক সেই ভাবেই তাহাদেরও ভারতবর্ষ হইতে পাকিস্তানে বিতাড়িত করিবে। সহস্র বৎসরের অত্যাচারের প্রতিশোধ এইভাবে বা বহুভাবে গ্রহণ করিবে। প্রয়োজনে অস্ত্রধারণ করিবার কথাও হিন্দুদিগকে ভাবিতেই হইবে যাহাতে ভারতকে অখণ্ড এবং বেদবাদে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। পাকিস্তান প্রতিশত ১৮জন মুসলমানের ভোটে সৃষ্ট। ইহাকে আমরা বে আইনি বলি। সেখানকার হিন্দুগণকে নিষ্ঠুরতা ও নির্য্যাতনের দ্বারা বহিষ্কার করা হইয়াছে। ইহা একটা ব্যাপক টেরোরিজম। অহিন্দুবাদী নেতাগণকেও ইহার প্রতিশোধ ব্যাপক টেরোরিজমের সম্মুখীন হইতে হইবে, যদি সাবধান না হয়।

ইন্দিরা প্রতিদিনই National Integrity র কথা বলে। ইহার অর্থ মুসলমানের হাতে ভারতের শাসনযন্ত্র তুলিয়া দেওয়া এবং হিন্দুগণকে সহস্র বৎসরের মুসলিম দুষ্কার্য্যের স্থায়ী যন্ত্ররূপে পরিণত করা। একটি হিন্দু ভোটও যেন কংগ্রেস, কম্যুনিষ্ট এবং মুসলমান না পায়, হিন্দুগণকে সেইভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে। Shaktibad Central Ishabadi Association (S.C.I.A.)-কে সেই লক্ষ্যে শক্ত হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে নামিতে হইবে।

যেসব হিন্দুনেতারা মুসলমানদের পা চাটিবার লীলায় মত্ত হইয়া স্বর্ণমন্দিরকে ইন্দিরার পশুশালায় পরিণত করিয়াছে তাহাদিগকে ঘৃণা জানাই।

ঈশা-বাদী বীর ছাত্রশক্তি সেনা গঠন ও শপথ প্রসঙ্গে

মাতাচ পার্ব্বতীদেবী পিতা দেব মহেশ্বরঃ।
বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশ ভুবনত্রয়ম্॥

(১) কাশীর বিশ্বনাথ মন্দির হইতে মিলিটারী বা পুলিশী পাহারা সরাইয়া লওয়া এবং সেখানে বিশ্বনাথ মন্দিরকে হিন্দু সংস্কারে সংস্কৃত করা, বিশ্বনাথ শিবের পূজার

ব্যবস্থা করা এবং শিবমূর্ত্তি যে মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডস্থিত আত্মমূর্তি ইহার ব্যাপক প্রচার করিতে আমরা কৃতসংকল্প।

শাস্ত্রের প্রমাণ ও শিবমূর্তি - ওঁ স্থিত্বাস্থানে সরোজে প্রণবময় মরুৎ কুণ্ডলে সূক্ষ্মমার্গে। শান্তে স্বান্ত প্রলীনে প্রকটিত বিভবে জ্যোতিরূপে পরাক্ষে। লিঙ্গং তদ্ ব্রহ্ম বাচ্য সকল তনুগতং শঙ্করং ন স্মরামি (শিব স্তোত্রম্ - আচার্য শঙ্কর)।

(২) ভারত ভাগের পর পাকিস্থানবাদীগণকে ''সংখ্যালঘুর'' নাম করিয়া ভারতে পোষা চলিবে না, তাহাদিগকে আরবে বা পাকিস্থানে যাইতে বলিতে হইবে।

(৩) যাহারা আরববাদী বিজাতীবাদীগণকে ভারতে পুষিয়া ভারতের সর্ব্বনাশ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ তাহাদিগকে নেতা বলিয়া আর মানিলে অচিরে ভারত মুসলিম রাষ্ট্র হইয়া যাইবে। ৩৮ বৎসর ধরিয়া নেতারা হিন্দুদের উপর নানাপ্রকারে জুলুমবাজী করিয়া দেশের ও নিজেদের সম্মান নষ্ট করিয়াছেন।

(৪) ইংরেজ ভারত ত্যাগ করিবার সময় খাদ্যদ্রব্য যে দরে ''ক্রয় বিক্রয়'' হইত, অবিলম্বে সেই দরে খাদ্য ক্রয় বিক্রয় করিতে হইবে। যদি নেতারা ইহা করিতে অক্ষম হন, তবে পদত্যাগ করুন।

(৫) বেদের মধ্যে (সংহিতার মধ্যে) মাত্র একখানা উপনিষদ রহিয়াছে। সেই উপনিষদখানার নাম ''ঈশোপনিষদ''। ইহা শুক্লযজুর্বেদের শেষ অধ্যায় নামে প্রসিদ্ধ। ভারত রাষ্ট্র ও সমাজের কর্ম্মধারা সেই বিজ্ঞানে পরিচালিত। আমরা ''ঈশোপনিষদের'' উক্ত ১৮টি মন্ত্রের বিষয়ে ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিব। আবহমান কাল হইতে ভারত ''ঈশোপনিষদের'' ভিত্তিতে পরিচালিত হইতেছে। বেদ, চণ্ডী, গীতা, রামায়ণ ও মহাভারত ঈশোপনিষদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। অন্যান্য উপনিষদের যাহা সনাতন ভিত্তি ঈশোপনিষদেরও উহাই ভিত্তি। রাণা প্রতাপ, শিবাজী, গুরু গোবিন্দ সিংহ, স্বামী দয়ানন্দ ও স্বামী বিবেকানন্দ, R.S.S. প্রতিষ্ঠাতা হেড গেয়ার, বীর সাভারকর, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ, শক্তিবাদ প্রবর্ত্তক স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী, নিশ্চয়ই ঈশাবাদী মহাপুরুষ। সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন, বিশ্বনাথ মন্দির লুণ্ঠন এবং ভারত ভাগ, আসামে মিলিটারী প্রয়োগ ও পাকিস্থানী মুসলমান আনিয়া ভারতে বসানো ও সর্ব্বধর্ম্মবাদ নিশ্চয়ই অসুরবাদীয় নীতি। সর্ব্বধর্ম্মবাদকেও অসুরবাদ জানিবে। ইহার কারণ লুণ্ঠনবাদও ধর্ম্ম নামে পৃথিবীতে প্রচলিত আছে।

(৬) আসামের দাবী ও পঃ বঙ্গের "Home Land" এর দাবী ন্যায়সংগত ও যুক্তিসংগত। দেশ ভাগ করিয়া দিয়া হিন্দুর দেশে মুসলমান আনিয়া হিন্দুদের উপর জুলুমবাজী ভয়ঙ্কর অন্যায় হইতেছে।

সভ্যগণ তিন অক্ষরে স্বাক্ষর করিবেন। গ্রাম ও পোষ্টঅফিস লিখিবেন। ইহা গোপনে রাখা হইবে এবং প্রয়োজনমত ধ্বংস করা হইবে। মিলিটারী, পুলিশ ও সবরকম কর্ম্মচারীকে এই সংঘে লওয়া হইবে।

আমি উপরিউক্ত ৬টি নীতিকে মানিয়া লইয়া ঈশাবাদী ছাত্রসংঘের সভ্য হইলাম। আমি এইসংঘের কার্যধারাকে ব্যাপক করিব এঙ্কং লক্ষ লক্ষ সভ্য প্রস্তুত করিব ও প্রতি

বৎসর ইহার উন্নতিকল্পে এক টাকা করিয়া মাশুল দিব। এই অর্থ ধর্ম্মরক্ষায় আত্মদানকারী কর্ম্মী নিজের শরীর রক্ষায় ব্যয় করিতে পারিবেন।

আসামে বাঙালী সমস্যা প্রসঙ্গে স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী

(১) বঙ্গদেশ ভাগ বিষয়ে প্রধান উদ্যোক্তা স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, N.C.Chatterjee, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায় (বসুমতী), আরও কয়েকজন নেতা স্বামীজীর মতে একমত হন। সুভাষ বসুর ভাই শরৎ বসু মহাশয় সহমত হন নাই। শেষ পর্য্যন্ত তারকেশ্বরে এ বিষয়ে মহা সম্মেলন হয়। সেই সম্মেলনে স্বামীজীও বক্তা ছিলেন।

(২) পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুগণকে পশ্চিমবঙ্গে স্থান দেওয়া এবং পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানগণকে পাকিস্তানে পাঠাইয়া দেওয়া স্বামীজীর সুনির্দিষ্ট মত ছিল এবং এখনও আছে।

(৩) বাঙালী হিন্দুরা আসামে যায় বা থাকে, ইহা স্বামীজী সমর্থন করেন না। আসাম মুসলমানগণকে বহিষ্কার করিলে আসামকে স্বামীজী দোষ দেন না। তাঁর মতে অসমিয়াগণ পাঞ্জাবী হিন্দুদের মত মুসলমানগণকে বহিষ্কার করিবে। দিল্লী এবং কলিকাতার মুসলমানগণের পদে তৈলমর্দ্দনের নীতিকে বিপজ্জনক ও মূর্খের নীতি মনে করেন। বাঙালী এবং ভারতীয় হিন্দু যুবকগণকে অসমিয়া হিন্দু যুবকগণের সহায়ক হইতে অনুরোধ করেন।

(৪) কংগ্রেস, জনতাপার্টি, কংগ্রেস(ই), কম্যুনিষ্ট প্রভৃতি দলবাজরা ভারতের কোনই কল্যাণ করেন নাই। ভবিষ্যতেও করিবে না। কাজেই শক্তিবাদের শিষ্যরা দলবাজদের সাথে যেন মাতামাতি না করে।

যাঁহারা ভালভাবে বুঝিতে চান তাঁহারা শক্তিবাদ গ্রন্থাবলী পাঠ করুন।

১৯৮৩ সালে স্বামীজির দৃষ্টিতে ভারতের তৎকালীন রাজনীতি

পত্রিকায় দেখিলাম জ্যোতিবাবু বলিতেছেন "এবার ইলেকসনে তিনটি পার্টির কথা।" এক কংগ্রেস, দুই কমিউনিস্ট পার্টি। তৃতীয় পার্টি যে সম্মিলিত হিন্দু পার্টি এটা আমরা বুঝিতে পারি। ইহার কারণ নেতারা ভালই জানে তাহারা মুসলমানদের কেনা গোলাম হইয়া গিয়াছে এবং হিন্দুদের স্বার্থ দেখে না। হিন্দুরা শীঘ্র এক হও নয়তো ভারত বাঁচিবে না।

ডামপি মেনকাকে ফুসলাইয়া বাহির করিয়া আনিয়াছে। হিন্দুদের মেয়েদের ঘর হইতে ফুসলাইয়া বাহির করা এখন ভারতীয় রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রধান নিত্য লীলা। ডামপির লীলা শীঘ্রই সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িবে, হিন্দুরা সাবধান হও। প্রধানমন্ত্রী নাকি এই লীলার বিরোধী তবে তিনি Arrest করেন নাই কেন? কোন সাধু হিন্দুধর্ম্মকে তাঁহার

মনের মত ব্যাখ্যা না করিলে তিনি সেই সাধুকে জেলে পাঠান। অথচ কুলবধূকে ফুসলাইলে তিনি নীরব থাকেন কেন?

"ধর্ম্মেন হীনাঃ পশুভি সমানাঃ"

ধর্ম্মহীন মনুষ্য পশুর সমান

কলিকাতার ছোট বড় কোন পথেই আর চলা যায় না। বাংলাদেশ হইতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহযোগে নিত্য সহস্র সহস্র মুসলমান কলিকাতায় ও গ্রামে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে ও তাঁবু বাঁধিয়া বসবাস করিতেছে। মুসলমানের মত সাজ পোষাক করিয়া ইহাদের মধ্যে প্রবেশ করিলে ইহারা কিরকমভাবে কথা শিখিয়া এদেশে প্রবেশ করিয়াছে সেইগুলি জানিতে পারিবে।

(১) ইহারা বলে পঃবঙ্গ সরকার হাসপাতাল ও ডাক্তারগণকে তুলিয়া দিবে ও যব হিন্দুদের লিঙ্গ কাটিয়া দিবে। ইহার ফলে ইহাদের আর রোগ শোক হইবে না। ডাক্তার ও হাসপাতালেরও আর প্রয়োজন হইবে না। লিঙ্গকাটাটা আরম্ভ হইবে প্রথম হাসপাতাল ও ডাক্তারদের ধরিয়া। ডাক্তারী বিদ্যালয় ও কলেজও তুলিয়া দেওয়া হইবে। কারণ লিঙ্গকাটাদের লোনই অসুখ হয় না। আমাদের সুবিধার জন্যই কলিকাতার শত শত শিবমন্দির ও কালীমন্দির ভাঙিয়া দেওয়া হইয়াছে।

(২) হিন্দু Communist-রা কেহই আর হিন্দুধর্ম্ম মানে না। ইহাদের লিঙ্গও শীঘ্রই কাটিয়া দেওয়া হইবে। পূঃবঙ্গ হইতে আগত মুসলমানরা লিঙ্গকাটাতে খুব ওস্তাদ এবং তাহাদিগকে এইকাজ করিবার জন্য বড় বড় বেতন দিয়া নিযুক্ত করা হইয়াছে। যে সব মুসলমানরা তাঁবু খাটাইয়া ফুটপাথ দখল করিয়া বসিয়া আছে এবং বড় বড় রাস্তা অবরুদ্ধ করিয়াছে, তাহাদের রাত্রির মূত্রগুলিকে বড় বড় বালতিতে ধরিয়া রাখা হয় এবং হিন্দু কংগ্রেসীদের সকালবেলা পান করিতে দেওয়া হয়। লিঙ্গ কাটাদের মূত্র খুব শক্তিশালী, একথা দেশাই নাকি বলিয়াছেন। ধর্ম্মহীন মানুষ পশুর সমান এইটা হিন্দু ধর্ম্মেরই মত। গৃহপালিত পশুদের মধ্যে কুকুর ও শুকরই গুখেকো পশু। আমরা মুসলমানরা যত হাগি ধর্ম্মহীন কুকুর ও শুকররা সেগুলি চাটিয়া পরিষ্কার রাখে। কাজেই আর জমাদারের প্রয়োজন হয় না। হিন্দুধর্ম্মে হিন্দুদের আর আস্থা নাই। এইজন্য মুসলমানের কবরস্থানগুলিতে বালক, মহিলা ও কন্যাদের নিত্য ভিড় হয়। ইহাদের ভীড়ে কবরস্থানের রাস্তাগুলিতে চলা ফেরা করা যায় না। মুসলমানরা মক্কায় যায় শিবকে থুথু মাখাইতে। সেখান হইতে হাজি হইয়া ফিরিয়া আসে এবং কবরস্থানে বসিয়া ঝাড়ফুকের ব্যবসা চালায়। তাহাদের জলপড়া খাইলে নাকি হিন্দুদের বাচ্চা-কাচ্চাদের স্বাস্থ্য ভাল হয়। রোজার সময় দিনে উপবাস করিতে ও সন্ধ্যা হইতে ভোর পর্য্যন্ত অবাধ ভোগের নির্দ্দেশ আছে। রমজানের মাসে উপবাসের সময়ে রাস্তাঘাটে মুসলমানেরা লোকজন না দেখিয়া থুথু ফেলিয়া দেয়, বাতাসে উড়িয়া থুথুর সাথে রোগবীজাণু চারিদিকে ছড়াইয়া থাকে। দুই চারিজন হিন্দু একটু অস্বস্তি অনুভব করিলেও বেশির ভাগ হিন্দু উহাকে ধর্ম্মীয় অঙ্গ মনে করিয়া মানিয়া লয়। আমাদের মনে হয় যাহারা দুইপক্ষের মঙ্গল চান তাহাদের সকালে মূত্রপান এবং দুপুরে ও সন্ধ্যায় থুথু মাখা জলপড়ায় মঙ্গল স্নান করা উচিত।

(৩) কবরে সব মুসলমানরাই ৫০,০০০ বৎসর অবস্থান করিয়া আল্লার বিচারে হাজিরা দিবে। সেই সব প্রেতরা হিন্দু মহিলা সাধুদেরও দর্শন দেয় এবং তাদের সঙ্গে স্বর্গের বেজোকের আনন্দ করিয়া লয়। আনন্দময়ী মার মতন সাধুরাও কবরে মিঞাগণকে দর্শন করিবার জন্য কবরে যাইয়া নমাজ পড়েন এবং কয়েক ঘণ্টা বেজোক লীলা দর্শন করিয়া আসেন। এই বেজোক লীলার জন্যই তিনি ইন্দিরার প্রিয় গুরু। এইজন্যই তিনি (ইন্দিরা) M.P. ও M.L.A.-দের অত্যন্ত প্রিয়া হইয়াছেন। কারণ তিনি মুসলমান পাইলেই মনের সুখে বেজোক লীলা করিয়া লন। ইন্দিরা এখন আর ধীরেন ব্রহ্মচারীর মতন সুন্দর সাধুকে পছন্দ করেন না। কারণ তাঁহার বেজোক লীলার সাথী অনেক মুসলমান জুটিয়াছে। সে সব মুসলমানগণকে তিনি গভর্ণর, মুখ্যমন্ত্রী, Ambassador, পুলিশ Officer, মিলিটারী Officer এবং মন্ত্রীত্বের Post-এ বসাইয়া নিজের বেজোক লীলা খুব ভালই চালাইতেছেন।

(৪) এদেশে আমাদের আর কোন কষ্ট নাই। কলিকাতায় বসবাসকারী মুসলমানরা এইকথা বলে। পঃ বঙ্গ সরকার, ইন্দিরা ও আরবের ধনীরা আমাদের নিত্য প্রচুর টাকা Supply করে। আমরা লক্ষ লক্ষ টাকা এইভাবে পাইয়া থাকি। সেইসঙ্গে ভারতবর্ষও একটা ভাল ব্যবসা চালাইয়াছে। এখানে মুসলমানদের বহু হারেমখানা আছে। সেইখানে যুবতী মেয়েদেরকে সন্ধ্যা হইতে ভোর পর্য্যন্ত বেশ্যাবৃত্তি করান হয়। তাহাতে আমাদের প্রচুর আয় হয়। আমরা এইসব কথা মুসলমান ভিন্ন কাহাকেও বলি না। এইকথা কেহ প্রকাশ করিলে তাহাকে হাজতে দেওয়া হইবে। জ্যোতিবাবু, শেখ আবদুল্লা, ইন্দিরা প্রভৃতি আরও সব মহাপুরুষরা এই সব কার্য্যের সহায়ক। এইসব কার্য্যে এক শিখ ভিন্ন সব জাতি ও সম্প্রদায়ের কাছেই গৌরবের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শিখদের ধারণা ভারত এখন বিজাতীবাদী মুসলমানদের রাষ্ট্র হইতে চলিয়াছে। তাহারা মুসলমানের গোলাম হইয়া থাকা পাপ মনে করে, কাজেই তাহারা ভিন্ন শিখ রাষ্ট্রের দাবী তুলিয়াছে।

Assembly-তেও এইকথা উঠিয়াছে যে মেয়েদের বেশ্যাবৃত্তি একটি ভাল কাজ। কাজেই আপনারা দেখিতেছেন ভারতে মেয়ে বেকারদের সংখ্যা আর থাকিবে না। ছেলে বেকাররাও বেশ্যাবৃত্তির Agency করিলে তাহাদের চাকুরিরও অভাব থাকিবে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে মুসলমান পুষিলে দেশে খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা কোন কিছুরই সমস্যা থাকিবে না সুতরাং আপনারা বিজাতীবাদী মুসলমান পোষণে ও তোষণে মন দিন। ভারতের কল্যাণ হইবে। এইজন্য ইন্দিরা, জ্যোতিবাবু ও শেখ আবদুল্লার পরামর্শ নিন। সাবধান, এই মহানকার্যের বিরোধিতা করিয়া দেশদ্রোহিতা করিবেন না।

স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতীর ৮৫তম জন্মদিনে ভাষণ-প্রবচন

১৪ই জানুয়ারী (মকর সংক্রান্তি) ১৯৮৪, কলের্গতাব্দ ৫০৮৫তে আমার ৮৫ বৎসরে পদার্পণ। মকর সংক্রান্তির এই পুণ্য দিনেই মহর্ষি কপিল জন্মগ্রহণ করেন। এই দিনেই আদি গুরু শিব বিষ পান করিয়া দৈবীসমাজকে রক্ষা করেন। আজও ভারতের নানা

প্রান্তে শিবের এই সমাজরক্ষক কর্ম্মবিজ্ঞানকে স্মরণীয় করার জন্য কুম্ভ মেলার আয়োজন হয় ও অমৃত কুম্ভযোগে স্নান করা হয়।

মাতাচ পার্ব্বতীদেবী পিতা দেব মহেশ্বরঃ।
বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশ ভুবনত্রয়ম্॥

বামন অবতারে ভগবান বামন মহারাজ বলির কাছে তিনপাদ ভূমি চাহিয়াছিলেন। কল্কি অবতারের প্রার্থনা একপাদ ভূমি। সে ভূমি ম্লেচ্ছশূন্য ভূমি হইবে। কল্কি অবতারের কর্ম্মযজ্ঞই হইল ম্লেচ্ছ ধ্বংস।

ম্লেচ্ছনিবহ নিধনে কলয়সি করবালম্
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্
কেশবধৃত কল্কিশরীর জয় জগদীশ হরে।

ভারত রাষ্ট্র যদি কল্কির প্রার্থনা পূরণে অগ্রসর হয় তবে ভারত পৃথিবীতে আবার শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিবে। ইহাই কল্কির বরদান।

সকাল হইতে চণ্ডীপাঠ, শক্তিবাদ ভাষ্য গীতা, নবগ্রহ পূজা, মহাশক্তি ছিন্নমস্তা পূজা, যবন যজ্ঞ, সমবেত উপাসনা এবং ম্লেচ্ছবাদমুক্ত মক্কেশ্বর শিবকে নয়বার পরিক্রমা করিয়া আয়ু, আরোগ্য, প্রতিভা, ধনসম্পদ ও শান্তি বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা। মক্কেশ্বর শিবের মুক্তির দিন হইল ২১.১১.১৯৭৯। মক্কার শিবের বন্দী অবস্থা, মুক্তির দিনের ঘটনা এবং ম্লেচ্ছদের বরদান ও মুক্ত শিবকে শক্তিবাদ মঠে বিল্ব বৃক্ষের ছায়ায় প্রতিষ্ঠা বিষয়ে আলোচনা।

নির্দোষ যোগী মহর্ষি কপিল মুনির উপর সগরপুত্রদের ম্লেচ্ছতাপূর্ণ বর্ব্বরতা ও আসুরিকতাকে নেত্রানলে ভস্মীভূত করেন। সেই ম্লেচ্ছ অসুর ধ্বংসের পুণ্যভূমিতেই শক্তিবাদ মঠ প্রতিষ্ঠিত। কপিল রথের সোমনাথ যাত্রা ও পবিত্র গঙ্গাসাগরের জলে আরব সাগরের তীরে সোমনাথ জ্যোতির্লিঙ্গ শিবের অভিষেক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক ঘটনা। মহর্ষি কপিল সাংখ্যযোগের প্রবর্ত্তক। সাংখ্যযোগ অর্থাৎ মূলাধারচক্র এবং সোমনাথই সোমচক্র - অর্থাৎ সহস্রার বা মহামস্তিষ্ক। ভগীরথ গঙ্গাজলে সগরপুত্রদের ম্লেচ্ছবাদ হইতে মুক্ত করেন। মক্কেশ্বর মহাদেবও গঙ্গাজল স্পর্শে মক্কা ছাড়িয়া কর্ণাটকে মহামস্তিষ্কাভিষেকে ভারতের বিখ্যাত ম্লেচ্ছ সমর্থক ও অসুরবাদী রাষ্ট্রনায়কের হাতে দুধ ও মধুমিশ্রিত গঙ্গাজলে মহাসমারোহে প্রথম মুক্তিস্নান করেন। এইবার মূলাধার ও সহস্রার পর্য্যন্ত শিবের মুক্তিস্নানই কপিল রথ ও সারাভারতে হিন্দু জাগরণের মূল উদ্দেশ্য। শিবের আদেশ ছিল কুমারী পূজা কর এবং দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ শিব দর্শন কর। এই পুণ্যের প্রভাবে অধ্যাত্মবাদী ভারতবর্ষ ম্লেচ্ছবাদী অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবে। একাত্মতা যজ্ঞযাত্রায় দক্ষিণ ভারতে কন্যাকুমারীর স্নানপূজাই ব্যাপক কুমারী পূজা। জ্যোতির্লিঙ্গ শিবের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেন কাশীর আদি বিশ্বনাথ শিব। তাহাকেও জল ফুল দেওয়ার ব্যবস্থা চলিয়াছে। এখন ইন্দিরা গান্ধী যদি ঐ স্থান হইতে মিলিটারী সরাইয়া দেন তাহা হইলে জ্যোতির্লিঙ্গ শিবদর্শন সহজ হয়। নয়তো ভারতব্যাপী আবার একটা আন্দোলনের সূত্রপাত হইবে। সেই বিষয়েও ধর্ম্মসভায় আলোচনা হইবে। আমরা এই কর্ম্মযজ্ঞের প্রতিটি অনুষ্ঠানে সবান্ধবে যোগদান করিতে এবং "ওঁ হৌঁ নমঃ মক্কেশ্বর

মুক্ত শিবায় নমঃ'' মন্ত্র বলিয়া একবার পরিক্রমার পর একবার মক্কেশ্বর শিবের মাথায় জলদান, এইভাবে নয়বার পরিক্রমায় যোগদান করিয়া নিজের, সমাজের ও রাষ্ট্রের কল্যাণ কামনা করিতে অনুরোধ করি।

শক্তিবাদ ১৬ কলা স্তরে প্রতিষ্ঠিত মতবাদ। ১ কলা হইতে ১৬ কলার কথা হিন্দু শাস্ত্র বিহিত বৈজ্ঞানিক মনোবিকাশ। ৭৷৷০ কলার অধিক বিকাশ অসুরবাদে হয় না। অসুরবাদীরা ও অপুষ্টবাদীরা অর্থাৎ দুর্বলবাদীরা মিথ্যাবাদী, চোর, গুণ্ডা, বদমাইশ, নারী নির্য্যাতনকারী, লুটেরু, দুষ্ট ও খল প্রকৃতির হয়। মানবসমাজের ইহাই নীতি যে অসুরবাদ ও অপুষ্টবাদকে দমনে রাখিয়া সমাজের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা। এই জন্যই পুলিশ, আইন ও প্রশাসন বিভাগ রহিয়াছে। কিন্তু বর্তমানে কংগ্রেস ও কম্যুনিস্টরা ভারত ভাগকারী অসুরবাদ ও অপুষ্টবাদকে প্রশ্রয় দিতেছে ভোটের লোভে। অসুরবাদ নিজের বিকাশ চায় না, আবার সৎ লোকের বিকাশে বাধা দেয়। যতদিন ভারতের Administration এবং নেতৃত্বে ৬ কলার গান্ধীবাদ ও ৫ কলার কমিউনিজমের প্রভাব আছে ততদিন ভারতবর্ষে বিজাতীবাদী মুসলমানের গোলাম থাকিবার প্রবৃত্তি দৃঢ়ভাবেই থাকিবে। কারণ মুসলমানের ধর্মটা ৭৷৷০ কলার অসুরবাদ হইতে আসিয়াছে এবং তাহাতে অপুষ্টকলার প্রভাবে চোর চোট্টা গুণ্ডা বদমাইস লুটেরুদের প্রভাব থাকিবে। বর্তমানে হিন্দুদের মধ্যে চোর চোট্টা গুণ্ডা বদমাইস মিথ্যা ও ছলনার প্রভাব অত্যন্ত বৃদ্ধি হইতে চলিয়াছে। ইহার কারণ নেতাদের এবং Administrator দের চিন্তাধারা মুসলমানের গোলামীর স্তরে আসিয়া গিয়াছে। ভারত ভাগকারী অসুরবাদীদের ভারতে স্থান দেওয়া চলিবে না। যাহারা ইহার বিরোধিতা করিবে তাহাদের বিরুদ্ধেও দৃঢ় নীতি গ্রহণ করিতে হইবে।

শক্তিবাদ দুর্বলবাদ ও অসুরবাদ বিজ্ঞান বুঝিবার জন্য মস্তিষ্ক ও মানব বিকাশের বিজ্ঞানের নিম্নশিব, গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, উচ্চ শিব ও শক্তিকেন্দ্র সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ক্রম বিকাশ গ্রন্থে করা হইয়াছে।

ঈশাবাদ - বেদে ঈশপোনিষদের কথা আছে। উহাতে বিদ্যাবাদ ও অবিদ্যাবাদ স্তরের মানুষের কথা আছে। অসুরবাদীরা ও অপুষ্টবাদীরা উচ্চ সমাজকে আসুরিকতা, লুট, গুণ্ডামী, নারী নির্যাতন দ্বারা ধ্বংস করে। বিদ্যাবাদীগণকেও তদনুরূপ নীতি ও কার্য্য দ্বারা অসুরবাদী ও অপুষ্টবাদীগণকে ধ্বংস করিয়া শুদ্ধ সমাজকে রক্ষা করিতে হইবে। বেদ হিন্দুদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম গ্রন্থ। হিন্দুরা নিশ্চয়ই বেদবাদ রক্ষা করিবে এবং ভারতবর্ষে তথা বিশ্বের সর্ব্বত্র হিন্দু সংগঠন শক্তিশালীভাবে গড়িবে।

আমার ৮৫ বৎসর প্রবেশ প্রাক্কালে মকর সংক্রান্তির শুভলগ্নে S.C.I.A. (Saktibad Central Ishabadi Association) নামক সংস্থার প্রবর্ত্তন করিলাম। আমেরিকায়, কানাডায়, লণ্ডনে এবং ইসরাইলেও যাতে এই সংস্থার প্রভাব বিস্তার লাভ করে সেইজন্য S.C.I.A. ভারতবর্ষের অন্যান্য সমস্ত সংস্থার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন ও সংগঠনের মাধ্যমে সর্ব্বদা শক্তিবাদ বিষয়ে আলাপ আলোচনা ভাব বিনিময়ে সচেষ্ট থাকিবে। এই চিন্তাধারাকে বৈজ্ঞানিক ও শক্তিশালী করিবার যে সাধনার ধারা প্রচলিত আছে উহার কেন্দ্রস্বরূপ শক্তিবাদ মঠ স্থাপন করা হইয়াছে।

১৪ই জানুয়ারী, ১৯৮৪ সালে স্বামীজীর বার্ত্তা

President Reagan-কে গুরু পূর্ণিমার দিন আমেরিকার শক্তিবাদ উৎসবের সময় Declaration পত্র দেওয়া হইয়াছিল। তাহাতে ১০০০ বৎসর ধরিয়া হিন্দুদের উপর মুসলমানদের অত্যাচারের কথা উল্লেখ আছে। এই ১০০০ বৎসর পর্য্যন্ত এই অত্যাচার, অনাচার ও নির্য্যাতনের প্রতিশোধমূলক কোন সংস্থার উদ্ভাবন হয় নাই। রানাপ্রতাপ, শিবাজী, শিবাজীর গুরু রামদাস স্বামী, গুরু গোবিন্দ সিংহ প্রতিশোধমূলক কোন শক্ত পন্থায় দাঁড়াইবার চেষ্টা করিলেও ইঁহাদের চিন্তাধারা ব্যাপক হয় নাই। স্বামী দয়ানন্দ ও স্বামী বিবেকানন্দ আত্মরক্ষা ও প্রতিশোধমূলক ও আক্রমণাত্মক নীতির দিকে ভারতকে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করিলেও ইঁহাদের প্রভাব খুব বিস্তারলাভ করে নাই। বিবেকানন্দের চিন্তাধারা ঢাকিবার জন্য রামকৃষ্ণবাদীরা স্পষ্টতঃ দুর্ব্বল পথ বাছিয়া লইয়াছে। ১৯৮৩ সনের গুরু পূর্ণিমায় আমি President Reagan কে যে Declaration পত্র দিয়াছিলাম তাহাতে বলিয়াছিলাম, আমেরিকার জনসাধারণ, ভারতের হিন্দু জনসাধারণ এবং ইসরাইলকে লইয়া শক্তিবাদ প্রসার করিলে পৃথিবীর প্রকৃত মঙ্গল আসিবে। এই সময়ের প্রায় একমাস পর আমি আমেরিকার হিন্দু যুবক Association এর প্রথম পরিকল্পনা করি এবং কয়েকখানা প্রচারপত্র আমেরিকার Student Association মারফৎ প্রকাশ করা হইয়াছিল, প্রচারপত্রগুলি শক্তিবাদমূলক ছিল। কয়েকদিনের মধ্যেই দেখা গেল ভূতপূর্ব সহকারী President নিউইয়র্কে হিন্দু স্টুডেণ্ট হোস্টলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ছাত্রগণ তখন আহারের টেবিলে বসিয়া আহার করিতেছিলেন। আহারের হলে প্রবেশ করিয়াই তিনি একটি ছোট্ট Lecture দেন এবং Hindu Student Association গঠনে অগ্রসর হন। সংক্ষেপ বক্তৃতায় বলিলেন, "তোমরা আমাদের দেশে থাক কিন্তু কখনও তোমরা আমাদের দেশে Politics এ অংশ লওনা এবং ভোটও দাও না, তোমরা কিন্তু ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।" তিনি প্রত্যেক ছাত্রের খাবারের টেবিলের সামনে গিয়া প্রত্যেক ছাত্রের সঙ্গে করমর্দন করেন, সকলের নিকট হইতে চাঁদা তোলেন এবং স্থায়ীভাবে সংঘ গড়িয়া দেন। বলিলেন তোমরা যা যা চাঁদা দিলে উহার রসিদ শীঘ্রই পাঠান হইবে। আমি Regan কে যে Declaration পত্র দিয়াছিলাম তাহাতে রেড ইণ্ডিয়ানদের সম্বন্ধে একটু কথা উল্লেখ ছিল। ম্যাণ্ডেলের Private Secretary এক বক্তৃতাতে রেড ইণ্ডিয়ানদের কথা বলেন যে তাহারা এত Backward যে তাহাদের লইয়া কোন কাজ করা চলে না। কয়েকদিনের মধ্যে দেখা গেল রেডইণ্ডিয়ানরা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে রাজনীতিতে যোগদান করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে এবং বৃহৎ সভায় সম্মিলিত হইয়াছে।

পৃথিবীর সমস্ত দেশের লোকেই আমেরিকার Central Intelligence Agency-র কথা জানে। আমাদের ভারতবর্ষে শক্তিবাদ Intelligence Agency করা দরকার। আমরা হিন্দুরা ভীষণ বিপথগামী এবং দুষ্টের প্রভাবে চলিতেছি। দেশ, বিদেশে আমাদের

মূর্খতা ও দুর্ব্বলতার জন্য বদনামের অভাব নাই। আমি শুধু তান্ত্রিক মন্ত্র তন্ত্র করিয়া এই জাতকে রক্ষা করিতে পারি না। এই জন্য ব্যাপক শক্তিবাদ প্রচার করা দরকার।

শক্তিবাদ গ্রন্থাদিতে শক্তিবাদকে ১৬ কলাস্তরে প্রতিষ্ঠিত মতবাদ বলা হইয়াছে। ১ কলা হইতে ১৬ কলার কথা হিন্দু শাস্ত্র বিহিত বৈজ্ঞানিক মনোবিকাশ। ৭৷৷০ কলার অধিক বিকাশ অসুরবাদে হয় না। অসুরবাদীরা ও অপুষ্টবাদীরা অর্থাৎ দুর্বলবাদীরা মিথ্যাবাদী, চোর, গুণ্ডা, বদমাইশ, নারী নির্য্যাতনকারী, লুটেরু, দুষ্ট ও খল প্রকৃতির হয়। মানবসমাজের ইহাই নীতি যে অসুরবাদ ও অপুষ্টবাদকে দমনে রাখিয়া সমাজের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা। এই জন্যই পুলিশ, আইন ও প্রশাসন বিভাগ রহিয়াছে। কিন্তু বর্তমানে কংগ্রেস ও কম্যুনিস্টরা ভারত ভাগকারী অসুরবাদ ও অপুষ্টবাদকে প্রশ্রয় দিতেছে ভোটের লোভে। অসুরবাদ নিজের বিকাশ চায় না, আবার সৎ লোকের বিকাশে বাধা দেয়। যতদিন ভারতের Administration এবং নেতৃত্বে ৬ কলার গান্ধীবাদ ও ৫ কলার কমিউনিজমের প্রভাব আছে ততদিন ভারতবর্ষে বিজাতীবাদী মুসলমানের গোলাম থাকিবার প্রবৃত্তি দৃঢ়ভাবেই থাকিবে। কারণ মুসলমানের ধর্মটা ৭৷৷০ কলার অসুরবাদ হইতে আসিয়াছে এবং তাহাতে অপুষ্টকলার প্রভাবে চোর চোট্টা গুণ্ডা বদমাইস লুটেরুদের প্রভাব থাকিবে। বর্তমানে হিন্দুদের মধ্যে চোর চোট্টা গুণ্ডা বদমাইস মিথ্যা ও ছলনার প্রভাব অত্যন্ত বৃদ্ধি হইতে চলিয়াছে। ইহার কারণ নেতাদের এবং Administrator দের চিন্তাধারা মুসলমানের গোলামীর স্তরে আসিয়া গিয়াছে। ভারত ভাগকারী অসুরবাদীদের ভারতে স্থান দেওয়া চলিবে না। যাহারা ইহার বিরোধিতা করিবে তাহাদের বিরুদ্ধেও দৃঢ় নীতি গ্রহণ করিতে হইবে।

শক্তিবাদ দুর্বলবাদ ও অসুরবাদ বিজ্ঞান বুঝিবার জন্য মস্তিষ্ক ও মানব বিকাশের বিজ্ঞানের নিম্নশিব, গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, উচ্চ শিব ও শক্তিকেন্দ্র সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ক্রম বিকাশ গ্রন্থে করা হইয়াছে।

বেদে ঈশপোনিষদের কথা আছে। উহাতে বিদ্যাবাদ ও অবিদ্যাবাদ স্তরের মানুষের কথা আছে। দ্রঃ শক্তিবাদ ভাষ্য উপনিষদ। অসুরবাদীরা ও অপুষ্টবাদীরা উচ্চ সমাজকে আসুরিকতা, লুট, গুণ্ডামী, নারী নির্য্যাতন দ্বারা ধ্বংস করে। বিদ্যাবাদীগণকেও তদনুরূপ নীতি ও কার্য্য দ্বারা অসুরবাদী ও অপুষ্টবাদীগণকে ধ্বংস করিয়া শুদ্ধ সমাজকে রক্ষা করিতে হইবে।

বেদ হিন্দুদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম গ্রন্থ। হিন্দুরা নিশ্চয়ই বেদবাদ রক্ষা করিবে এবং ভারতবর্ষে তথা বিশ্বের সর্ব্বত্র হিন্দু সংগঠন শক্তিশালীভাবে গড়িবে। এইজন্য আজ মকর সংক্রান্তির শুভলগ্নে ভারতবর্ষে S.C.I.A. (Saktibad Central Ishabadi Association) নামক সংস্থার প্রবর্ত্তন করা হইল। আমেরিকায়, কানাডায়, লণ্ডনে এবং ইসরাইলেও যাতে এই সংস্থার প্রভাব বিস্তার লাভ করে সেইজন্য S.C.I.A. ভারতবর্ষের অন্যান্য সমস্ত সংস্থার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন ও সংগঠনের মাধ্যমে সর্ব্বদা শক্তিবাদ বিষয়ে আলাপ আলোচনা ভাব বিনিময়ে সচেষ্ট থাকিবে।

এই চিন্তাধারাকে বৈজ্ঞানিক ও শক্তিশালী করিবার যে সাধনার ধারা প্রচলিত আছে উহার কেন্দ্রস্বরূপ শক্তিবাদ মঠ স্থাপন করা হইয়াছে। এই সাধনার ধারা গুরু পরম্পরায় শক্তিবাদ মঠ কেন্দ্র হইতে প্রসারিত হইবে। এই চিন্তাধারায় আদিগুরু

শক্তিসাধক শিব এবং শেষগুরু স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী। দুর্ব্বলস্তরের চিন্তাধারায় প্রভাবিত না হইয়া যাহাতে শক্তিবাদীয় চিন্তাধারায় সাধকগণ গড়িয়া উঠিতে পারে সেইজন্য আদিগুরু শিব এবং শেষগুরু সত্যানন্দকে কেন্দ্র করিয়া সাধকগণ অগ্রসর হইবেন। ক্রমবিকাশ গ্রন্থে শক্তিবাদ, অসুরবাদ এবং দুর্ব্বলবাদ স্পষ্ট এবং নিখুঁত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। শক্তিবাদ মঠের সাধকগণ সেই ধারায় গড়িয়া উঠিবেন এবং নিজের প্রতিভা S.C.I.A. মারফৎ দেখাইবেন।

গুরুপূর্ণিমাতে স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী যে পত্র President Reagan কে দিয়াছিলেন উহার উত্তর তিনি দেন নাই। উহার ইহাই কারণ, বোধহয় যে তিনি তখন ওয়াশিংটনে ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার উত্তরের মর্ম্ম আমরা Reagan এর Declaration, "U.S. Accord with India" 6 December, '83, দেখিতে পাই। এই Declaration এর উত্তরে যে পত্র স্বামীজী Reagan কে দিয়াছেন তাহা এখানে প্রকাশ করা হইতেছে। সমস্ত পৃথিবীর যাঁরা শক্তিশালী মানুষ, আমেরিকায় উপার্জ্জন করেন কিন্তু শক্তিবাদ স্বামীজীর সংস্পর্শে ছাত্র সংঘের প্রচারপত্রগুলি বাহির হইবার পর, তাঁহারা নিজেরা আসিয়া ছাত্রদের সঙ্গে যোগ দিয়াছেন, করমর্দ্দন করিয়াছেন। বীরই বীরের মর্ম্ম বুঝিতে পারে। অত্যন্ত দুঃখের কথা যে হিন্দুরা হিন্দুবিরোধী এবং ১০০০ বৎসরের অত্যাচারকারী, দেশভাগকারী যবনদের কথায় ওঠা বসা করে ও তাহাদের পদে তৈলমর্দন করে; এইজন্য সমস্ত পৃথিবীতে ইহারা ঘৃণিত। নিজেদের দেশে যাহাদের মনুষ্যত্ব ফোটেনা পৃথিবীতে ইহাদের কোন স্থান নাই। আমেরিকার C.I.A. জু (Jew) বা ইহুদীদিগকে যতটা সম্মানের চক্ষে দেখে এমন কাউকেই দেখে না।

কানাডায় শক্তিবাদীয় দুর্গাপূজা

১৯৭৩ সনে কানাডায় টরেন্টো নামক শহরে শক্তিবাদ প্রবর্ত্তক স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী দ্বারা শক্তিবাদীয় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ইহার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন প্রবাসী বাঙালী সম্প্রদায়। পূজার পরই ইহা ঘোষিত হইল যে এবার রেড ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে জীবনীশক্তি দেখা দিবে। পূজার পরই তাহারা প্রথম রেড-ইণ্ডিয়ান পত্রিকা প্রকাশ করে। এই পত্রিকা প্রকাশের সমস্ত ব্যয়ভার সরকার বহন করিতেছে। কানাডাতে ইহাই প্রথম দুর্গাপূজা। এই পূজা এখনও হইতেছে। ১৯৭৯ সনে আমেরিকায় শক্তিবাদ মঠ ওয়েষ্ট নামক মঠে শক্তিবাদীয় দুর্গাপূজার প্রথম অনুষ্ঠান হয়। ইহার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন নিবেদিতা ও তাপস (John and Norma Bee)। কলিকাতার একজন বিখ্যাত শিল্পী মূর্ত্তিটি প্রস্তুত করিয়া বিমানে পাঠাইয়া দেন। শক্তিবাদীয় দুর্গাপূজার ইহাই আমেরিকায় প্রথম বৎসর। এই পূজা এখনও অনুষ্ঠিত হইয়া চলিয়াছে। ১৯৮৩ সনে এই পূজা

শক্তিবাদ প্রবর্ত্তক স্বামিজী নিজে সম্পন্ন করিয়াছেন। এই পূজায় এবং কালীপূজায় কুমারী পূজাও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। আমেরিকান কুমারীর ডাক নাম ভবানী। পূজার পরে কুমারীর প্রদত্ত বাণীটি আমরা প্রকাশ করিলাম। বর্ত্তমান অধঃপতনকালে হিন্দুদের জন্য এই বাণীটির অনুসরণ অমৃতের মত কাজ দিবে।

কুমারীর বাণী

''একজন জ্যোতির্বিদ আমার নাম দিয়াছেন 'ভুবনেশ্বরী কুমারী'। এখন আমার বয়স ৬ বৎসর ৯ মাস। আমি একজন আমেরিকান কন্যা, এবং কালীমন্ত্রের সাধিকা। আমি শঙ্করাচার্য্যের নাম শুনিয়াছি। তিনি আমারই মত বয়সে সন্ন্যাসী হন এবং সমস্ত ভারতে বেদান্তবাদ এবং শক্তিবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। এই প্রচারের ফলে তিনি বৌদ্ধদের দুর্বল সমাজবাদ ভাঙ্গিয়া দেন। আমারও স্থির বিশ্বাস যে হিন্দু জাতিকে শক্তিশালী করিবার উদ্দেশ্যে আমি একটি শক্তিবাদীয় সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইব।

আমি ভারতবর্ষে মুসলমান আক্রমণের কথা এবং হিন্দুদের উপর তাহাদের বর্ব্বর অত্যাচার এবং পশুসুলভ আচরণের কথা শুনিয়াছি। ৭১২ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ বিন কাশিম নামে এক মুসলমান সিন্ধু প্রদেশ আক্রমণ করে। এই আক্রমণ দীর্ঘ ৭০ বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। অবশেষে হিন্দুরাজা পরাজিত ও বন্দী হন। তাঁহার পরিবারের সমস্ত মহিলারা বর্ব্বর মুসলমান দ্বারা ধর্ষিতা হন। তাঁহার দুইজন কন্যাকে বলপূর্বক অপহরণ করিয়া আরবে আনা হয়। সেখানে তাহাদিগকে দেওয়ালে গাঁথিয়া শ্বাসরুদ্ধ করিয়া ও অনাহারে রাখিয়া হত্যা করা হয়।

হিন্দু সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীর-ই উচিত একটি শক্তিশালী সংগঠন করা, যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার জন্য। যার ফলে এই বর্ব্বর শ্রেণীকে তাদেরই অনুসৃত নিষ্ঠুরতাপূর্ণ ব্যবহার ও শাস্তি দ্বারা আরবে ফেরত পাঠানো যায়। বর্ত্তমানে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্থানের সমস্ত হিন্দুরা বর্বর মুসলমান দ্বারা বিতাড়িত হইয়াছে। আমি হিন্দু জাতিকে উৎসাহিত করিব এই সব বর্ব্বর অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য। হিন্দুদের অবহিত হওয়া উচিত যে কাশ্মীর, লঙ্কা, বার্মা এবং পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ তাহাদেরই দেশ। এবং এই সমস্ত দেশগুলিকে পুনরুদ্ধার করিতে হইবে।''

স্বামীজীর বাণী

বর্ত্তমানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী একতা ও National Integrity-র কথা বলেন।ইহা হিন্দুদের জন্য একটা ভয়ঙ্কর ছলনার কথা। মুসলমানরা দেশ ভাগ করিয়া পাকিস্থান করিল, ভিন্ন জাতি বলিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করিল, পাকিস্থান হইতে সমস্ত হিন্দুগণকে অত্যাচার, অনাচার, নির্যাতন করিয়া নিঃশেষে বহিষ্কার করিল। তাহাদের ধন-সম্পত্তি এবং নারীদের মান-ইজ্জত সব নষ্ট করিয়া বহিষ্কার করিল। তাহাদের সহিত হিন্দুদের আবার এক জাতীয়তা কিসের? হিন্দুরা যদি নিজেদের মঙ্গল চাও তবে তোমরা প্রতিটি গ্রাম গঞ্জে হিন্দু সংঘ গঠন কর। এই হিন্দু সংঘ হইতে হিন্দু ভাবাপন্ন লোকদের ভোটে দাঁড় করাইয়া ভোট দিয়া জয়ী কর এবং বলরাজ মাধোকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখিয়া এই ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্রে পরিণত কর। কংগ্রেস, কম্যুনিষ্ট, মুসলমান প্রভৃতি অহিন্দুবাদী

সংঘকে একটি ভোটও দিবে না। যদি দাও, তবে পৃথিবী হইতে হিন্দু নামক সভ্যতা চিরতরে বিলুপ্ত হইবে। ভারত ভাগের পর পাঞ্জাবীরা মুসলমানগণকে পাঞ্জাব হইতে বহিষ্কার করিয়া পাকিস্থানে পাঠায়। জহর বংশের মুসলিম প্রীতি এত বেশি যে, মিলিটারী দ্বারা স্বর্ণমন্দির ধ্বংস করে এবং শিখগণকে ধ্বংস করিবার জন্য এখনও সমস্ত পাঞ্জাবকে মিলিটারী শাসনাধীন করিয়া রাখিয়াছে। কাশ্মীর হইতে বহিষ্কৃত পশ্চিম পাকিস্তানবাসী মুসলমানগণকে কাশ্মীরের ভিতর দিয়া পাঞ্জাবে বসাইবার ব্যবস্থা করা হয়। ইহাই খালিস্থান আন্দোলনের মূল কারণ। শিখরা নিজের দেশে অ-শিখগণকে থাকিতে দিবে না। ইহাই তাহাদের খালিস্থান আন্দোলন। ইহা ভাঙ্গিবার জন্য সমস্ত অহিন্দু সংগঠনগুলি ইন্দিরার সহিত হাত মেলায় এবং স্বর্ণমন্দিরকে ধ্বংস করিবার জন্য সেনা পাঠায়। এই ধ্বংসের ঘটনা মোঘল-পাঠান দ্বারা ধ্বংসকৃত সহস্র সহস্র হিন্দু মন্দিরের দুর্দ্দশার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। অযোধ্যার রাম মন্দির, কাশীর বিশ্বনাথ মন্দির প্রভৃতি সকল মন্দিরের একই অবস্থা। মোঘল-পাঠান ও ইন্দিরাতে তবে ভেদ কি? আজ দুর্গাপূজায় আমরা ইহাই ঠিক করিব যেন ইন্দিরার ও কম্যুনিষ্টের পক্ষে একটিও ভোট না পড়ে। আমরা প্রত্যেকটি হিন্দুকে অনুরোধ করি যেন বলরাজ মাধোক প্রবর্ত্তিত হিন্দু সংগঠনের মত সংগঠন তৈরী করিয়া তাহাদিগকে জয়ী করুন, এতৎ ভিন্ন কংগ্রেস ও কম্যুনিষ্ট অহিন্দু সংগঠনগুলিকে একটি ভোটও দিবেন না।

আমেরিকায় বিশ্ব হিন্দু সম্মেলন হয়। সেই সম্মেলনে প্রচারের জন্য শক্তিবাদ প্রবর্ত্তক স্বামিজী গান্ধী, নেহেরু প্রভৃতির হিন্দু বিরুদ্ধ কার্য্যকলাপের একটি সঠিক ইতিহাস পাঠাইয়াছিলেন। আমরা শুনিয়াছি উহা ছাপাইয়া সকলের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছে।

তাহাতে স্পষ্ট লেখা আছে যে, নেতারা আগাগোড়া বলিয়াছিল তাহারা দেশ ভাগ হইতে দিতে দিবে না। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা গেল হঠাৎ দেশ ভাগ হইয়াছে। নেতারা বলিয়াছিল যে পঞ্চশীলদ্বারা পৃথিবী জয় করিবে। কিন্তু নেহেরু চীনে গিয়া তিব্বতকে চীনের হাতে সঁপিয়া দেয়। ইহার ফলে ভারতে প্রবেশের জন্য উত্তর দিকের দ্বার খুলিয়া যায়। যুদ্ধে নেহেরু যে সকল সৈন্য পাঠাইয়া ছিলেন তাঁহারা সকলেই হিন্দু ছিলেন। তাঁহারা বিনা অস্ত্রে এবং বিনা বস্ত্রে বরফে জমিয়া মারা যান। চীন ৫৫ সহস্র[3] বর্গমাইল দখল করিয়া ফেলে এবং তিব্বত চরম দুর্দশায় পড়িয়া যায়। ভারতে ইংরেজ রাজত্ব কায়েম হইবার পর মুসলমানদের অত্যাচার বন্ধ হয়। কিন্তু গান্ধীর খিলাফৎ আন্দোলনের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত মুসলমানদের অত্যাচার সমানভাবে চলিয়াছে। এবং যতগুলি মন্দির আজ পর্য্যন্ত ধ্বংস হইয়াছে তাহার একটিও জহরলাল বা তাহার কন্যা উদ্ধার করে নাই। তাহারা আবার কোন্ সাহসে হিন্দু ভোটের জন্য চিৎকার করে? হিন্দুরা সাবধান। তোমরা একটি ভোটও এই জহরবংশ বা তাহাদের তাঁবেদারকে দিও না।

আমাদের অনেক কিছুই বলার ছিল। কিন্তু এই ছোট লিফ্‌লেটে তাহা সম্ভব নয়। পরিশেষে আমরা ইহাই বলিতে চাই যে জনগণ যেন নেহরু বংশকে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস না করে। ইহারা কার্য্যতঃ মুসলমান। সুতরাং ইহাদের এখনই পাকিস্থান বা আরব দেশে চলিয়া যাওয়া উচিত।

---

[3] প্রকাশকের নিবেদন - এখানে মূলের ''লক্ষ'' স্থলে ''সহস্র'' শব্দটি গৃহীত হল।

কুমারী পূজা ও নবদুর্গা রহস্য ব্যাখ্যায় স্বামীজী

প্রথমং শৈলপুত্রীতি দ্বিতীয়ং ব্রহ্মচারিণী।
তৃতীয়ং চণ্ডঘণ্টেতি কুষ্মাণ্ডেতি চতুর্থকম্॥
পঞ্চমং স্কন্দমাতেতি ষষ্ঠং কাত্যায়ণী তথা।
সপ্তমং কালরাত্রীতি মহাগৌরীতি চাষ্টমম্॥
নবমং সিদ্ধিদাত্রীতি নবদুর্গা প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
উক্তান্যেতানি নামানি ব্রহ্মনৈব মহাত্মনা॥
অগ্নিনা দহ্যমানাস্তু শত্রুমধ্য গতা রণে।
বিষমে দুর্গমে চৈব ভয়ার্ত্তা শরণং গতা॥
ন তেষাং জায়তে কিঞ্চিৎ অশুভং রণ সঙ্কটে।
আপদং ন চ পশ্যন্তি শোকদুঃখ ভয়ঙ্করীম্॥

১। শৈলপুত্রীতি। মানে হিমালয়ের কন্যা। যাহারা খুব উচ্চস্তরের পিতামাতার সন্তান, তাহাদিগকে বাল্যকাল হইতেই পিতামাতা খুব উচ্চস্তরের (শক্তিস্তরের) শিক্ষাদান করেন। এমন যে কুমারী তাহাকে শ্রেষ্ঠ কুমারী বলা যায়।

২। ব্রহ্মচারিণী। দুইরকম মানুষ হয়। একজনের মন বিষয়মুখী, আর একজনের মন ব্রহ্মমুখী। ব্রহ্মমুখী যাঁহার মন, তিনিই ব্রহ্মচারিণী আর বিষয়মুখী যাঁহার মন তিনিই বিষয়চারিণী।

৩। চণ্ডঘণ্টেতি। চণ্ডঘণ্টা॥ আল্‌জিহ্বার কেন্দ্র হইতেছে কণ্ঠচক্রে। উহাকে মন্ত্রস্থান বলে। গুরুপাদুকা কেন্দ্র 'অ' 'ক' 'থ' রেখা, 'হ' 'ল' 'ক্ষ' কেন্দ্র। 'হ' 'ল' 'ক্ষ' হইতে উত্থিত ত্রিশিখা। ত্রিশিখা যেখানে মিলিত হইয়াছে, সেখানে ষোড়শ কলা পাদপীঠ। উহার উপরে বিন্দু কেন্দ্র। 'হ' 'ল' 'ক্ষ' যে ঊর্দ্ধকেন্দ্রে মিলিত হইয়াছে সেই কেন্দ্রের নাম হংসপীঠ। এইসব স্থান হইতে শব্দ, ধ্বনি বা বাণী নির্গত হয়। এই বাণীই আমাদের কণ্ঠচক্রে ধ্বনিত হয়। যে কুমারীর মনে শক্তিবাদীয় শক্তিস্তরীয় শক্তিবাণী ধ্বনিত হয়, সেই কুমারী কুষ্মাণ্ডরূপী দুর্ব্বলবাদী, অজাসুর বা সাক্ষাৎবাদীয় মহিষাসুর বা কাহারও ছলনায় মুগ্ধ হয় না। সেই কন্যাকে চণ্ডী কন্যা বলা হয়। আমরা ভাল শুনি, মন্দ শুনি, যাহাই শুনি না কেন, সবচেয়ে শক্তিশালী নির্দ্দোষ বাণী আসে গুরুপাদুকার ঊর্দ্ধপ্রান্ত হইতে। ইহাই শক্তিবাণী। এই বাণী যাহার ঘণ্টি কা বা কণ্ঠ চক্রে ধ্বনিত হয় সেই চণ্ডঘণ্টা নাম্নী কুমারী। ইনিই ঠিক ঠিক ব্রহ্মচারী। ইনি ব্রহ্মেরই নিয়ম মানিয়া চলেন। সা ঘণ্টা পাতু ন দেবী পাপেভ্যোঽহঃ সুতানিব (দ্রঃ চণ্ডী)। শিবের আদেশ ছিল তোমরা কুমারী পূজা কর এবং জ্যোতির্লিঙ্গ শিব দর্শন কর। ইহার ফলে ম্লেচ্ছ ও যবনের পতন হইবে। একাত্মতা যজ্ঞ ও রথ উৎসব সমস্ত ভারতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ উদ্‌যাপন করিলেন। দক্ষিণ ভারতে কন্যাকুমারীর পূজাও অনুষ্ঠিত হইল। কিন্তু কাশীতে বিশ্বনাথ শিব মন্দির এখনও পণ্ডিত জওহরলাল প্রতিষ্ঠিত মিলিটারী ও পুলিশ পাহারায়। হিন্দুদের

প্রবেশ, মূর্ত্তিস্থাপন (শিবস্থাপন) বা পূজা নিষিদ্ধ। বিশ্বনাথ শিবই প্রধান জ্যোতির্লিঙ্গ। এখানে ব্যাধ কাঁধে বাঁক সহ শিবের প্রথম পূজা করিয়াছিলেন। তখন শিব বিল্ববৃক্ষের তলায় ছিলেন। পরে সেখানে বৃহৎ মন্দির নির্মিত হয়। অসভ্য বর্ব্বর যবন শাসকগণ সেই মন্দির এবং শিব ভঙ্গ করে। হিন্দুরা বার বার সেখানে শিবস্থাপন করিয়াছিল। বারংবারই বর্ব্বর শাসকরা ভাঙ্গিয়া দেয়। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইবার পর। পণ্ডিত জওহরলাল সেই মন্দির স্থানে মিলিটারী পুলিশ পাহারায় রাখেন যাহাতে হিন্দুরা প্রবেশ করিতে না পারে এবং মুসলমানরা নমাজ পড়িতে পারে। এবং ভারতকে তিনি সেকুলার রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করেন। এই ঘোষণা নিশ্চয়ই সংবিধান বিরোধী এবং বেআইনি। মুসলমানরা বিজাতী (আইনতঃ)। তাহাদের জন্য পাকিস্তান ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহারা পাকিস্তানে যাইবে, ইহাই আইনসঙ্গত এবং নীতিসম্মত কথা। সেই সময় হইতেই আসামে মুসলমানদের প্রবেশ আরম্ভ হয় এবং এখন আসামে তাহাদের সংখ্যা ৬০ লক্ষেরও বেশী। একমাত্র কাশীতেই মুসলমানদের সংখ্যা ২৫ লক্ষ হইবে। এইভাবে সমস্ত ভারতকেই মুসলমান দ্বারা প্লাবিত করা হইতেছে। এই প্লাবন দুষ্কার্য্যে গান্ধীবাদী কংগ্রেস, সি.পি.এম. দল, সি.পি.আই. সম্পূর্ণ হাত রহিয়াছে, দক্ষিণ ভারতে প্রেসিডেণ্ট গিরির সময় একটি জেলাকে মুসলমানদের হাতে দেওয়া হয়। সেখান হইতে এখন হিন্দুগণকে বহিষ্কার করা হইয়াছে। এখন ভোটের লোভে কংগ্রেস, কম্যুনিষ্ট এবং মুসলমানরা ষড়যন্ত্র করিয়া ভারতকে মুসলিম রাষ্ট্র করিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন। হিন্দুরা প্রতিবাদ করিলে তাহাদিগকে নির্য্যাতন করা হয়। আমেরিকার জনতা, রেড-ইণ্ডিয়ান, কানাডা এবং তত্রস্থ হিন্দু ছাত্র সংঘ ভূতপূর্ব সহকারী প্রেসিডেণ্ট মেণ্ডেলার নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হইয়া ভারতকে মুসলিম রাষ্ট্র করিবার ষড়যন্ত্র ভাঙিবার কথা ভাবিতেছে। আমরা চাই এইসঙ্গে জু বা ইহুদী জাতির সংযোগ হউক। এবং ভারতবর্ষ সহ সমস্ত পৃথিবীর হিন্দু ছাত্ররা এইভাবে সম্মিলিত হইয়া ভারতকে মুসলিম রাষ্ট্র করিবার ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করিবার পথে দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হউক। ষড়যন্ত্রদ্বারা ভারতকে মুসলিম রাষ্ট্র করিবার যে চেষ্টা বিভিন্ন রাজনৈতিক ও হিন্দুধর্ম্মীয় সম্প্রদায়গুলি করিতেছেন, উহাকে কুষ্মাণ্ডলীলা ছাড়া আর কি বলা যায়? চণ্ডঘণ্টা কথার অর্থই হইল যুদ্ধের ঘোষণা।

৪। কুষ্মাণ্ড। সমাজের একটা তামস অবস্থা। যে সমাজে এইরূপ তামস অবস্থা আসে, সেই সমাজের নেতারা অসুরকে তোষণ করিতে করিতে সমাজকে বারংবার ধ্বংসের দিকে লইয়া যাইতে থাকে। কোন কোন কুমারীর মনে সমাজের এই দুর্দশার কথা প্রতিফলিত হয়। যে কন্যা ইহাতে বিচলিত হয় না, সেই কুমারীই কুষ্মাণ্ড স্তরের কুমারী। সমাজে কুষ্মাণ্ড লীলা দেখিলেই কুমারীদের কণ্ঠে বাজিয়া উঠিবে প্রতিবাদ এবং প্রতিশোধ ধ্বনি।

৫। স্কন্ধমাতা। স্কন্ধ মানে মহাবীর কার্ত্তিক। ইনি শিব পার্ব্বতীর পুত্র কিন্তু ইঁহার জন্ম মাতার গর্ভে হয় নাই। এই কারণে মা ব্রহ্মচারিণীই থাকিয়া যান। কার্ত্তিকই ত্রিপুরাসুর নামক অসুরকে বধ করেন।

৬। কাত্যায়নী। আমাদের দেশে এবং পৃথিবীর সর্ব্বত্র দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান হয়। ইহাকে চতুর্ভূজা, ষড়যন্ত্র, দশভূজা, অষ্টভূজা, শতভূজা, সহস্রভূজা প্রভৃতি নানারূপে পূজা

করা হয়। শ্রীশ্রীচণ্ডীর দ্বিতীয় অধ্যায়ে মহিষাসুরমর্দ্দিনী দুর্গা বা কাত্যায়নীর কথা আছে। ইনি ব্রহ্মচারিণী। বৃন্দাবনের গোপিনীগণ কাত্যায়নীর পূজা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে কামহীন প্রেমের সাথীরূপে পূজা করিয়াছিলেন। অসুরের অত্যাচারে জর্জ্জরিত দৈব সমাজ এবং অসুরের নিকট সমাজকে সর্ব্বতোভাবে অপমানিত করিবার কুষ্মাণ্ডনীতিকে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার কুকর্ম্মে নিয়োজিত সমাজের মধ্যেই উচ্চস্তরের শক্তিবাদী দেবতাগণ গড়িয়া উঠিতে থাকে। সময় হইলে ইহারাই সংঘবদ্ধ হয়। এই সংঘশক্তিই মহিষাসুরমর্দ্দিনী দুর্গা। মহিষাসুর এই সংঘশক্তির নিকট নিশ্চয়ই পরাজিত হইবে।

৭। কালরাত্রি। অসুরের অত্যাচারে জর্জ্জরিত সমাজের ভয়ঙ্কর দুঃসময়ই কালরাত্রি। যে কুমারী জানে যে এই কালরাত্রি বেশীদিন থাকিবে না এবং অসুর ধ্বংস হইবে, সেই কালরাত্রি দ্রষ্টা কুমারী।

৮। মহাগৌরী। হিমালয়ের কন্যা গৌরী বাল্যকালেই মহাযোগী শিবকে ভালবাসিয়াছিলেন। শিবকে পাইবার জন্য তিনি হিমালয়ের মধ্যস্থিত গৌরীকুণ্ডে তপস্যা করেন। সিদ্ধদশায় তিনি শিবকে প্রাপ্ত হন। যতদিন তিনি শিবকে পান নাই, ততদিন তিনি গৌরী। শিবকে পাইবার পর তিনিই মহাগৌরী। ইনি শিবকে বিবাহ করিলেও ব্রহ্মচারিণীই থাকিয়া যান। শিবকে ইনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। ইঁহার গর্ভে কখনও সন্তান হয় নাই। ত্রিপুরাসুর বধকারী কার্ত্তিক ইঁহারই মানসপুত্র।

৯। সিদ্ধিদাত্রী। অসুরবাদ সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে ইহাই সিদ্ধির চরম অবস্থা। কুষ্মাণ্ডরূপ মূর্খ নেতাদের কথা একেবারে বাদ দাও। মহাজ্ঞানী সৃষ্টিকর্ত্তার এইসব বাণীগুলি অনুসরণ কর।

অগ্নিদ্বারা দগ্ধমান রণস্থলে শত্রুদ্বারা বেষ্টিত বীরগণ, যাঁহারা বিষম পরিস্থিতিতে পরিয়াছেন, যাঁহারা দুর্গম স্থানে (কংগ্রেস, কম্যুনিষ্ট ও মুসলমানদের ষড়যন্ত্রে) আটকা পড়িয়াছেন, তাঁহারা মহাশক্তির শরণাপন্ন হউন। এইসব ভয়ঙ্কর রণসংকটে তাঁহাদের অশুভ থাকিবে না। তাঁহাদের আপদ নষ্ট হইবে।

দক্ষিণ আমেরিকার মেক্সিকো নামক দেশের স্বাধীনতার শেষবারের মত যুদ্ধ আরম্ভ হয় ১৯১০ সালে। বিখ্যাত তান্ত্রিকযোগী জোয়ার্জো এই সংগ্রাম পরিচালনা করেন। সেইসব যুদ্ধে স্পেনিশ রাজার ভয়ঙ্কর অত্যাচার ও নির্যাতন দমন হয়। সৈন্য, পুলিশ, রোগবীজ, মহামারীবীজ, শস্যধ্বংস, সর্ব্বপ্রকারের বর্ব্বরতা ও ব্যাপক নরহত্যার প্রয়োগ হয়। বেষ্টিত ঘেরার মধ্যে খোঁয়াড়ে রাখিয়া অনাহারে মৃত্যুদান, বেত্রাঘাত করিতে করিতে মৃত্যুদান, একটু একটু করিয়া কাটিয়া মৃত্যুদান সর্ব্বই ব্যাপকভাবে হইতে থাকে। জোয়ার্জোকে ধরিবার কোন চেষ্টাই সফল হয় নাই। শত মাইল দুর্গম স্থানে অবস্থান করিয়া এই যুদ্ধ পরিচালনা করেন। ১৯১৭ সনের শেষভাগে স্পেনের রাজা ডোমিনিয়ন স্টেটাস ঘোষণা করেন। ইহার পর ২/১ বৎসরের মধ্যেই মেক্সিকো স্বাধীন হয়। মেক্সিকো রাজ্যটি হইতেছে রাবণের পুত্র মহীরাবণের দেশ। এ দেশের রাজা ব্রাহ্মণগণ মায়াবিদ্যায় শক্তিধর ছিলেন। মহীরাবণ মায়াবলে রাম লক্ষণকে হরণ করিয়াছিলেন।

উত্তরে রুশিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে লঙ্কা পর্য্যন্ত এবং পূর্বে ইষ্ট ইণ্ডিজ হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমে ইজিপ্ট পর্য্যন্ত এই যে একটা আসুরিক ব্লক পৃথিবীতে রহিয়াছে এই ব্লকে মুসলিম (আসুরিক) প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। ইহার মধ্যে ভারতবর্ষকে

মুসলিম ব্লকে পরিণত করিবার জন্য, নেহেরু বংশ, গান্ধীবাদী কংগ্রেস এবং ৪ কলার (পশুকলার) কম্যুনিষ্টরা অত্যন্ত সংগোপনে শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে। ভারতে এখনও বীরত্ব ও মনুষ্যত্বের প্রভাব আছে। ইঁহাদের কর্ত্তব্য নেহেরু বংশ, গান্ধীবাদ এবং কম্যুনিষ্টবাদকে উচ্ছেদ করিয়া দেওয়া। তাহা হইলে এই পৃথিবী জুড়াইবে। ১৯৮৩ সালের শেষভাগে শক্তিবাদ স্বামীজী আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট রেগনকে আমেরিকার জনসাধারণ, ভারতের হিন্দু জনসাধারণ এবং ইজরাইলের বীরগণকে এক করিয়া একটি শক্তিশালী যোদ্ধা ব্লকে পরিণত করিবার জন্য পত্র দিয়াছিলেন। ইহাদের লক্ষ্য হইবে ১৬শ কলায় প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানী এবং অসুরবিরোধী যোদ্ধা জাতে পরিণত করিবার কার্য্য বা উদ্যম আরম্ভ করা। এই লক্ষ্যেই শক্তিবাদ স্বামীজী SCIA নামক একটি বুদ্ধিমান ব্লকের প্রতিষ্ঠা দিয়াছেন। শক্তিবাদীরা শক্তিবাদ গ্রন্থাবলী আলোচনা করুণ এবং পৃথিবীতে শক্তিবাদ প্রচার করুণ।

৮৬ বৎসরে পদার্পণ কালে প্রেসিডেণ্ট রেগনকে স্বামীজীর পত্র

সম্মানীয় প্রেসিডেণ্ট শ্রী রোনাল্ড রেগন,
আমেরিকা

আপনাকে ইহা আমার চতুর্থ পত্র। আপনি এ বৎসর ইলেকসনে জয়ী হইয়াছেন। আমি ঈশ্বরের নিকট আপনার দীর্ঘ জীবন কামনা করি। আমি গত বৎসর গুরু পূর্ণিমা, দুর্গাপূজা ও কালীপূজার সময় আপনার দেশে ছিলাম। আপনি জয়ী হইবেন একথা ঐ দেশের বহু আমেরিকানগণকে ও হিন্দুগণকে বলিয়াছি। আপনার চিন্তাধারাতে আমাদের হিন্দুধর্ম্মের প্রচুর প্রভাব রহিয়াছে। এজন্য আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি, এবং পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নেতা বলিয়া সম্মান করি।

আমাদের দেশে প্রত্যেক মন্দিরে, প্রত্যেক গৃহে, হিন্দুদের কর্মস্থলে, দরজার উপরে একটি গণেশ মূর্ত্তি ও একটি লক্ষ্মীমূর্ত্তি দেখিতে পাইবেন। লক্ষ্মীমূর্ত্তি হইতেছেন ধনসম্পদ ঐশ্বর্য, ঔষধাদির প্রাচুর্যের প্রতীক। আমেরিকাকেও আমি লক্ষ্মীর প্রতীক বলিতে পারি। কারণ এখানে ধন ও সম্পদের প্রাচুর্য রহিয়াছে। আপনার কর্ম ও চিন্তাধারায় গণেশমূর্ত্তিরও প্রচুর প্রভাব রহিয়াছে। ইহা আমি নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমাদের পূজা বিধানে গণেশ মূর্ত্তির ব্যাখ্যা আছে। লক্ষ্মীমূর্ত্তিরও ব্যাখ্যা আছে। উহার এক অংশে গণেশকে জ্ঞানের, যুক্তির এবং বুদ্ধি শক্তির প্রতীক বলা হইয়াছে। এবং অন্য অংশে বলা হইয়াছে তিনি দন্তের আঘাতে অসুরকে বিদারিত করেন এবং সেই রক্তে নিজেকে প্লাবিত করেন। আপনার স্বভাবে অসুরের বিরুদ্ধে অস্ত্র সংগ্রহের প্রবণতা দেখা যায়। আপনি সেইভাবেই আমেরিকাকে গঠিত করিতে চান।

কিন্তু আমরা হিন্দুরা লক্ষ্মীদেবীকে অধিক প্রাধান্য দিতে গিয়া গণেশকে ভুলিয়া গিয়াছি। এই জন্য জাতি হিসাবে আমরা অধিক দুর্দশাগ্রস্ত। ইন্দিরার মৃত্যুর পর ভারতে শিখদিগকে নির্মমভাবে নির্য্যাতন করিবার অভিযান চলিয়াছে। এই কুশিক্ষা একদিনে

গড়িয়া উঠে নাই। ইন্দিরা গান্ধী সমস্ত জীবনে তাহাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও নির্যাতনের গোপন অভিযান চালাইয়াছেন। শিখরা হিন্দুধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ বীরত্ব, ত্যাগ ও ভারতরক্ষার প্রতীক। মুসলমানরা ভারতের সর্ব্বনাশ ভিন্ন কিছু করে নাই। ইন্দিরা মুসলমানধর্মের সর্বাপেক্ষা অধিক সমর্থক। তিনি এশিয়ান গেমস্ এ ৪০,০০০ গোধন হত্যার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অথচ তিনি রুদ্রাক্ষের মালা গলায় ধারণ করিতেন ও গোহত্যা বন্ধের ভণ্ডামীর কথাও বলিতেন। ভারতে এখন দুইটি প্রধান চিন্তাধারা আছে। একদিকে পবিত্রস্থান শিখ এবং হিন্দুজনতা, অন্যদিকে পাকিস্থান, মুসলমান, কংগ্রেস ও কম্যুনিষ্ট। ভারতের মুক্তি শিখ এবং হিন্দুত্ববাদী হিন্দুর সংঘবদ্ধতায় নিশ্চিৎ। ইহার বিপরীত অর্থাৎ কংগ্রেস কম্যুনিস্ট ও মুসলমানের একতা নিশ্চয় ভারতের ধ্বংস আনিবে।

আমেরিকাকে আমি ভারতের মতই ভালবাসি এবং আপনাকে হিন্দুধর্মের আদর্শ প্রতীক বলিয়া সম্মান করি। আমার বয়স এখন ৮৫, ইচ্ছা আমি পুনরায় আপনার দেশে যাইব।

স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী

রজনীশ ও কোরাণের বেজক লীলা

ভগবান রজনীশ আমেরিকা হইতে ফিরিয়া ভারতে আসিয়াছেন। রজনীশ দ্বারা ভারতে বেজক লীলা ভালই চলিয়াছিল। তিনি আমেরিকাতেও এই লীলা প্রবর্তন করেন। সেইখানে এই লীলা চলিল না। রজনীশের ভীষণ দুঃখ যে তিনি আমেরিকায় Democracy দেখিতে পান না। Democracy কি ভারতেই চলিয়াছে? কোরাণে মৃত্যুর ৫০ হাজার বৎসর কবর বাসের পরে মুসলমানদের শেষ বিচার এবং বিচারের পর অনন্ত দোজক ও অনন্ত বেহেস্তের বিধান আছে। দোজকে দুঃখভোগ ও বেহস্তে সুখভোগ। বেহস্তবাসীদের সুবিধার জন্য ভ্রমণোদ্যানের কথা আছে। সেই ভ্রমণোদ্যানের নামই বেজক। সেখানে মদের ঝর্ণা বহিতেছে। যত ইচ্ছা মদ্য পান করা যায়। সেই উদ্যানে সুন্দর সুন্দর রাস্তা ও রাস্তার ধারে ধারে স্ফটিক স্তম্ভ আছে। রাস্তায় ঝুড়ি ভরা মেওয়াসহ অনেক লোক ঘুরিতেছে। এরা বিনা পয়সায় বেজকবাসী মিঞাগণকে দেখিলেই হাঁ জী, লেওজী, খাও জী, তোমাদের পয়সা দিতে হইবে না, বলিয়া চীৎকার করে। বেহস্তবাসী মিঞারা স্ফটিক স্তম্ভের নিকটবর্তী হইলেই স্ফটিকস্তম্ভের ভেতর হইতে সুন্দরী সুন্দরী বিবিরা বাহির হইয়া মিঞাগণকে জড়াইয়া ধরে এবং নানাভাবে তাহাদিগকে আনন্দ দেয়। দ্রষ্টব্য কোরাণ ম১। সি ১। সু ২। আ ২৪। ভগবান রজনীশ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভারতের মঙ্গলের জন্য এই লীলা প্রবর্তন করেন। আমেরিকায় Democracy নাই রজনীশ ইহা দেখিয়াছেন, ভারতে Democracy চলিতেছে, না মুসলমান, কংগ্রেস ও কম্যুনিষ্টদের মিশ্রণে একটি মুসলিম রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা চলিয়াছে সেটা তিনি ভালই বুঝিতে পারেন। সেই রাষ্ট্রকে ত্বরান্বিত করিবার জন্যই তিনি যে ভারতে বেজক বাহার সৃষ্টি করিতেছেন ইহা আমরা বুঝিতে পারি। ভগবান রজনীশ এখন অনায়াসেই

ভারতে গ্রামে ও শহরে বেজক কেন্দ্র স্থাপনা করিতে পারিবেন। ধর্ম্মের ভিত্তিতে দেশকে ভাগ করিয়া পাকিস্থানকে লইয়া হিন্দুর সঙ্গে জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র এখন স্পষ্টতঃ মুসলিম সুবিধাবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হইতে চলিয়াছে। এখানে তাঁহাকে কেহ বাধা দিবে না। ইহা বেহস্ত রাষ্ট্রবাদেরই পূর্ব্বাবস্থা। ভগবান রজনীশের লোকপ্রিয়তা ভারতের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। আমরা ভগবান রজনীশকে শক্তিবাদ, অসুরবাদ ও দুর্ব্বলবাদ বুঝিতে বলি এবং শক্তিবাদের ভিত্তিতে কর্মনীতি স্থির করিতে বলি। ভারতে সুখের দিনে পঞ্চায়েত রাষ্ট্র ছিল। পঞ্চায়েত বুঝিতে হইলে হিন্দুধর্মের কলাবাদ বুঝিতে হয়। এই কলাবাদের ৪।০ কলায় নিম্নশিব, ৪॥০ কলায় বৈশ্য, ৪৷৷৷০ কলায় ক্ষত্রিয়, ৫ কলায় ব্রাহ্মণ বা গণেশ (বৈজ্ঞানিক, বিচারক, স্থপতি), ৬ কলায় সূর্য (শিক্ষা কলা সঙ্গীত প্রচার), ৭ কলায় শাসন (দুর্ব্বল শাসন, আসুরিক শাসন ও শক্তিবাদী শাসন), অষ্টম কলায় ঋষি, মুনি, যোগী, নবম হইতে চতুর্দশ কলা পর্য্যন্ত অবতার কলা। ১৫ ও ১৬ কলা পূর্ণ কলা। বিজ্ঞানের শাসনই বহুযুগ আগে ৭ কলার রাজা ও ৮ কলার ঋষির প্রাধান্যে পরিচালিত হইতেছিল। পঞ্চায়েতের অন্যান্য কলারও সহযোগ তাহাতে ছিল। এই শাসন প্রবর্তনে রজনীশ যদি সহায়ক হন, আমরা তাঁকে সাহায্য করিব।

কোরাণের মতে মুসলমান মেয়েদের কোন আত্মা নাই। তাহারা মরিয়া গেলে মাটির পুতুলের মতই শেষ হইয়া যাইবে। তাহাদের জন্য দোজকও নাই, বেহস্তও নাই। সমস্ত পৃথিবীর নারীগণের এই কথা বোঝা উচিৎ এবং দোজক, বেহস্ত ও বেজক নামক ধাপ্পা কথা উপেক্ষা করা উচিৎ।

সেকুলার পণ্ডিতের সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় ও সাম্যবাদ - ১৯৮৭

কংগ্রেস ও সি পি এমের গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ দ্বারা শক্তিবাদ মঠ আক্রান্ত হইয়াছে। বিনা কারণে একজন প্রতিষ্ঠিত আবাল্য ব্রহ্মচারী সিদ্ধ সাধকের নিজস্ব অর্থে প্রতিষ্ঠিত মঠের আয় বন্ধ করিবার চেষ্টা হইয়াছে, যিনি জীবনে কোন দিন চাঁদা বা ভিক্ষা গ্রহণ করেন নাই, শক্তিবাদ মতবাদের প্রবর্ত্তক, দেশে ও বিদেশে তাঁর অনেক প্রতিষ্ঠিত ও সম্মানিত শিষ্য-শিষ্যা রহিয়াছে। দেশের বর্ত্তমান পঞ্জিকাগুলি যাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া শ্রদ্ধা করেন এবং প্রতি বৎসর ১৪ই জানুয়ারী মকর সংক্রান্তির দিন গড়িয়ার শক্তিবাদ মঠে ও পৃথিবীর বহুস্থানে তাঁর জন্মদিন প্রতিপালিত হয় এবং পঞ্জিকাগুলিতেও ঐ দিনে জন্মোৎসবের কথা উল্লেখ থাকে। বর্ত্তমানে তাঁর বয়স ৮৭ বৎসর। ১৪ই জানুয়ারী ১৯৮৭ তে ৮৮ বৎসরে পদার্পণ করিবেন। একজন বৃদ্ধ সাধু ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের উপর যদি আক্রমণ, অকারণে অত্যাচার করা হয় এবং সি পি এম দলের নেতাদের ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে পর্য্যন্ত আবেদন করিয়াও যদি কোন সাহায্য না পাওয়া যায়, তবে সি পি এম আক্রান্ত হইলে তাহাদের সাহায্য করা কি উচিৎ?

হিন্দুরা হিন্দুর বুকে ছুরি মারিবে, হিন্দুরা হিন্দুর ঘরে আগুন দিবে, হিন্দুরা হিন্দুনারী হরণ করিয়া নির্য্যাতন করিবে এবং মুসলমানের গোলামী করিবে - শক্তিবাদ ইহা সমর্থন করে না। কংগ্রেসী হিন্দু, কমিউনিষ্ট হিন্দু, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ, Non-circumcised হিন্দুখৃষ্টান, নেপালী, গোর্খা, আদিবাসী, বনবাসী সকলে মিলিয়া যদি দেশ ভাগকারী বিজাতী ও বিদেশী লুটেরুগণকে পিটাইবার শপথ করে তবে দুই টাকা করিয়া সাহায্যের বদলে কুড়ি টাকা ও তার অনেক বেশী টাকার সাহায্য শক্তিবাদ সমর্থন করে।

যাঁহারা দেশ স্বাধীন করিলেন তাঁহারা ফাঁসির মঞ্চে গেলেন। যাঁহারা ষড়যন্ত্রকারীদের সমর্থক হইলেন তাঁহারা তাম্রপত্র ও পেনশন ভিক্ষা পাইলেন। যাঁহারা বিরোধ ও ষড়যন্ত্র করিলেন তাঁহারাই গদী পাইলেন। মুসলমান পাকিস্থান পাইল। শেখ সাহেব কাশ্মীরের উজির-এ-আজম হইলেন। পণ্ডিতজী পাইলেন দিল্লী। গান্ধী জাতির পিতার আসন পাইলেন এবং জাতিকে ক্যানসার উপহার দিলেন ও নিজে অপঘাতে প্রাণ দিলেন। পাপ কাহাকেও ছাড়ে না। লর্ড মাউণ্ট ব্যাটেনও শেষমেষ অপঘাতেই প্রাণ দিয়াছেন।

দিল্লী পাইলেও দিল্লী রক্ষা হইবে কি ভাবে? স্থির হইল নির্বাচন করিতেই হইবে। আবার সমস্ত মুসলমান যদি পাকিস্থানে চলিয়া যায় তবে নেহেরু ডায়নেষ্টি চলিবে কি করিয়া? হিন্দুরা ভারত ভাগ সমর্থন করে না এবং ভাগের পর মুসলমান পাকিস্থানে না যাইয়া ভারতে থাকিবে একথারও সমর্থন করিবে না। মুসলমানের বেশী সাহায্য প্রার্থনা করিলে তাহারা সারা ভারতকেই পাকিস্থান বলিবে, কারণ বৃটিশ মুসলমানের হাত হইতেই ভারতের শাসন ক্ষমতা পাইয়াছিল। পণ্ডিতজী গদী পাইলেন বটে কিন্তু শান্তি পাইলেন না। অনেক চিন্তার পর তিনি দেখিলেন যদি মুসলমানদের কোনভাবে ভারতে রক্ষা করিতে এবং তাহাদের সুরক্ষা ও বংশ বৃদ্ধি ঘটাইতে পারে এবং হিন্দুর মধ্যে এমন দল ও নেতা প্রস্তুত করিতে পারি যাহারা মুসলমানদের ভারতে থাকার পক্ষে সমর্থন দিবে। তাহা ছাড়া ধর্ম্মের মধ্যেও চাই এমন দল ও সাধু যাহারা সর্ব্বধর্ম্ম এক বলিয়া প্রচার করিবে এবং হিন্দুর চাঁদাতেই সুখে জীবন কাটাইবে। ফলে তাহার গদী সুরক্ষার জন্য সমর্থকও প্রস্তুত হইবে কিন্তু কখনোই তাহার পাণ্ডিত্যকে ভুল বুঝিয়া তাহার বিরুদ্ধে হিন্দুরা একজোট হইবার কথা চিন্তা করিতে পারিবে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে আজকে যাহারা সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়বাদী সাধু ও নেতা ইহারা সকলেই সেকুলার পাণ্ডিত্যেরই শিষ্য।

ভাবিয়া চিন্তিয়া পণ্ডিতজী চীনে গেলেন। কিন্তু সেখানে সুবিধা হইল না। উপরন্তু প্রাণের ভয়ে তিব্বতটি লিখিয়া দিয়া প্রাণ বাঁচাইয়া দেশে ফিরিলেন। আমেরিকার কথাও ভাবিলেন। কিন্তু সেখানে বাধা হইল ইজরায়েল। কারণ তাহারা ইসলাম বিরোধী। সর্ব্বশেষে নেহেরুজী ঠিক করিলেন রাশিয়াই একমাত্র পথ এবং রাশিয়াই পরম বন্ধু ও মিত্র। ভারতে কম্যুনিষ্ট দল গঠন করিলে তাহারাই মুসলমানদের সমর্থক হইবে। আর মুসলমান যখন যেখানে স্বার্থ বেশী পাইবে তাহাকেই ভোট দিবে। রাশিয়ার সাথে কেন্দ্র যত বন্ধুত্ব বাড়াইতে থাকিবে ততই ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টিও বিভিন্ন দলে বিভিন্ন নামে বিভক্ত হইতে থাকিবে। যত ভাগে হিন্দুরা বিভক্ত হইবে কেন্দ্র সংখ্যালঘুর একাউন্টে সাহায্য দান করিয়া আবার ধীরে ধীরে সেই সমস্ত ছোট ছোট পার্টিকে নেহেরু

ডায়নেষ্টিতে প্রবেশের পথ করিয়া দিবে। এই ভাবেই বংশানুক্রমে নেহেরু ডায়নেষ্টির শাসন চলিতে থাকিবে। এই পরিকল্পনার নামই - 'পণ্ডিত নেহেরুর সেকুলার প্ল্যান'। এই কারণেই তিনি ব্যারিষ্টার পদবীর বদলে 'পণ্ডিত' উপাধিতেই বেশী পরিচিত ও উদ্ভাষিত। ঔরঙ্গজেবের গদীর ষড়যন্ত্র হিন্দু বিদ্বেষী পণ্ডিতজীর সেকুলার প্ল্যানের চেয়ে গভীর ও নিষ্ঠুর কিনা সেটি আমরা জানি না। তবে পণ্ডিতজী সম্ভবত আকবরের শাসন হইতে সেকুলারতন্ত্র আয়ত্ত করিয়া ছিলেন। বোঝাপড়া হইল সেকুলারের আর একটা দিক। বুদ্ধিজীবি ও পণ্ডিতেরা সেই মোগল সাম্রাজ্য হইতে শুরু করিয়া আজও কখনও বিরোধিতা না করিয়া সম্রাটের জয়গান করিয়াই সহজেই উপঢৌকন, প্রতিষ্ঠা ও উপাধির অধিকারী হইতেছেন। আর যাহারা দলেও আসিবে না, প্রতিষ্ঠার মোহেও ভুলিবে না, আবার সেকুলারকে মানিয়াও লইবে না, তাহারাই সেকুলারের মতে সাম্প্রদায়িক, বিচ্ছিন্নতাবাদী ও উগ্রপন্থী।

শিখ সম্প্রদায় মুসলমানের গোলামী করিতে চায় না বলিয়াই তাহাদের উপর এত অত্যাচার চলিতেছে। শিখরা যদি পাকিস্থানের সাথে হাত মিলাইত তবে লাহোরে তাহাদের গুরুদ্বার দখল করিয়া পাকিস্থান সরকার মসজিদ করার প্রস্তাব করিত কিভাবে? (দ্রঃ ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা ২৮ ডিসেম্বর, '৮৬)। ভারত পাকিস্থানের বন্ধুত্ব চায়, শিখরা বন্ধুত্ব করিলে সেইটা অপরাধ হয় কেন? আমরা জানি বন্ধুত্ব হয় সমানে সমানে। গোলামের সাথে বাদশাহের বন্ধুত্ব কি সম্ভব?

১৪শ বৎসরের অত্যাচারের প্রতিশোধের কথা ভুলিয়া যাহারা প্রকাশ্যে কিংবা গোপন বোঝাপড়ায় সম্মত হইল তাহারা সকলেই হইল মহাপুরুষ। মৃত্যুর পরও তাহাদের জন্য পুরস্কার ও সম্মানের অন্ত নাই। আর যাহারা প্রতিশোধের পথ ধরিয়া ধর্ম্ম রক্ষা করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল, উগ্রপন্থী বলিয়া তাহাদের পেছনে পুলিশ, মিলিটারী কিংবা দলের পোষা গুণ্ডা লেলাইয়া দেওয়া হইল। গদী রাখিতে হইলে এসব করিতেই হইবে। আবার মাঝে মাঝে সাধারণ নিরীহ মানুষকে দলের পোষ্য গুণ্ডাদের দিয়া খুন করাইয়া দিলেও প্রচারের কৌশলে বিভ্রান্ত হইয়া জনগণ কিন্তু বুঝিবে বিদেশী মদতে বিরোধীরা ও উগ্রপন্থীরা করিতেছে।

সর্ব্বহারা ধনসাম্যবাদী সরকার হোপ '৮৬ অনুষ্ঠানে টিকিটের দাম ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে ভালভাবে প্রমাণ দিলেন ধনসাম্য ও সর্ব্বহারা কাহাকে বলে। এমনকি অনুষ্ঠানের শেষে সর্ব্বহারারা কিভাবে তাহাদের ঝোপড়িতে ফিরিয়া যাইবে তাহার খবর লইবার পর্য্যন্ত কেহ ছিল না। পরিস্থিতি অনুমান করিয়াই সর্ব্বহারাদের একমাত্র বিশ্বস্ত ঠিকেদার অনুষ্ঠান শেষ হইবার আগেই সপরিবারে শ্যালিকাকে সাথে লইয়া সরকারী সিটি বাজাইতে বাজাইতে সর্ব্বহারাদের হোপলেস করিয়া চলিয়া গেলেন। আর সর্ব্বহারা সমর্থকগণ হাড় কাঁপানো শীতে রাস্তার ধারে, প্লাটফর্মেই ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে হিমেল হাওয়া খাইয়াই উদর পূরণ করিতে লাগিলেন।

একজন সি পি এম নেতা সম্প্রতি বিদেশ হইতে ফিরিয়া আমাদের জিজ্ঞাসা করেন যে "আমি ব্রাহ্মণ কিন্তু বিদেশে যাইয়া গোমাংস খাইয়াছি। অবশ্য খাইতে ভালই লাগিয়াছে - আপনাদের কি মত?" আমরা বলিলাম, দেখুন শক্তিবাদ ধর্ম্ম কখনও

কাহারও বিকাশে বাধা দেয় নাই। মানুষ স্বাধীন, ধর্ম্মও তাহাকে স্বাধীন করিবার জন্য পথ নির্দ্দেশ করে, আপনি গোমাংস খাইয়া যদি তৃপ্তি লাভ করেন তাহাতে আপত্তি করিবার কি আছে? হিন্দুদের মধ্যে অনেকেই গোমাংস খায়, বৌদ্ধরা অহিংস বলিয়া নিজেরা গরু কাটে না, কিন্তু অন্যের কাটা মাংস ভক্ষণ করে। তবে আপনি যদি বলেন আমি গোমাংসও খাইব এবং ব্রাহ্মণ বলিয়া সমাজের শ্রদ্ধাও গ্রহণ করিব, সেটা সমাজ সমর্থন করিবে না। ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করিতে হইলে আপনাকে বিশ্বামিত্রের পথ অবলম্বন করিতে হইবে। সাত্ত্বিক আহার ও তপস্যাই ব্রাহ্মণত্ব অর্জনের পথ, গোমাংসে যিনি তৃপ্ত তিনি আর যাই হউন ব্রাহ্মণ হইতে পারেন না। আবার ব্রাহ্মণের বংশে জন্ম হইলেই সে ব্রাহ্মণ হইবে একথাও শক্তিবাদ ও শাস্ত্র স্বীকার করে না - ''জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্ দ্বিজউচ্যতে। বেদাভ্যাসাদ্ ভবেদ্ বিপ্র ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ।'' কাজেই আপনি জীবনভোর যদি শূদ্র থাকিতে চান আনন্দে থাকিতে পারেন, তবে ব্রাহ্মণ বলিয়া সমাজকে ধাপ্পা দিবেন না। কারণ ইহা পাপের লক্ষণ।

আমরা বলি কংগ্রেস, কম্যুনিষ্ট ও মুসলমানের মোহ যদি হিন্দুরা এখনও ত্যাগ না করে এবং সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয়ের ঠিকাদারী করিবার চেষ্টা করে তবে ভারত ধ্বংস এবং মুসলমান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা সুনিশ্চিৎ। বীর প্রসবিনী ভারত মাতার আজ কি দুর্দশা! নেহেরু ডায়নেষ্টির সমর্থক ছাড়া ভারতে কোন বিরোধী নেতা নাই। যাহারা চায় মুসলমানরা পাকিস্থানে না যাইয়া ভারতে থাকিবে, যে ধর্ম্ম চায় ভয়ঙ্কর মক্কাবাদের সাথে ঐক্যের সম্পর্ক, তাহারা যে কোন মতবাদের সমর্থকই হউক না কেন প্রকাশ্যে বা প্রচ্ছন্নভাবে তাহারাই নেহেরু ডায়নেষ্টির সমর্থক ও মক্কাবাদের গোলাম। সাত শত বৎসরের গোলামীর মোহ কমিউনিজমের মোড়কে ঢাকিলেও শক্তিবাদকে ছলনায় ভুলাইতে পারিবে না। ভারতে যদি এখনও কিছু বুদ্ধিজীবি ও বীরবাদী যুবক শক্তিবাদের চিন্তায় বিকশিত হইতে পারে তবে পরশুরামের মত মাতৃ হত্যার পাপ হইতেও মুক্ত হওয়া কঠিন হইবে না। ভারতবাসীও আবার মায়ের আশীর্ব্বাদ ও স্নেহধারায় প্লাবিত হইবে।

গরীব হিন্দুরা এক হও - ১৯৮৭ প্রচার পোষ্ট কার্ড

প্রায় ৪০ বৎসর দেশের স্বাধীনতা আসিয়াছে। আমরা গরীব হিন্দুরা পাকিস্থান হইতে বিতাড়িত, আমাদের সম্পত্তি লুণ্ঠিত, মা বোনেরা অপমানিত ও লাঞ্ছিত। আজও আমরা সর্ব্বতোভাবে নিঃস্ব। মুসলমানরা দেশ ভাগ করিল কিন্তু তাদের দেশে গেল না। তোমরা এম. পি., এম. এল. এ. হইয়াছ, তোমাদের ভোটের জন্যই মুসলমানদের মোটামোটা বেতনে পুষিতেছ, বড় বড় পোষ্ট দিয়াছ, রাষ্ট্রদূত করিয়াছ। এমন কি পাকিস্থান হইতে মুসলমান আনিয়া ভূমিহীনের নামে গরীব হিন্দুদের জমি লুট করাইতেছ। ফলে হিন্দুস্থানের হিন্দুরাও গরীব ও নিঃস্ব হইয়া গিয়াছে। আমরাও নিঃস্ব

রহিয়া গেলাম। তোমরা এম. পি., এম. এল. এ., বড় বড় অফিসার এবং মুসলমানরা যে হারে টাকা পাও ও মজা লোট এবং জিনিষপত্রের দাম যে হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে, আমাদেরও ঐ হারে টাকা দাও, চাকরি দাও। টাকা ছাড়া আমরা বাঁচিব কি করিয়া? তোমরা বিশ্বনাথ মন্দির লুটাইয়াছ স্বর্ণমন্দিরও লুটিয়াছ। আমরা তো নিঃস্ব হইয়াছি, শিখরাও নিঃস্ব হইতেছে। আমরা গরীব হিন্দুরা শিখদের সঙ্গে থাকিব এবং আমাদের দাবী আদায় করিতে বাধ্য হইয়া প্রতিশোধের পথ ধরিব। তোমরা স্বাধীনতার ভাগ পাইয়া অনেক টাকা লুটিয়াছ, আর আমরা গরীব হিন্দুরা কেন না খাইয়া মরিব?

শিখ এবং হিন্দুরা প্রত্যেক মন্দিরে এবং গুরুদ্বারে গরীব হিন্দুদের দুর্দ্দশার কথা প্রচার কর।

সারা ভারত গরীব হিন্দু পার্টি
All India Poor Hindu Party
(P.H.P.)

ভারতের সমস্যা ও সমাধান - ১৯৮৯

বহু বৎসর আমরা দুইটি জাতির পরাধীন ছিলাম। উহার একটি হইতেছে ইংরেজ অন্যটি হইতেছে মুসলমান। ১৯৪৭ সালে ইংরেজ চলিয়া গিয়াছে। মুসলমানরা ভারত ভাগ করিয়া পাকিস্থান করিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গ এবং পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলমানের হাতে দিয়া সেখানকার হিন্দুদের ও বৌদ্ধদের সর্ব্বনাশ করা হইয়াছে। স্বার্থপর ও মূর্খ নেতারা এইজন্য দায়ী। পূর্ববঙ্গ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আজ যবনের অত্যাচারে জর্জরিত। ভারতের স্বাধীনতার জন্য পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা কম ত্যাগ এবং কম কষ্ট সহ্য করে নাই। তাহাদিগকে এইভাবে নির্যাতনে রাখা কোন মনুষ্যত্বের লক্ষণ নহে। পশ্চিম পাকিস্থানের নামে ভারতের এক প্রকাণ্ড অংশ আজ মুসলমানের নিকট পরাধীন। এরা মুসলমানের অত্যাচারে জর্জরিত। ১৯৮৯ সালের Election-এর পর দিল্লীর গদীতে V. P. Singh প্রধানমন্ত্রী পদে বসিয়াছেন। তিনি যে Constitution ঘোষণা করিয়াছেন উহার পরিণতি ভয়াবহ। বর্তমানে ভারতের যে অংশটুকু হিন্দুদের ভাগে আছে তাহাও অতি সত্বর মুসলমানের হাতে চলিয়া যাইবে। ইহার পর হিন্দুগণকে অশেষ অত্যাচারে অত্যাচারিত হইয়া মুসলমানের অধীন হইয়া বাঁচিতে হইবে।

১৪০০ বৎসরের অত্যাচারেও হিন্দুদের মনুষ্যত্ব জাগে নাই। সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া ভারতের মুসলমানগণকে পাকিস্থানে পাঠাইতে হইবে এবং পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিম পাকিস্থানকে শক্তি প্রয়োগ করিয়া দখল করিতে হইবে। হিন্দুরা এই লক্ষ্যে প্রস্তুত হও। V. P. Singh মুসলমানদের জন্য যে তোষণলীলা চালাইয়াছেন তাহার ফল ভয়াবহ হইবে। হিন্দুরা সাবধান হও। ভারত হইতে Secularism এবং National Integrity ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। মুসলমানরা হয় বৈদিক ধর্ম এবং বৈদিক নাম গ্রহণ করিবে অথবা আরবে চলিয়া যাইবে। হিন্দুগণকে বীরত্ব এবং অস্ত্র গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার অন্যথা করা

চলিবে না। রামের পূজা হিন্দুগণকে শক্তির সন্ধান দিয়াছে এবং বুদ্ধিবলে রামই হিন্দুগণকে সাহস এবং বীর্যবান করিবে।

ভারতকে মুসলমানরা ভাগ করিয়া পাকিস্থান করিল। এই ভাগের প্রথম সমর্থক কম্যুনিষ্ট পার্টি। কংগ্রেস নেতারা ভিতরে ভিতরে সকলেই ইহার সমর্থক ছিল। যথা গান্ধী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং জওহরলাল, প্যাটেল ইত্যাদি। কিন্তু উপরে তাহারা বিরোধ জাহির করিত। দেশকে বামপন্থীদের হাতে দিবার জন্য ভারতের কংগ্রেস, কম্যুনিষ্ট এবং সব নেতারা এই দলে লিপ্ত ছিল। প্রথম প্রথম হিন্দুরা ইহার বিরোধ করিয়াছিল। কিন্তু তাহারা পরিস্থিতির জটিলতা এবং নেতাদের ছলনা বুঝিতে পারে নাই।

ভারত ভাগের পর জওহরলাল এবং গান্ধীর হাতের পুতুল হইল ভারত। তাহারা ভারতভাগকারী মুসলমানদের পাকিস্থানে যাইতে দিল না। কারণ ভিতরে ভিতরে তাহারা বামপন্থী ছিল। ভারতভাগের পর মুসলমানগণকে কিছুতেই ভারতে রাখা চলে না। যদি রাখা হয় তবে বামপন্থীরা নিশ্চয়ই ভারতকে শাসন করিবে এবং হিন্দুদের সর্বনাশ করিবে।

রামশিলা আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়া হিন্দুরা দক্ষিণপন্থী ভারতরাষ্ট্র করিবার একটা সুযোগ পাইয়াছে। যতদিন মুসলমানেরা পাকিস্থানে যাইতেছে না ততদিন ভারতে রাষ্ট্রপতির শাসন নিশ্চয়ই থাকিতে হইবে এবং সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া মুসলমানগণকে অতি সত্বর পাকিস্থানে পাঠাইতে হইবে।

বর্তমানে ইলেকসনে হিন্দুরা যথেষ্ট সংখ্যায় M.P. পদে নির্বাচিত হইয়াছে - কিন্তু তাহারা যদি মুসলমান ও কম্যুনিষ্টদের ছলনায় উক্ত নীতি হইতে সরিয়া ক্ষমতার লোভে Secular India ও মুসলমানদের লইয়া National Integrity প্রভৃতি ভেক্ করিতে যান - তবে তাহাদের পতন অনিবার্য। অতএব এই সন্ধিক্ষণে হিন্দুরা সাবধানে অগ্রসর হও। সমগ্র হিন্দুজাতির ও ভারতের কল্যাণের লক্ষ্যকে সর্বাগ্রে রাখিয়া অগ্রসর হও। মুসলমান ও কম্যুনিষ্টদের ছলনা হইতে সাবধান হও।

১000 বৎসরেও দুর্বলবাদী হিন্দু নেতারা মুসলমানের ছলনার কাছে আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। মুসলমানরা বরাবরই দুইভাগে ভাগ হইয়া আন্দোলন চালায়, একদল প্রত্যক্ষে গুণ্ডামি করিয়া সুবিধা আদায় করে, আর একদল সেকুলার হইয়া ভাগের উপর ভাগ বসায়, ভারত ভাগের সময়ও যাহা হইয়াছে আজও সেই ধারা অব্যাহত। হিন্দু সংঘ ও নেতারা যদি এই ছলনা অতিক্রম না করিয়া মুসলমানদের দলে স্থান দেন তবে তাঁহারা আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন না, কারণ উচ্চ সংস্কার ছাড়া প্রবৃত্তির পরিবর্ত্তন অসম্ভব।

ভারত ও বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র, পণ্ডিত নেহেরুর রাষ্ট্রনীতি অর্থাৎ সেকুলার নীতির উগ্রসমর্থক। কিন্তু ভারতের বুদ্ধিজীবি ও রাজনীতিবিদদের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিৎ, কারণ সেকুলার নীতির প্রবর্ত্তক ছিলেন বাদশা আকবর, তিনিই 'দীনইলাহি' ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন। বাদশা আকবর রাজা মান সিং-এর বোনকে বিবাহ করেন সেকুলার সর্তে, সেই সর্ত ছিল বাদশার ঔরসে ক্ষত্রিয়াণীর গর্ভের সন্তান দিল্লীর মসনদে বসিবে আর বেগম যোধাবাই আকবরের প্রাসাদে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণের গোপাল মূর্ত্তির পূজা করিবে। বাদশা বেগমের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিবে না। নেহেরু এই মহান সেকুলার নীতি National

Integrity ও ধর্ম্মনিরপেক্ষতার নামে ভারতে প্রতিষ্ঠা দেন। কমিউনিস্টরা এই নীতির প্রথম সমর্থক। এই প্রবাহ আজও অব্যাহত আছে। কানপুর কেন্দ্রের সি পি এম এম পি স্বভাসিনী দিদিকে এখনও আমরা সেকুলার নীতির প্রতীক হিসাবে দেখিতে পাই। শ্রদ্ধেয় প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথপ্রতাপ সিংহ, বলিয়াছেন গদীতে তাঁহার লোভ নাই। প্রয়োজনে তিনি সন্ন্যাস লইতে প্রস্তুত কিন্তু তাঁহার মনে রাখা উচিৎ ভারতকে মক্কাবাদের হেরামখানা হইতে মুক্ত করিতে না পারিলে সন্ন্যাসের অর্থ আত্মপ্রবঞ্চনা।

নেতারা সেকুলার চালাইবে আর তিনি সন্ন্যাস লইয়া দেশে বিদেশে তপস্যা করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইলে ভারতের সর্ব্বনাশ রুদ্ধ হইবে না। শক্তিবাদ স্বামীজী তাঁহার হস্তরেখা দেখিয়া বলিয়াছিলেন "আপনি রাজনীতিতে আসিলেন কেন? আপনার হাতে সন্ন্যাস যোগ প্রবল।" তিনি সে কথা মনে রাখিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ। স্বামীজী ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জীর পর আর কোন নেতার সাথে দেখা করেন নাই, একমাত্র বিশ্বনাথ প্রতাপজীর সাথে দিল্লীতে দেখা করিয়াছিলেন। তাঁহাকে স্বামীজী একখানা পত্রও দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি ভিপিজীকে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন মুসলমান ও কমিউনিষ্টদের হইতে দূরে থাকিতে এবং হিন্দুফ্রন্ট গড়িতে। ভিপিজী ইহার কোন উত্তর দেন নাই।

শক্তিবাদই বিশ্বহিন্দু পরিষদের স্বর্ণচূড়া

বিশ্বহিন্দু পরিষদের কার্যকলাপকে স্বর্ণচূড়ায় (শক্তিবাদে) উন্নীত করিতে হইবে।

১। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হইয়াছে। কিন্তু মুসলমানেরা ভারত হইতে যায় নাই। তাহারা পাকিস্তান রাষ্ট্র করিয়াছে। সেখানে হিন্দু ও বৌদ্ধগণকে অশেষ নির্যাতিত করিয়াছে এবং করিতেছে। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু ও বৌদ্ধরা দেশের স্বাধীনতার জন্য কম ত্যাগ ও রক্ত দান করেন নাই। তাঁহাদিগকে ঐ দেশে মুসলমান বর্ব্বরদের অধীনে নির্যাতিত রাখিয়া মুসলমানদের লইয়া আমরা সুখে থাকিব ইহা কোন মনুষ্যত্বের লক্ষণ নহে।

২। মুসলমানেরা হিন্দুদের লক্ষ লক্ষ দেবমন্দির ধ্বংস করিয়া মূর্ত্তিগুলিকে মসজিদের রাস্তায় ফেলিয়া পদদলিত করিয়াছে। মক্কার শিবমন্দিরে মুসলমানেরা হজের নামে শিবের গায়ে থুতু মাখায়। উক্তপ্রকার অসভ্যতা এবং বর্ব্বরতা মুসলমানেরা একের পর এক করিয়াই চলিতেছে। সুতরাং হিন্দুদের কেবল রামমন্দির উদ্ধার করিলেই চলিবে না। ভারতবর্ষে একটিও মসজিদ থাকিতে দেওয়া চলিবে না।

৩। হিন্দুধর্মের নপুংসক নেতারা লিঙ্গকাটা যবনদের লইয়া এখনও Secularism এবং National Integrity-র ভণ্ডামি করিতে চান। তাঁহাদেরও যবনদের সঙ্গে দেশ হইতে বহিষ্কার করিতেই হইবে।

৪। ভারতে বর্তমান সময়ে দেবনাগরী অক্ষরে বেদ লিখিত হয়। এই দেবনাগরী অক্ষরকেই ভারতের সমস্ত ভাষার অক্ষররূপে ব্যবহার করিতে হইবে নচেৎ চিন্তাধারা কিছুতেই এক ও শক্তিশালী হইতে পারে না। উর্দু ভাষা হিন্দি ভাষারই অপভ্রংশ। সুতরাং উর্দুকেও দেবনাগরী অক্ষরে লিখিতে হইবে নতুবা ইহা কিছুতেই State Language এবং পত্রিকার ভাষার মর্যাদা পাইতে পারে না।

ভারত হইতে মুসলমানদের বহিষ্কার, পূর্ব্ববঙ্গকে ভাগ করিয়া সেখানে নির্যাতিত হিন্দু ও বৌদ্ধদের জন্য স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপন, তাজমহল সমেত সমস্ত হিন্দু মন্দির উদ্ধার ও সমস্ত মসজিদ ধ্বংস করিয়া বিজাতীয় অসুরবাদীয় সভ্যতার বিলোপের জন্য প্রবল আন্দোলন করিতেই হইবে। আমাদিগকে বিশ্বহিন্দু পরিষদ ও শক্তিবাদের চিন্তাধারাকে এক রেখায় আনিতেই হইবে। পশ্চিম পাকিস্থানকেও হিন্দুদের জন্য ভাগ করিতে হইবে।

শক্তিবাদ স্বামীজী বহুদিন U.P. তে ভাষার অক্ষর সম্বন্ধে অনেক বড় বড় পণ্ডিতের মধ্যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, ভারতবর্ষে দুইটি অক্ষর চালানো উচিত। ছাপিবার জন্য দেবনাগরী অক্ষর এবং লিখিবার জন্য বঙ্গাক্ষর। কারণ হিন্দি অক্ষরে এক টানে লেখা যায় না এবং বারবার নিম্নমুখী হইয়া বিলীন হইয়া যায়। সেই হিসেবে বঙ্গাক্ষরে লেখা অনেক সুবিধাজনক। কারণ ইহা সব সময় উপরের মাত্রায় যাইয়া মিলিত হয় ফলে লেখা অনেক আরামদায়ক ও সাবলীল হয়।